※ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

শুক্রবার, ১৫ মাঘ ১৩৭৭ (৯ মাঘ ১৮৯২ শক)   Friday, January 29, 1971.

৪৯ বর্ষ, ৩১৮ সংখ্যা

ESTD 1878 REGD NO C 1080

মূল্য—২০ পয়সা

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কোঃ প্রাঃ লিঃ
১৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

কেয়োকারপিন
কনক
সেন্ট স্নো পাউডার

নির্বাচনের কাজে এই প্রথম

সওদাগরি ও ব্যাংক কর্মীর সাহায্য প্রার্থনা

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং সওদাগরি সংস্থাগুলিকে নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মী দিয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। ব্যাংক বা সওদাগরি কর্মচারীদের নির্বাচনের কাজে এর আগে আর কখনও ডাকা হয়নি—এই প্রথম হল।

নির্বাচন ও ভোট গ্রহণ কাজে উপযুক্ত সংখ্যায় সরকারী কর্মচারী এখনও এগিয়ে না আসায় যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই প্রধান নির্বাচন অফিসারের এই প্রয়াস।

প্রধান নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবন বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের ওই তথ্য জানিয়ে বলেন যে, নির্বাচন প্রস্তুতি পর্বকে প্রশাসনিক দিক দিয়ে যথাসাধ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শ্রীরাঘবন সকল প্রকার ভয়ভীতি ও দ্বিধা কাটিয়ে নির্বাচনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মী ও বিশেষ করে শিক্ষক সমাজের নিকট আহ্বান জানান। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের কাজ এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব কিছুটা এক শ্রেণী গেজেটেড পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে শ্রীরাঘবন এদিন রাজ্য সরকারের বিভাগীয় সচিবদের নিকট চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে তাড়াতাড়ি কর্মী তালিকা পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব দফতর রয়েছে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সেখানকার কর্মীদের তালিকাও যাতে বিভাগীয় প্রধানরা সত্বর রাজ্য নির্বাচনী দফতরে পাঠান সে জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীসেনবরমা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে লিখছেন। শ্রীরাঘবন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছেন। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নামের তালিকা সম্পূর্ণ না পাওয়া গেলে তাঁদের কাজের অসুবিধা হবে। প্রসংগতঃ তিনি জানান যে, পশ্চিমবংগে রেল বিভাগ থেকে এখনও কর্মী তালিকা পুরোপুরি পাওয়া যায়নি।

শ্রীরাঘবন বলেন যে, এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী তাঁর নিকট এই মর্মে স্মারকলিপি দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কার্যে রত কর্মীদের জন্য ঝুঁকি বীমা এবং ক্ষতিপূরণদানের জন্য দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নির্বাচন অন্যান্য বারের মতই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার মত কোন কারণ নেই। কোনরূপ দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করে এ কাজে কর্মীরা অগ্রসর হোন এটাই তিনি চান।

'এ কাজ বাধ্যতামূলক'—রাঘবন

এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের প্রধান নির্বাচন অফিসার বলেন যে, নির্বাচনের কাজের জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হলে অপরিহার্য কারণ ছাড়া তিনি ওই কাজ এড়াতে পারেন না। এ কাজ বাধ্যতামূলক। যাদের এ কাজে ডাকা হবে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন বলে তিনি আশা করছেন। নির্বাচনের কাজে অংশ গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক এ ধরণের কারও কোন ভ্রান্ত ধারণা যাতে

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ফরওয়ারড ব্লক কর্মী সহ তিনজন খুন

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার চণ্ডীতলায় বিশিষ্ট ফরওয়ারড ব্লক কর্মী শ্রীসীতাপতি ব্যানার্জি খুন হন। তিনি চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ফরওয়ারড ব্লকের প্রস্তাবিত প্রার্থী ছিলেন। পশ্চিমবংগে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রার্থী খুনের ঘটনা এই প্রথম। ২৪ পরগণায় এদিন দুজন খুন হয়েছেন। একজন দমদম থানার ঘুঘুডাঙ্গায়। নাম শ্রীধীরেন্দ্র চৌধুরী। তিনি একজন ব্যবসায়ী। অন্যজন কল্যাণী স্পিনিং মিলের কর্মী শ্রীসমীর দাস। তাঁর রক্তাপ্লুত মৃতদেহ হাবড়া থানার অশোকনগরে পাওয়া গিয়েছে।

এদিন সকালে উত্তর কলকাতার কাশীপুর থানা এলাকায় একদল টহলদার পুলিশ আক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে একজন যুবককে আহত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জেল-ভ্যান থেকে ৭ জন বন্দীর পলায়ন, ২ জন আবার গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগণা এলাকায় উগ্রপন্থী সাতজন বিচারাধীন বন্দীকে যখন প্রিজনভ্যানে করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে উধাও হন। পরে সন্ধ্যায় নিউ বারাকপুরে একটি ঝিলের কাছে তাদের মধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে বলা হয়।

বন্দীদের পলায়নের সংবাদ পেয়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগের ডি আই জি শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী ও ২৪ পরগণার জেলা শাসক শ্রীরথীন সেনগুপ্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর করেন। এবং কীভাবে বন্দীরা পালিয়ে গেলেন তা তদন্তের জন্য নির্দেশ দেন।

ঘটনা সম্পর্কে ডি আই জি শ্রী চক্রবর্তী আমাকে বলেন, আলিপুর সেনটারল জেল থেকে ওই সাতজন বন্দীকে বারাসত কোরটে হাজির করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরা নকশালপন্থী দলের। এবং এদের কলকাতা ও ২৪ পরগণায় ইতিপূর্বে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ছিল কোরটে হাজির করার তারিখ।

অভিযোগে প্রকাশ, দুপুর বারোটা নাগাদ গৌরীপুরের কাছ দিয়ে

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

আজ আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শুক্রবার আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা থাকবে। সকালে কুয়াশা হতে পারে। রাতে শীত বাড়বে।

বৃহস্পতিবার সকালে একবার রোদের ঝিলিক দেখা গিয়েছিল। তারপর দিনভোর আকাশের মুখভার, মাঝে মাঝে ইলশে গুঁড়ি, কখনও বা ঝিরঝিরে।

আলিপুর হাওয়া অফিসের খবর এদিন কলকাতার বৃষ্টি হয়েছে ৫ মিলিমিটার। তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ২৩.২ ডিঃ সেঃ বা ৭৩.৭৬ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ১৬.৬ ডিঃ সেঃ বা ৬১.৪৮ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৯ ভাগ, সর্বনিম্ন ৭০ ভাগ।

যশোহরের সাগরদাঁড়ি থেকে

কপোতাক্ষ-তীরে মধু-মেলা

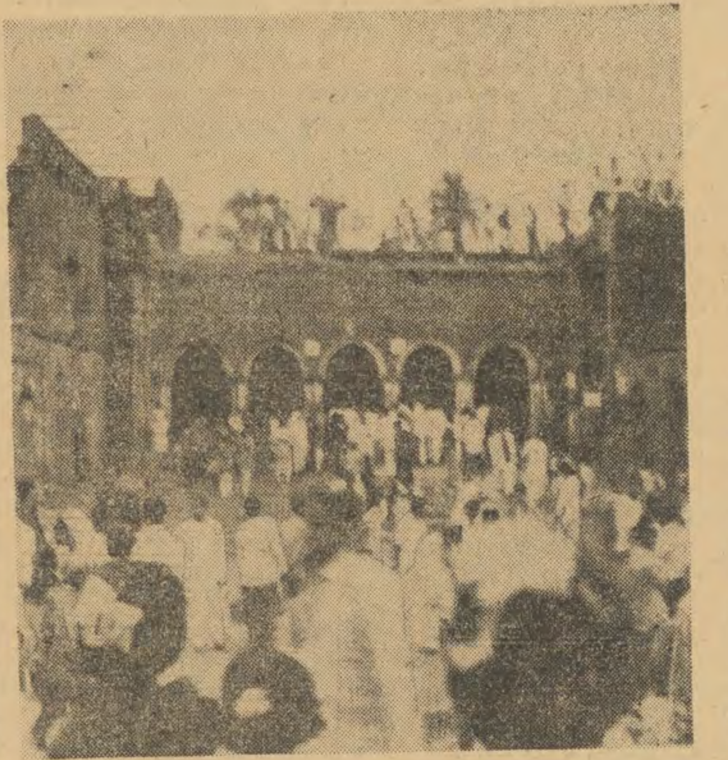

যশোহরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেলের পৈতৃক ভবন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার গত সোমবার মাইকেলের জন্মদিনে ভবনটি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। ওইদিন বাড়ি দেখতে লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ২৫ জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৪৭তম জন্মোৎসব কবির জন্মভূমি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে অনুষ্ঠিত হল। আনন্দবাজারের প্রতিনিধি হিসাবে অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দেখলাম, প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল এই উৎসবে। শুধু স্থানীয় লোক নয়, সাধারণ গ্রামবাসী থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাহিত্যিক কবি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক মণ্ডলী, পূর্ব পাকিস্তান পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এ'রা এসেছিলেন ঢাকা, রাজসাহী, রংপুর, পাবনা কুষ্ঠিয়া, খুলনা থেকে। তাছাড়া যশোর জেলার অলিগলি থেকে সেদিন যেন সবার লক্ষ্যই ছিল এক—মধুমেলায় যোগ দেওয়া।

কয়েক হাজার মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনেকেই এসেছিল পিকনিক করতে। কপোতাক্ষ নদীর ধারে কয়েক শ লোক বিরাট বিরাট হাড়ি কড়াই চাপিয়ে রান্নার যোগাড়ে তৎপর দেখতে পেলাম। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎসবের পোশাকে সজ্জিত। মনে হল যেন পূর্ববাংলার মানুষ নবঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছে।

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল মধুসূদন গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন, মহাকবির পৈতৃক বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে সমর্পণ, কবির সাহিত্য সৃষ্টির সমালোচনা এবং তাঁর রচিত 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'হেনরিয়েটা' নাটকের অভিনয়। আর রাত্রিতে আলোকসজ্জা।

কবি জসিমউদ্দিন সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাত হোসেন প্রধান অতিথির ভাষণ দিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডাঃ মণিরুজ্জামান মধুসূদনের সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত আলোচনা করলেন বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে।

সমস্ত ভাষণেরই ঘুরে ফিরে মূল কথাটি এক। অর্থাৎ মধুসূদন বাঙালী কবি, মধুসূদন বংগ সাহিত্যের দিকপাল। মধুসূদন পাক-ভারত উপমহাদেশের বরেণ্য কবি হয়েও তিনি বিশেষ করে পূর্ববাংলার কবি। পূর্ববাংলার অতি আদরের নাম মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মত মধুসূদনও পূর্ব বাংলার জাতীয় কবি,—বললেন একজন বক্তা। মধুসূদনের জন্মোৎসবের দিন জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা হোক দাবি জানালেন এক বক্তা, আর অপর একজন বক্তার কণ্ঠে ঘোষিত হল মধুসূদনের জন্মদিবস জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করুক। তিনি বললেন "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই আনন্দ অনুষ্ঠানে ৫০ হাজারেরও বেশী জনসমাগম হয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা একজনও বোধ-করি মধুসূদনের সাহিত্যের সাথে পরিচিত নন। তবু তারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন কিসের জন্য? তাঁরা কবির সাহিত্যের সাথে পরিচিত না হলেও তারা জানেন যে, মধুসূদন একজন অসামান্য ব্যক্তি, এবং তিনি বাংলার দুলাল।"

※

অনুষ্ঠান সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে দু'জন প্রবীণ ব্যক্তির কথোপকথন শুনতে পেলাম, একে অপরকে বলছিলেন "বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করে বাংলার মাটিতে রোপণ করা হয়েছিল! সেই বীজ আমরা সমূলে উৎপাটিত করবো।

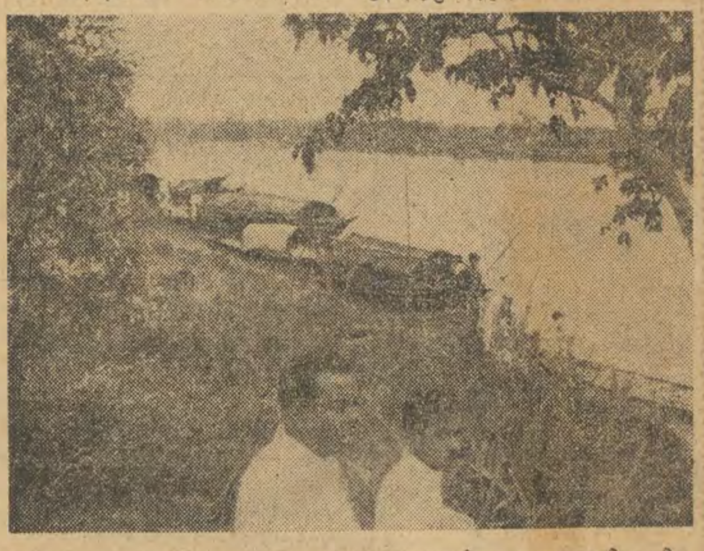

'সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।'—সাগরদাঁড়ির কপোতাক্ষী নদীর তীরে। সোমবার তোলা ছবি।

শ্রীটি এন সিংকে পদত্যাগ করতে দেওয়া হবে

তবে তাড়া নেই ঃ এস ভি ডি-র মত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিংকে পদত্যাগ করতে দেওয়া হবে। নীতিগতভাবে এটা স্থির। তবে সেই সঙ্গে তাঁকে জানানো হবে যে, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। —উত্তর প্রদেশ সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার কেন্দ্রীয় নেতারা আজ উপরোক্ত অভিমতে উপনীত হয়েছেন।

এস ভি ডি নেতারা আজ আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নিবাসে ঘরোয়াভাবে মিলিত হন এবং উপনির্বাচনে শ্রীসিং-এর পরাজয়জনিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। শ্রীসিং নিজে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এই বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন—সর্বশ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, এস নিজলিঙ্গাপ্পা, এম আর মাসানি, প্রকাশবীর শাস্ত্রী, এস ডি মিশ্র ও সাদিক আলি। এস এস পি নেতারা কেউ এই বৈঠকে ছিলেন না তবে ফোনে তাঁদের মতামত জেনে নেওয়া হয়।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের জানান আদি কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস ডি মিশ্র।

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

গনেশ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রিয়দাশ মুন্সি

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতার চারটি লোকসভার আসনের মধ্যে মাত্র দুটিতে নব কংগ্রেস প্রার্থী দেবেন, বাকি দুটিতে এই দলের কোন প্রার্থী থাকছেন না। নব কংগ্রেসের রাজ্য শাখার সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের কাছে একথা জানান।

কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে নব কংগ্রেসের পূর্বতন সদস্য শ্রীঅশোককুমার সেন আবার দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সি পি এম প্রার্থী হচ্ছেন কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। এই কেন্দ্রে তৃতীয় সম্ভাব্য প্রার্থী জনসঙ্ঘের শ্রীহরিপদ ভারতী। শ্রী ভারতী সম্ভবত আদি কংগ্রেসের সমর্থন পাবেন।

দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সি। এই কেন্দ্রের পূর্বতন এম পি মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির শ্রীগণেশ ঘোষ পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী। এই কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী শ্রীগোবিন্দ ব্যানারজি।

কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রে পূর্বতন এম পি শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় আবার সি পি আই প্রার্থীরূপে দাঁড়াচ্ছেন। নব কংগ্রেস এখানে কোন প্রার্থী দেবেন না। এই কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীপীযুষ দাশগুপ্ত। আদি কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী হচ্ছেন ডঃ বলাই পাল।

আলিপুর কেন্দ্রে পূর্বতন এম পি শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত আবার সি পি আই প্রার্থীরূপে দাঁড়াচ্ছেন। এখানে সি পি এম প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীকমল সরকার। এই কেন্দ্রে তৃতীয় প্রার্থী হচ্ছেন পূর্বতন

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ডায়মণ্ডহারবার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর গ্রেফতার হয়নি

স্টাফ রিপোরটার

ডায়মনডহারবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আর কেউ গ্রেফতার হয়নি।

এ সম্পর্কে পুলিশ জয়নগরের এক ব্যক্তির খোঁজ করছে। তার ভাইও ফেরার বলে পুলিশ জানায়।

আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন এটি রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে তাঁরা মনে করছেন না। বারাসতের ধরনে কোন তদন্ত হবে না।

রাজ্য পুলিশের খবর, নিহত যুবক ছয়জনের দেহে অন্যান্য আঘাতের সংগে ছররার ক্ষতও ছিল। তবে বুলেটের চিহ্ন ছিল না।

সি পি এম নেতা ডায়মনডহারবারের প্রাক্তন এম পি শ্রীজ্যোতির্ময় বসু এক বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন।

তিনি মংগলবার বেলা দশটার মধ্যেই রাজ্যপালকে এই ঘটনার সংবাদ জানিয়েছেন।

মংগলবার ভোরেই ডায়মনডহারবারে গংগায় ওই ছয় ব্যক্তির মৃতদেহ এবং মুমূর্ষু একজনকে পাওয়া যায়। পুলিশ এ সম্পর্কে ওইদিনই তিনজনকে গ্রেফতার করে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে ব্যবহারযোগ্য প্রতীক

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—পশ্চিম বাংলায় আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত অবাধ প্রতীকগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে ঃ সাইকেল, উদীয়মান সূর্য, দাঁড়িপাল্লা, দু'টি পাতা, ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার, এক জোড়া পায়রা, হলধর, হাতি, বৃত্তের মধ্যে স্বস্তিক চিহ্ন, রেল ইনজিন, জাহাজ, মশাল, ট, পাত্র, সেলাই কল, ট্রাকটর, হস্তচালিত পাম্প, তীরধনুক, শস্য কর্তব্যরত কিষাণ, রেডিও, মাছ, ঈগল (উড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত) এবং ঝুড়ি মাথায় মহিলা। —পি টি আই

ভুট্টো ও মুজিবর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—আজ ঢাকায় পিপলস পারটির নেতা শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে সংবিধান রচনা করার বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়েছে। এই খবর ঢাকা রেডিওর।

শ্রীভুট্টোর হোটেলে দুই নেতার মধ্যে প্রায় ৭০ মিনিট ধরে আলোচনা চলে। পরে শ্রীভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, তাঁদের মধ্যে জাতীয় সমস্যাবলী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। আগামীকাল আবার আলোচনা হবে। প্রয়োজন হলে শ্রীভুট্টো আবার ঢাকায় আসবেন।

এদিকে ঢাকায় আলাদাভাবে আওয়ামী লীগের ছয়জনের এক প্রতিনিধিদল ও পিপলস পারটির পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দলের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে। —ইউ এন আই

কেরলে সি পি এম ফ্রনট ভেঙ্গে গেল

ত্রিচুড়, ২৮ জানুয়ারি—কেরলে সি পি এম দলের নেতৃত্বে গঠিত চতুর্দলীয় ফ্রনটের অন্তর্ভুক্ত ৩টি দলের নেতারা গতকাল এখানে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা এই দলের সংস্রব ত্যাগ করেছেন।

কে এস পি, কে টি পি এবং এস এস পি—এই তিনটি দল তাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় কেরলের এই ফ্রনট ভেংগে দেন।

এই তিনটি দল এখন একটি সংযুক্ত সোস্যালিসট দল গঠনের কথা ঘোষণা করেছে।

এই তিনটি দলের নেতারা সি পি

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

কেন্দ্রে এস ভি ডি ধরনের সরকার জনসংঘের লক্ষ্য

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—ক্ষমতা হাতে পেলে কেন্দ্রে সংযুক্ত বিধায়ক দল ধরনের সরকার গঠন করব। জনসংঘ সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ি আজ এখানে প্রেস ক্লাব অব ইনডিয়ায় এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

তিনি বলেন, জনসংঘ, আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও এস এস পি-কে নিয়ে গঠিত ভবিষ্যতের ওই সরকারের জন্য একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণে কোন অসুবিধা হবে না। আমরাই জনসাধারণকে বিকল্প সরকার দেব। এ ব্যাপারে চার দলের নেতৃবৃন্দ একটি যৌথ ঘোষণা পাকাপাকিভাবে স্থির করছেন।

শ্রীবাজপেয়ি বলেন, সমবায় ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া উচিত। 'আমরা ক্ষমতা পেলে পঞ্চায়েতকে পেটরল পাম্প চালাতে বলব। কেন না?'

তাঁর দল নির্বাচনী ইসতেহারে জমির সীমা উল্লেখ করেনি। কেননা তাতে কৃষিকাজে অনিশ্চয়তা আনবে। জনসংঘ জমির সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানে যা আছে—তাই কাজে রূপায়িত করতে চায়। আমরা পতিত জমি বিলি করে দিতে চাই।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর দল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সবার সমানাধিকারে বিশ্বাসী।

শ্রীমতী গান্ধীর অভিযোগ ছিল, জনসঙ্ঘের নির্বাচনী ইসতেহারে হিটলারের পথ ধরা হয়েছে। শ্রী বাজপেয়ি সে প্রসংগ তুলে বলেন, আমাদের দলের হিটলারের পথে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। বরং প্রধানমন্ত্রীই নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিচ্ছেন।

তিনি জানান, মোট ৫২৫টি

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

জামশেদপুরে মৃদু ভূকম্পন

জামসেদপুর, ২৮ জানুয়ারি—এখানে আবহাওয়া অফিসের খবরে জানা যায়। জামশেদপুরে গতকাল রাত্রি ১২-২০ মিনিটে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়।

মাত্র তিন সেকেনড স্থায়ী ছিল এই কম্পন। কোন ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায়নি। —পি টি আই

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিসে হানা, দশ হাজার টাকা লুন্ঠিত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সকালে কিছু সশস্ত্র লোক বারাসত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস আক্রমণ করে এবং প্রায় দশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রকাশ যে, তারা পাইপগান ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে বেলা ১০টা নাগাদ ওই অফিস আক্রমণ করে। কিছু লোক অফিসে ঢুকে ভিতরে রাখা ওই টাকা নিয়ে উধাও হয়।

এ সম্পর্কে কেউ গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা যায়নি।

কাগজে ছাপা নয়, দেওয়ালে আঁকা সচিত্র পোসটার। আগে চুণকাম করে জায়গা দখল, তারপর সেই জায়গায় সুন্দর করে নানাধরনের ছবি এঁকে দলের বক্তব্য লেখা চলছে। কেবল শহরে শিল্পাঞ্চলে নয়, গ্রামাঞ্চলেও তাই। এখানে শহর কলকাতার তিনটি দেওয়াল-পোসটার তুলে ধরা হল—সি পি এম, সি পি আই এবং নব কংগ্রেসের। —নিজস্ব চিত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O.

কর্মখালি

ঝিলিস গুঁড়া মশলার জন্য প্যাকার্স/সেলস-গার্ল চাই। ওরিয়েন্ট এণ্টারপ্রাইজ, ১১৪ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। (সি ৭২১৫)

আলতা, নেল পালিশ বাড়ী-বাড়ী বিক্রয়ার্থ মহিলা চাই। সাক্ষাৎ আজ ৯টা। দীপালি সরকার, ১৪২, দমদম পার্ক। (সি ৬৯৮৬)

অতি উত্তম কমিশনে কলিকাতায় পারফিউমারী মাল বিক্রীর জন্য কতিপয় মহিলা বিক্রেতা প্রয়োজন। বক্স নং ৭৪০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৩০৮)

আপার ক্লোজার-এর একটি স্থায়ী পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে নাম (বড়হাতের হরফে), পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। বেতনক্রম : ১০০-৩-১৩৬-৪-১৪০ টাকা তদুপরি প্রদেয় ভাতাসমূহ। বয়স : অনধিক ৩৫ বৎসর। যোগ্যতাবলী (আবশ্যিক) : আপার কাটিং ও ডিজাইনিং-এ ব্যবহারিক জ্ঞান আবশ্যিক। অবশ্যই উত্তম বর্টমার হইতে হইবে। প্রার্থিত পদের নাম উপরোলিখিত দরখাস্তে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে অফিসার-ইন-চার্জ, কলেজ অফ লেদার টেকনোলজি, ক্যানাল সাউথ রোড, কলিকাতা-১৫ সমীপে পৌঁছা চাই।
৩৫৩(২)আইপিআর/এ/৭১ (৭৩৪৭)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কেমিস্ট্রি বিভাগে ডঃ এম কে পালের অধীনে একটি সি এস আই আর রিসার্চ স্কিম "পলিঅ্যানিয়ন-পলিকেশন ইনটারঅ্যাকশনস"-এর উপর কাজ করিবার নিমিত্ত মাসিক মাত্র ৩০০, টাকা ফেলোশিপে কাজ করিবার জন্য জুনিয়র রিসার্চ ফেলো পদের নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। যোগ্যতা : স্পেশাল পেপার ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিসহ কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রিতে উত্তম এম এস-সি। গবেষণার প্রতি প্রবণতা ও অভিজ্ঞতাসহ প্রার্থী বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের বিবরণী উল্লেখে এবং মার্কশীট ইত্যাদির প্রত্যায়িত নকল সহ সাধারণ কাগজে দরখাস্ত রেজিস্ট্রার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া ঠিকানায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পৌঁছান চাই।

দরখাস্ত ভরতি খামের উপর "কেমিস্ট্রি বিভাগে ডঃ এম কে পালের অধীনে ফেলোশিপ" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

রেজিস্ট্রার
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ
(৬৯৯৫)

অভিনেতা-অভিনেত্রী

অরুণ চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিচালিত নির্মীয়মাণ ছবির জন্য ২৪ থেকে ২৮ বৎসরের মধ্যে নায়ক এবং ১৮ বৎসরের মধ্যে নাচ জানা সহনায়িকা চাই। যথার্থ প্রার্থী আবেদন করুন। বক্স নং ৭৩২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭৪৪২)

এজেণ্ট-ক্যানভাসার

৩০০টি নূতন ডিজাইনসহ ১৩৭৮ সালের বাংলা ক্যালেণ্ডার অ্যালবাম ৩১ জানুয়ারী প্রকাশিত হচ্ছে। প্লেন ছবি, ডেট-প্যাড অথবা সম্পূর্ণ ক্যালেণ্ডারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। সর্বোচ্চ এজেন্সী কমিশন। অসওয়াল অফসেট প্রেস, ৯৫/১, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-২। আসাম ও ত্রিপুরার এজেণ্টরা নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন : আসাম বেঙ্গল ক্যালেণ্ডার কোং, বি-১৩, বাবুবাজার বিল্ডিং, গৌহাটি-২। (সি ৬৯৮০)

কর্মপ্রার্থী

শিক্ষিকা, এম-এ (ইংরাজী) নবম শ্রেণী হইতে বি-এ পর্যন্ত ছাত্রী পড়াইতে চান। বক্স নং ৭৪০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৩০৯)

ছাপাখানা

একটি চালু হাফ-ক্রাউন মেসিন অবিলম্বে বিক্রয়। পঞ্চানন প্রেস; ৫৯, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলি-৯। (সি ৭২৭৬)

টাইপ রাইটার

২০০—৫৫০, মূল্যের পোর্টেবল, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইপরাইটার বিক্রয়। ম্যাকসিম মার্ট : ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৭২৭৪)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

গত ২৬শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বৈকাল ৫।টায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে রামমোহন লাইব্রেরীর সামনে কিছু গহনা সমেত একটি চামড়ার কালো ভ্যানিটি ব্যাগ ট্যাক্সিতে ভুলে ফেলিয়া আসি। ঐ ট্যাক্সি একটি ফ্যামিলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বেলগাছিয়া রওনা হয়। যিনি গহনাগুলি পাইয়াছেন দয়া করিয়া ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীরাজমোহন ঘোষ, ৬২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪, ফোন ৪৪-৬২৭৯। (সি ৭২২৭)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্সমুলার ভবন ঘোষণা করছেন, আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় এম এম বি-তে অধ্যাপক ডঃ জি শুল্জ 'রোমাণ্টিসিজম অ্যাণ্ড পলিটিকস' বিষয়ে ভাষণ দেবেন। জনসাধারণ আমন্ত্রিত। (৭৫০৩)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

জন্ম মাস ও তারিখ লিখে ভাগ্য জানুন। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট পাঠাইবেন। দেবাশ্রম, কালনা, বর্ধমান। (সি/এম ৭১৯০)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭, ফোন : ৩৪-৩৪৫৮। (৩৫৯০ এ)

পরিবার পরিকল্পনা

যৌনব্যাধি ও স্ত্রীরোগে (রেজিঃ) বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা। শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক, ১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৬২০৫)

মোটর-লরী

উইলিস জীপ উত্তম চালু অবস্থায় বিক্রয় হইবে। কে জি দত্ত; কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ফোন : নদীয়া ৩২৮। (সি ৭২৪৬)

টাটা বড় বাস রিজার্ভ পাইবেন। বিবাহ, পিকনিক, দিঘা যাত্রা পার্টী, তীর্থভ্রমণ। এম দাস; ফোন ৪৭-১৪৯১। (সি ৭৪৬৬)

চালু জীপ বিক্রয় যোগাযোগ করুন। দিবাকর দত্ত, কাটোয়া, বর্ধমান। (সি ৭৪২৯)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ

মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩। (৩২৬৪ এ)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস

পশুপতিনাথ (বিমানে) ৪১৫, ২১/২, বৃন্দাবনধাম সহ উত্তর ভারত ২৫০, ৪ই মার্চ। বুকিং চলিতেছে। ১৬৭/৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। ফোন : ২৪-২৫৪৭। (৪৫৭২ এ)

নোটিস

১১।১, ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা-৬নং-এর বড়ীটি কিনিবার জন্য আমার মক্কেল শ্রীমতী অনিমা শীল ২নং পাটোয়ার বাগান, কলিকাতা নিবাসী জনাব নুরুন্নিদন আজিজের স্ত্রী ইদামেসা বিবির সহিত রেজেস্ট্রীকৃত বায়নানামা সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ সম্পত্তির উপর কাহারো কোন আইনগত দায় বা দাবী থাকিলে এই নোটিস জারীর সাত দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত অ্যাডভোকেটের নিকট লিখিত দাবী পেশ করুন অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন দাবীদাবা গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

মিহিরকুমার সরকার, অ্যাডভোকেট
পি-১৫, মদনমোহন বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
(সি ৭২৪৮)

নীলাম

নীলামের বিজ্ঞপ্তি

চৌরঙ্গী সেলস ব্যুরো (পি) লিঃ কর্তৃক ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অধীনে ৩-২-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় ৬এ, ডাঃ দেওদার রহমান রোড, কলিকাতা-৩৩-স্থিত লেক ডিপোতে "যেখানে যেমন আছে" শর্তে বিভিন্ন মেকের প্রচুর পরিমাণ অকার্যকর এঞ্জিন, স্পেয়ার পার্টস, এম/এস স্ক্র্যাপ, এলুমিনিয়াম গীয়ার বক্স, ব্রেক ড্রাম, হুইল হাবস ইত্যাদি এবং স্প্রিং লিভস প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে।

পরিদর্শনপত্র ও ক্যাটালগ ২৪-বি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ঠিকানাস্থ নীলামদারের অফিসে (ফোন নং ৪৪-৫৯৩৬) পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ এস কে মুখার্জী
ডিপো ম্যানেজার, লেক ডিপো
(৫০৮৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ বৎসর ৩১শে জানুয়ারী ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব হইবে না। (৭৫০২)

টেণ্ডার

"ব্যারাকপুর ইলেকট্রিক্যাল সেকশন অধীন ফ্যানের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার বিধান" কাজের জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, কল্যাণী ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন (পি ডবলিউ ডি) বি-৬/১৪৬ কল্যাণী, নদীয়া কর্তৃক সীল-করা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। দরপত্র গ্রাহ্য হওয়ার পর ইসুর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। কাজের বিশদ বিবরণ উক্ত অফিসে দেখা যাইবে। উক্ত কাজ চালানোর মত দক্ষতা প্রমাণের জন্য দরপত্রদাতাগণকে কাগজে-পত্রে প্রমাণ অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। বিক্রয়কর, সেকশন অফিস হইতে মালগুলি আনা-নেওয়ার বহন ব্যয় সহ দর দিতে হইবে, এগুলির জন্য অতিরিক্ত কোন পেমেণ্ট করা হইবে না। সফলকাম দরপত্রদাতাকে ডবলিউ বি ফরম নং ২৯১১-তে একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং টেণ্ডারে প্রদত্ত মূল্যের ৫% পরিমিত অর্থ দরপত্র গ্রাহ্য হওয়ার পর ইসুর পূর্বে বায়না হিসাবে আর বি চালানে জমা দিতে হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা অন্য যে কোন দরপত্র গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। দরপত্র ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও ইহার অব্যবহিত পরেই খোলা হইবে।
৩৭৮(২)আইপিআর/৭১ (৭৩৫০)

রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ড এরিয়া ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম অধীন নিম্নোক্ত স্থানে "ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন সংস্থাপন"-এর জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ড এরিয়া সার্কেল, পি এইচ এঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট, আপার চেলিডাঙ্গা, পোঃ অঃ আসানসোল (বর্ধমান) কর্তৃক পি এইচ এঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের রেজিস্টার্ড ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার অথবা প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ডবলিউ বি ফরম নং ২৯১১(১)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের স্থানগুলির নাম, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) এথোরা ব্লক নং ৮; ২,৩৩,৫৪২ টাকা; ৪,৬৭১ টাকা। (২) রূপনারায়ণপুর ব্লক ২ (গ্রুপ-১); ১,৩৬,৪৮১ টাকা; ২,৭৩০ টাকা। (৩) রূপনারায়ণপুর ব্লক ২ (গ্রুপ-২); ৩,০০১৪৮ টাকা; ৬,০০৩ টাকা। কাজ শেষ করিবার জন্য সময়-সীমা : ওয়ার্ক অর্ডার ইসুর তারিখ হইতে ছয় মাস (কাজের প্রত্যেক গ্রুপের জন্য)। প্রতি প্রস্থ বাবদ ১৫ টাকা আদায় দিয়া এবং আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দাখিল করিয়া ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ড এরিয়া ডিভিঃ ২, পোঃ অঃ সালানপুর কল্যাণেশ্বরী (বর্ধমান)-এর অফিস হইতে টেণ্ডার ফরম এবং বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিসসহ টেণ্ডারের অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। আগ্রহী টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসুর পূর্বে পূর্ববর্তী কাজে তাঁহাদের সক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টি বিধান করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্রের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সমস্ত মূল পরিচয়পত্রাদি দাখিল করিতে হইবে। গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া প্রাপ্ত যে কোন বা সব কয়টি টেণ্ডার অংশত বা পুরাপুরি অগ্রাহ্য করার অথবা কাজটি বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করিয়া দিবার অধিকার তাঁহার সংরক্ষিত। যে কাজের জন্য টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম, উপরে লিখিত সীলকরা খামে প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে টেণ্ডার সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং বেলা ৩-১০ মিনিটে তৎকর্তৃক প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
৩৬৯(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৭৩৫২)

দরপত্রের নোটিস

কলিকাতাস্থ কোল বোর্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন উর্দি, যথা—১২৪টি (আনুঃ) সাদা ড্রিল কোট ও প্যাণ্ট সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। নমুনা, ডেলিভারির তফসিল সহ "১৯৭১ সালের জন্য গ্রীষ্মকালীন উর্দি সরবরাহ" কথাগুলি উপরেলিখিত দরপত্র নিম্নে উল্লেখিত অফিসারের নিকট ১৮-২-৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই।

এম. চ্যাটার্জী
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি
কোল বোর্ড,
১৩, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-১
(৭৩১৪)

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

টেণ্ডার নোটিস নং পি-১০৬/৭০
দাখিলের শেষ তারিখ ২-২-৭১

আমাদের শিলিগুড়ি সাব-স্টেশনের জন্য কোভ কণ্ট্রোল, রিলে এবং মিটারিং প্যানেল-এর নিমিত্ত আমাদের পি-১০৬/৭০নং টেণ্ডার নোটিস, দাখিলের শেষ তারিখ এতদ্দ্বারা ২-২-৭১ তারিখ হইতে ২-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

টেণ্ডার ৩-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

আর এন মিত্র
সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার
(এস অ্যাণ্ড পি)
(৭৪৭২এ)

টেণ্ডার নোটিশ

নিম্নলিখিত কাজের জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ডিভিশন ১, সি পি ডব্লিউ ডি, ২৩৪/৪ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সি পি ডব্লিউ ডি-এর অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং এম ই এস, রেলওয়ে ও রাজ্য পি ডব্লিউ ডি-এর যথোপযুক্ত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীল করা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

"হাওড়ার গভঃ সল্ট গোলায় ৬নং পণ্টুনে বিশেষ মেরামত।"

অনুমিত ব্যয় : ২৬,৫২৭, টাকা; বায়নার পরিমাণ : ৬৬৩, টাকা।

টেণ্ডার ৫-২-৭১ তারিখে খোলা হইবে। বায়নার টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক গ্যারাণ্টী প্রদত্ত কোন শিডিউল ব্যাঙ্কের "ডিপোজিট-য়্যাট-কল রসিদের" আকারেও উক্ত টাকা গ্রাহ্য হইবে।

৪-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত ৫, টাকা মূল্যে (অফেরতযোগ্য) তাঁহার অফিস হইতে শর্তাবলী ও টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে যেসব ঠিকাদার বায়নার টাকা জমা দিবেন না, তাঁহাদের টেণ্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

(স্বাঃ অস্পষ্ট)
একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার,
ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ডিভিশন ১,
সি পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা।
(৭৩৪৩)

দরপত্রের নোটিস

কলিকাতাস্থ কোল বোর্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য ৬৬ জোড়া কালো কাবুলী চপ্পল সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। নমুনা, ডেলিভারির তফসিল সহ ১৯৭১ সালের জন্য "কাবুলী চপ্পল সরবরাহ" কথাগুলি উপরেলিখিত দরপত্র নিম্নে উল্লেখিত অফিসারের নিকট ২০-২-৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই।

এম. চ্যাটার্জী
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি,
কোল বোর্ড,
১৩, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-১
(৭৩১৫)

কলিকাতা ময়দানের তিনটি ঘেরাও মাঠে, অর্থাৎ মোহনবাগান/সি এফ সি মাঠ, ইস্টবেঙ্গল/এরিয়ান মাঠ ও মহঃ স্পোর্টিং/হাওড়া ইউনিয়ন মাঠে পাবলিক এনক্লোজারারদের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড মূল্যে (১) সফট কোয়ালিটি পানীয় ও (২) আইসক্রীম পরিবেশন ও বিক্রয়ের জন্য ৩১-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত বৈধ পৃথক পৃথক লাইসেন্স মঞ্জুরের নিমিত্ত ডেপুটি সেক্রেটারি, এডুকেশন (স্পোর্টস) ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, 'জি' ব্লক, ২য় তল, কলিকাতা-১ মারফত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে সীল করা খামে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেণ্ডার উপরোক্ত ডেঃ সেক্রেটারি কর্তৃক ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিন বেলা ১টায় খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলার সময় টেণ্ডারদাতাগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন। টেণ্ডার গ্রাহ্য হওয়ার পর প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে এই লাইসেন্সের ফী আদায় দিতে হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত। ঘেরাও মাঠে এইরূপ দ্রব্য বিক্রয়ে যাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
৩৫৫(৫) আই পি আর/এ/৭১ (৭৩৫১)

"নিম্নোক্ত গ্রুপে পি ডবলিউ ডি অধীনে হাওড়া আমতা রোডের (গোড়া হইতে দেবানন্দ অংশ পর্যন্ত) বন্যাজনিত ক্ষতির মেরামতি"-এর জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হাওড়া ডিভিসন (পি ডবলিউ ডি), পি-৫, সি আই টি রোড, এল ডি স্কীম, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। গ্রুপ নং, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, যে টেণ্ডার ফরম ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার নং, কাজ শেষ করিবার সময় এবং টেণ্ডার দাখিল করিবার ব্যাপারে যোগ্য রোড ও বিল্ডিং ঠিকাদারের শ্রেণী যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) গ্রুপ ১ : ২৩,৯৯৮ টাকা; ৪৮০, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); দেড় মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ৪র্থ শ্রেণী এবং বাহিরের। (২) গ্রুপ ২ : ৪৯,৮৪৮, টাকা; ৯৯৭, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); তিন মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ৩য় শ্রেণী এবং বাহিরের। (৩) গ্রুপ ৩ : ১,৫২,৪৫৯ টাকা; ৩,০৪৯, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২); চার মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণী এবং প্রকৃত বাহিরের। (৪) গ্রুপ ৪ : ৪৯,৪৫৫, টাকা; ৯৮৯, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); তিন মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ৩য় শ্রেণী এবং বাহিরের ঠিকাদার। (৫) গ্রুপ ৫ : ৪৯,৪১৫, টাকা; ৯৮৮, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); দুই মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম এবং ৩য় শ্রেণীর ও প্রকৃত বাহিরের। (৬) গ্রুপ ৬ : ২০,৯২৫, টাকা; ৪১৮, টাকা; ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১); দেড় মাস; পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও ৪র্থ শ্রেণীর এবং প্রকৃত বাহিরের। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস এবং অন্যান্য বিবরণ উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং নির্ধারিত ফি আদায় দিয়া এবং আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দাখিল করিয়া ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পুরো কাজের দিন বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত) সেখান হইতে টেণ্ডার ফরম ও টেণ্ডারের অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার পূর্বোক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং তাহার অব্যবহিত পরই তৎকর্তৃক প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
৩৭৯(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭৩৪৮)

১৯৭১-৭২ সালে প্যাকিং বক্স, খড় এবং অন্যান্য প্যাকিং দ্রব্য যথা পেরেক, চট, নারকেলের দড়ি ইত্যাদি সরবরাহের জন্য অ্যাসিঃ ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস, (ইকুইপমেণ্ট অ্যাণ্ড স্টোরস) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪২, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। আনুমানিক প্রয়োজন উল্লেখিত দফার বিস্তারিত তালিকা এবং শর্তাবলী সপ্তাহের কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে ১টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে) উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে। উহার নমুনা কপি উপরোক্ত সূত্র হইতে প্রতি কপি ২, টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে টেণ্ডার ফরমের নমুনো কপি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পি-ডিপজিট অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স-সিভিল ডিপজিট-রেভেনিউ ডিপজিট খাতে উপরোক্ত ঠিকানার ডেঃ অ্যাসিঃ ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস (ই অ্যাণ্ড এস) অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর অনুকূলে বায়না হিসাবে ৫০০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান এবং এস-টি ও আই-টি পরিশোধের হালসময়ের সার্টিফিকেট অবশ্য থাকা চাই। টেণ্ডার দাখিলের বিস্তারিত শর্তাবলী ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদিগকে দেখিয়া লইতে হইবে এবং ঐ সমস্ত শর্ত তাঁহাদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে। টেণ্ডার ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং অফিস নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিতব্য কোন তারিখে টেণ্ডারদাতাগণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে।
৩৭৭(২)আইপিআর/৭১ (৭৩৪৯)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার নোটিস

ক্রঃ নং	টেণ্ডার নং, দাখিলের শেষ তারিখ এবং নন আই আর এস ড্রইং-এর মূল্য	দ্রব্যাদির বিবরণ ও পরিমাণ
১।	পিএ১।৭।৪১।৭১ ১১-২-৭১	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কোচিং স্টকের বাহিরের দিক পরিষ্কারের জন্য লিকুইড সোপ ২২২৬০ লিটার
২।	পি এ ১।৩।৪১।৭ ১৫-২-৭১	মিনারাল জেলী—ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি-এর স্পেসিঃ জি/০—১০১/৪৬ অনুসারে— ১০ মেঃ/টন
৩।	পি ডি ২।৪।০১।৭১ ১৭-২-৭১	ব্ল্যাক রিভেট স্ন্যাপ হেড ১০×৩৫ মিঃ মিঃ—আই এস—২১৫৫—১৯৬২ অনুসারে— ১০ মেঃ/টন
৪।	পি এ ১।২।৪১।৭১ ১৮-২-৭১	বার সাবান, লণ্ড্রী, বড় আকারের—স্পেসিফিকেশন আই এস—২৮৫—১৯৬৪ অনুযায়ী। টাইপ ১ গ্রেড ২, ওভেন ড্রাই ওয়েট, ওজন প্রত্যেকটি ৩৫০ গ্রামের কম এবং ময়েশ্চার কনটেণ্ট অনধিক ৩০% অথবা অনুমোদিত ব্র্যাণ্ড (১) মেসার্স টাটার ৫০১ (২) মেসার্স হিন্দুস্থান লিভার্সের হুইলস (৩) মেসার্স কুসুম প্রডাক্টস-এর নির্মল ১৫০০০ বার
৫।	এসপি ৪।এন এফ।১১। জি বি ৪।৭০ ১৭-২-৭১	স্টীল বার লাইট হেক্স এ/এফ ৫০ মিঃ মিঃ—আই এস—২০৭৩/৬৩ গ্রেড সি ২০ অনুসারে ৬৫১৯ কেজি
৬।	পি বি ১।৩০৮। আই পি ৭১ ২২-২-৭২ ২, টাকা	সীট ইকুয়ালাইজার অ্যাক্সেল বক্স টেণ্ডার এস কে এফ কে ও ডবলিউ জি ক্লাস—ড্র নং ই/এস টি/১৭৭/২৬ দফা বি অনুসারে ১২টি
৭।	পি বি ৩।৪৬৫।০৩।৭০ ২৩-২-৭১ ২, টাকা	ডবলিউ ডি এম আই লোকোর জন্য এল পি সিলিণ্ডার হেড, ক্যাটাঃ নং ১১৯১২৫৪, ডি আর পি ৪৫৩৮—ড্রঃ নং কে জি পি/ডি এল/সি এক্স—৯২ অলটা ১ অনুসারে ৩০টি
৮।	পি বি ৪।৩।৪২।৭১ ২-৩-৭১	ফ্রেমবিহীন প্লেন আয়না ৩৪০ মিঃ মিঃ×৩০৫ মিঃ মিঃ×৬ মিঃ মিঃ×২৫ মিঃ মিঃ বেভেলড ৫১০০টি
৯।	পি বি ৪।৪।৪২।৭১ ২-৩-৭১	ফ্রেমবিহীন বেভেলড আয়না ৪৫৮ মিঃ মিঃ×৩৫৬ মিঃ মিঃ×৬ মিঃ মিঃ×২৫ মিঃ মিঃ বেভেলড ২০০০টি
১০।	পি সি ৩।এইচ বি।২১৭ এবং ২১৮।৭০ ২৬-৩-৭১	১। স্পেসিঃ অনুসারে ১০০ অ্যাম্প বেণী ডায়নামোর জন্য ঢাকনা সহ (ক্লাস বি ইনসুলেশন দ্বারা) মেন ফিল্ড কয়েল অ্যালুমিনিয়াম ৬০০টি ২। স্পেসিঃ অনুসারে ১০০ অ্যাম্প বেণী ডায়নামোর জন্য ঢাকনা সহ (ক্লাস জেড ইনসুলেশন দ্বারা) অগজিলিয়ারী ফিল্ড কয়েল অ্যালুমিনিয়াম ৬০০টি
১১।	এন।৪১।পি সি ২। ৭০।৩৬১৭ ২৯-৩-৭১	ট্রান্সফর্মার ২৫০ কে ভি এ ৩৩০০০/১১০০০ ভোল্ট ৩ ফেজ ৫০ সাইকেলস স্টেপ ডাউন আউট ডোর প্ল্যাটফর্ম মাউণ্টেড টাইপ—স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ২টি
১২।	এন।৪১।পি সি ২। ৭০।৩৪১৬ ২৯-৩-৭১	ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ও/ডি টাইপ ১১/০·৪১৬ কে ভি ৩ ফেজ এবং নিউট্রাল ৫০ সাইকেলস—তেল ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম সমেত—ক্যাপাসিটি ২৫০ কে ভি এ—স্পেসিফিকেশন অনুসারে ১টি
১৩।	পি অ্যাণ্ড এম।(২)। সি।৪।৭০।৮৮৯ ৩০-৩-৭১	হাইড্রলিক প্রেসের জন্য কণ্টিনিউয়াস সেলফ রেকর্ডিং প্রেশার গেজ—কালি, পেন, ফিলার ও কাগজ সহ সম্পূর্ণ ১টি
১৪।	এন।৪১।পি সি ২। ৭০।৩৫২৮ ৩০-৩-৭১	ব্যাটারী চার্জিং ইউনিট ইনপুট ৩৪০/৪২০ ভোঃ এ সি এবং আউটপুট ৩৫/৫৫ ভোঃ ডি সি ৪০০ অ্যাম্প—৫৫° সেঃ অ্যামবিয়েণ্ট টেম্পারেচারে—৪ পোজিশন ট্রান্সফর্মার সুইচ সহ—স্পেসিঃ অনুসারে ১টি
১৫।	এস পি সি ১।১১। ৭০।৪০০ ৩১-৩-৭১	টুল টিপড হেভী ডিউটি টার্নিং—সি এস ক্যাঙ্ক ষ্ট্যাঃ টুল ক্যাটালগ নং ৫১৪ এল, পৃষ্ঠা ২৫ এ, গ্রুপ ১ অনুযায়ী ৬৩৮টি
১৬।	পি ডি ২।৩।০১।৭১ ২৫-২-৭১	বোল্ট এম এস হেক্স হেড এম ২২×৬০ দীর্ঘ—হেক্সনাট ও ওয়াশার (পপ্ত) এম ২২ গ্যালভানাইজড সহ ৫০০০ প্রস্থ
১৭।	পি ডি ২।২।০১।৭১ ২৫-২-৭১	লক প্যাড আই জি ৬৫ মিঃ মিঃ—ডুপ্লিকেট চাবি সহ—স্পেসিঃ নং আই এস ২৭৫—১৯৬১ অনুসারে ৩৭১৫টি
১৮।	এস।পি এ ২।০৩। ৭০।৩৯ ২৬-২-৭১	এয়ার হোস পাইপ ২০ মিঃ মিঃ×৭·৫ মিটার টাইপ ৩—আই এস ৪৪৬ হইতে ৬৪ অনুযায়ী ৬৬০ লেংথ
১৯।	এন।পি সি ৩।এইচ ডি। ৭০।৬৬৪ ৩১-৩-৭১	অ্যালুমিনিয়াম ব্যাটেন হোল্ডার বি সি—আই এস ১২৫৮ অনুযায়ী ১২০০০টি
২০।	এন।পি সি ৩।এইচ।ডি। ৭০।৬৬৬ ৫-৪-৭১	বেকেলাইট সুইচ ৫ অ্যাম্প ২৫০ ভোল্ট গ্রেড—আই এস ৩৮৫৪ অনুযায়ী ১২০০০টি
২১।	৬৩।পি সি ৩।৭০।৩০ ১৫-২-৭১	পি ভি সি ইনসুলেটেড কেবল ৬৫০/১১০০ ভোঃ সিঙ্গল কোর—আই এস এস ৬৯৪ (পাঃ ২) ১৯৬৪ অনুযায়ী ৩৬০০০ মিটার

বিঃ দ্রঃ ১। সকল ক্ষেত্রে টেণ্ডার ফরমের দাম ৫, টাকা। উপরে ক্রমিক সংখ্যার সহিত ড্রইং-এর দাম লিখিত আছে।

২। আই আর এস, সি এস এল এবং আরডিএসও ব্যতীত ড্রইং এবং টেণ্ডার ফরম নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে বাহিরের ফার্মের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁহার নিকট মানিঅর্ডারযোগে টেণ্ডার ফরম ও ড্রইং-এর মূল্য (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া এবং স্থানীয় ফার্মের ক্ষেত্রে চিফ ক্যাশিয়ার, দঃ পূঃ রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলিকাতা-৪৩-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্যাশ রসিদ দেখাইলে কাজের দিনে বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে নিম্নবর্ণিতের আফিসে (ট্যাবুলেশন সেকশনে) পাওয়া যাইবে।

সংশোধনী

টেণ্ডার নং পি ডি ১।৭৮।এন।৭০।এ।২০ মূলে সরবরাহের পরিমাণ ৫০টির স্থলে ১০০টি পড়িতে হইবে।

পিআর।এসই।পিএ।১।স্টোর্স—৫৯

কণ্ট্রোলার অফ স্টোর্স
গার্ডেন রিচ, কলিকাতা-৪৩
(৭৩৫৫)

মেটাল অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাকটরী ইছাপুর

নোয়াপাড়া থানা মধ্যস্থ ইছাপুর-স্থিত (পোঃ অঃ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, জেলা ২৪ পরগণা) ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট এস্টেটে অবস্থিত ওল্ড ওয়ার্কমেনস লাইনস/নর্থল্যাণ্ড মার্কেটে নিম্নোক্ত দোকান সম্পর্কে ভূমি প্রজাস্বত্বের নিমিত্ত (প্রত্যেকটির পার্শ্বে উল্লেখিত তারিখ অথবা ঠিকা শুরু হওয়ার তারিখ হইতে ৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে) অনূন ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে টেণ্ডার ফরমের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

ও, ডবলিউ, এল, মার্কেট :

(ক) বর্তমানে অনন্তকুমার দাসের দখলাধীন শপ নং ৬৫ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·৬৬ × ৬·১০ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩১-৫-১৯৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(খ) বর্তমানে শ্রীসম্পদ সাউ-এর দখলাধীন শপ নং ৮৩ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(গ) বর্তমানে শ্রীমুণিলাল সাউ-এর দখলাধীন শপ নং ৮৪ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ঘ) বর্তমানে শ্রীআসরফি লাল সাউ-এর দখলাধীন শপ নং ৮৭ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ঙ) বর্তমানে শ্রীবিন্দেশ্বর সাউ-এর দখলাধীন শপ নং ৮৮ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫×৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(চ) বর্তমানে শ্রীচিত্তরঞ্জন সোমের দখলাধীন শপ নং ৮৯ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫×৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ছ) বর্তমানে শ্রীদীনবন্ধু সাহার দখলাধীন শপ নং ৯০ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(জ) বর্তমানে শ্রীজয়প্রকাশ সিং-এর দখলাধীন শপ নং ৯১ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫×৪·৫৭ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩১-৫-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

নর্থল্যাণ্ড মার্কেট :

(ঝ) বর্তমানে শ্রীবাবুলাল দাসের দখলাধীন শপ নং ১৫ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৩·৬৬ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট —৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ঞ) বর্তমানে শ্রীদিলবাহাদুরের দখলাধীন শপ নং ১৭ নামে পরিচিত আনুঃ ৩·০৫ × ৩·৬৬ মিটার পরিমিত জমির একটি প্লট—৩০-৬-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ট) বর্তমানে শ্রীহরিপ্রসাদ সিং-এর দখলাধীন আনুঃ ৫·০৩ × ৪·৫৭ মিটার পরিমিত সরকার নির্মিত শপ নং ১৯ এবং ২০—৩১-৩-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ঠ) বর্তমানে শ্রীবৈজনাথ সাউ-এর দখলাধীন আনুঃ ৬·৮৬ × ২·৫৯ এবং ৩·৮৬ × ৪·২৭ মিটার পরিমিত সরকার নির্মিত শপ নং ১৫—৩১-৫-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে

(ড) বর্তমানে জানা মহঃ ইয়াসিনের দখলাধীন আনুঃ ২·৫৪ × ৪·৮৩ মিটার পরিমিত সরকার নির্মিত শপ নং ১৬—৩১-৫-৭১ তারিখ হইতে ইজারা দেওয়া হইবে।

টেণ্ডার ফরমের জন্য দরখাস্ত ৬-২-১৯৭১ তারিখের মধ্যে ইছাপুরস্থ মেটাল অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজারের নিকট পৌঁছা চাই। টেণ্ডার দাখিলের পূর্বে টেণ্ডারদাতাদিগকে প্রত্যেক প্রজাস্বত্বের জন্য জেনারেল ম্যানেজার, মেটাল অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরী, ইছাপুর-এর অনুকূলে বায়না হিসাবে ২৫, টাকা বারাকপুরস্থিত সাব-ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং টেণ্ডারের সহিত ডিপোজিট অ্যাট কল রসিদ দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা জেনারেল ম্যানেজারের ইচ্ছাধীন।
ডি এ ভি পি—৬৮৫(৪৮৯)/৭০ (৭০১৯)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

সুপারভাইজার, এয়ারেটেড ওয়াটার ফ্যাক্টরী, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-নিকটে 'শর্তাবলী'-সম্বলিত টেণ্ডার ফরমে বিশদভাবে বর্ণিত মত ক্রাউন কর্ক সরাসরি সরবরাহের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং এফ/আইএস/এফআর) আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার সিনিয়র কমার্সিয়াল অফিসার (কেটারিং), দঃ পূঃ রেলওয়ে, রাঞ্জি স্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-২১-এর অফিসে রক্ষিত টেণ্ডার বাক্সে ১৬-২-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার পূর্বে ফেলিতে হইবে। ঐ সময় উহা খোলা হইবে।

বিশদ বিবরণ সম্বলিত টেণ্ডার ফরম প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা (অ-ফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার জন্য এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ার, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা-৪৩-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত মানি রিসিট দেখাইয়া সিনিয়র কমার্সিয়াল অফিসার (কেটারিং)এর অফিস হইতে ১৫-২-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে পাওয়া যাইবে।

চীফ কমার্সিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কেটারিং)
পিআর।এসই।পিএ।১।সি-৬২
(৭২২৮)

বেওয়ারিশ সম্পত্তির নীলাম বিক্রয়

নিম্নোক্ত বিবরণমাফিক বুক করা ও বুক না করা উভয় প্রকার চালান, দ্রব্য ইত্যাদি যাহা ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের পূর্বে গৃহীত হইয়া এই রেলওয়ের হেফাজতে পড়িয়া আছে, তাহা যদি এই তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে উহার দরুণ প্রাপ্য চার্জ আদায় দিয়া ডেলিভারী লইয়া অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐগুলি ১৯৭১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী, বুধবার বেলা ১১টায় শালিমারস্থ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে লস্ট প্রপার্টি অফিসে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে।

হার্ডওয়্যার, টুলস ও ইমপ্লিমেণ্টস, সি পি গুডস, ইলেকট্রিক্যাল গুডস, মোটর পার্টস, ড্রাগস, কেমিক্যালস ও মেডিসিন, বই, কাগজপত্র, ফরম, স্টেশনারী ও পারফিউমারী, তৈল ও ঘি ইত্যাদি। পিতল ও এলুমিনিয়াম ইত্যাদি, চামড়ার দ্রব্যাদি, বিবিধ দ্রব্য।

প্রয়োজন হইলে লটগুলির বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কাজের দিনও বিক্রয় চলিবে।

বিক্রেয় দ্রব্যগুলি নীলামের পূর্বে দিন শালিমারস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে দেখা যাইবে।

চীফ কমার্সিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পি আর এস ই পি এ।১।সি-৬৪
(৭৩৫৬)

পূর্ব রেলওয়ে

বারিয়ারপুরে ভেণ্ডিং ঠিকা

বারিয়ারপুর স্টেশনে (সাহেবগঞ্জ লুপে) চা, বিস্কুট, কেক, সিঙ্গারা, নিমকি, জলখাবার, পান, বিড়ি, সিগারেট ও দেশলাই বিক্রয়ের জন্য ভেণ্ডিং ঠিকা চালাইবার নিমিত্ত ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। দরখাস্তে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থাকা চাই :—

(১) বাসস্থান; (২) অভিজ্ঞতা; (৩) আর্থিক সঙ্গতি; (৪) এইরূপ কোন সংস্থা চালাইতেছেন কিনা; (৫) প্রার্থী তফসিলি জাতি বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা; (৬) প্রার্থী কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্য কিনা; (৭) প্রার্থী ভারতীয় সরকারী রেলওয়েসমূহের অন্য কোথায়ও ভিন্ন নামে এমন কোন কো-অপারেটিভ ভেণ্ডিং / কেটারিং ঠিকা চালাইতেছেন কিনা, যেখানে তাঁহার পুরো বা আংশিক আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে।

মূল প্রশংসাপত্র বা উহার প্রত্যায়িত নকল এবং প্রদত্ত তথ্যের সমর্থনে অন্যান্য প্রমাণ দরখাস্তের সহিত থাকা চাই। দরখাস্তের সহিত আয়কর পরিশোধের শংসাপত্রও থাকা চাই। মনোনীত ঠিকাদারকে রেলওয়ের সহিত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে এবং সময় সময় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মত জামীন জমা, লাইসেন্স ফী, ভাড়া, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, হকিং ফী ইত্যাদি আদায় দিতে হইবে। দরখাস্ত স্টেশনের নাম উপরিলিখিত খামে ভরিয়া নিম্নবর্ণিতের শিরোনামে এমন সময় পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা ১৩-২-৭১ তারিখ মধ্যে তাঁহার অফিসে পৌঁছে। উহার পর কোন দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না। কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে কোন বা সব কয়টি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার অধিকার নিম্নবর্ণিত কর্তৃক সংরক্ষিত। এই বিজ্ঞপ্তি ইসু করার পূর্বে যে কোন রেলওয়ে অফিসারের শিরোনামে প্রেরিত দরখাস্ত সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে না।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
হাওড়া
জি১০।২।পিআরও।এইচডব্লিউএইচ-৬৮
(৭৩৫৪)

টেণ্ডার

১ এপ্রিল, ১৯৭১ হইতে ৩১ মার্চ ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত হাওড়া মেডিক্যাল ডিভিসনের নিম্নোক্ত স্টেশনসমূহে কনজারভেন্সি কাজের জন্য স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ মহিষ, বলদ ও গাড়োয়ান সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

(১) বামনগাছি—একটি মহিষ ও একজন গাড়োয়ান। বিষ্ঠা—বিভিন্ন স্থান হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন করা এবং ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে খালাস করা। (২) ব্যাণ্ডেল—সাতটি বলদ ও সাতজন গাড়োয়ান। (ক) বিষ্ঠা—বিভিন্ন স্থান হইতে বোঝাই করা ও গাড়িযোগে বহন করা এবং ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে খালাস করা। (খ) আবর্জনা—ডাস্টবিন ও স্টাফ কর্তৃক জমা করা স্থানসমূহ হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন করা এবং আবশ্যক মত ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বা নিচু জমিতে খালাস করা। (৩) বর্ধমান—পাঁচটি মহিষ, দুইটি বলদ ও সাতজন গাড়োয়ান। (ক) বিষ্ঠা—বিভিন্ন স্থান হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে খালাস করা। (খ) আবর্জনা—ডাস্টবিন ও স্টাফ কর্তৃক জমা করা স্থানসমূহ হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন ও আবশ্যকমত ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বা নিচু জমিতে খালাস করা। (৪) রামপুরহাট—দুইটি মহিষ, তিনটি বলদ ও পাঁচজন গাড়োয়ান। (ক) বিষ্ঠা—বিভিন্ন স্থান হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে খালাস করা। (খ) আবর্জনা ও রাস্তায় জল দেওয়া—ডাস্টবিন ও স্টাফ কর্তৃক জমা করা স্থানসমূহ হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন এবং আবশ্যক মত ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বা নিচু জমিতে খালাস করা এবং রেলওয়ে কলোনি মধ্যে রাস্তাগুলিতে জল দেওয়া। (৫) আজিমগঞ্জ—দুইটি বলদ ও একটি মহিষ এবং তিনজন গাড়োয়ান। (ক) বিষ্ঠা—বিভিন্ন স্থান হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ডে খালাস করা। (খ) আবর্জনা ও রাস্তায় জল দেওয়া—ডাস্টবিন হইতে এবং স্টাফ কর্তৃক জমা করা স্থানসমূহ হইতে বোঝাই করা, গাড়িযোগে বহন ও আবশ্যক মত ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বা নিচু জমিতে খালাস করা এবং রেলওয়ের কলোনি মধ্যে রাস্তাগুলিতে জল দেওয়া।

কলিকাতাস্থ রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ার অথবা হাওড়াস্থ ডিভিসনাল ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ২ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ৮-২-৭১ হইতে ১৯-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিনগুলিতে নিম্নবর্ণিতের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ : বামনগাছি, ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জের জন্য যথাক্রমে ১৪৫ টাকা, ১৩৩০ টাকা, ১২১০ টাকা, ৮৬৫ টাকা ও ৬০০ টাকা। টেণ্ডার ২২-২-৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই দিন বেলা ১২টায় খোলা হইবে।

ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার/হাওড়া
জি১০।৯।পি আর ও।মিসসে—৩১
(৭৩৫০)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্তগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুই প্রস্থে টেন্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "......জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম-সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। ১৯৭১-৭২ সালে ইলেক্ট্রোড সরবরাহ ও ডেলিভারী।	১২,০০০, টাকা (অনুমিত)	৪০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা	১১-২-৭১
২। ১ এপ্রিল, ১৯৭১ হইতে ৩১ মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত এক বৎসর সময়কালে টালা পাম্পিং স্টেশনে ইয়ার্ড হইতে পুরাতন বয়লার অথবা রেকার পিটে স্টীম ও স্ল্যাক কোল অপসারণ।	১৪,০০০, টাকা	১০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা	১৫-২-৭১
৩। ১৯৭১-৭২ সালে বিবিধ সামগ্রী সরবরাহ ও ডেলিভারী।	৯ লক্ষ টাকা (আনুমানিক)	৫০০, টাকা এল এস	৫০, টাকা প্রতি প্রস্থ	২৫-২-৭১

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৭-১-৭১
(৭৩৪৬)

কলিকাতা করপোরেশন
টেন্ডার নোটিস
বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প

নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং তৎসমূদয় দুই প্রস্থে ১৯৭১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন ১২টার পূর্বে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ৫, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় "............ স্থানে বস্তি উন্নয়নের জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীল করা খামে ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে।

স্পেসিফিকেশন এবং টেন্ডার শিডিউল কলিকাতা কর্পোরেশনের কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট পাওয়া যাইবে। এই ঠিকা অধীন সমস্ত মালমশলা ঠিকাদারকেই সরবরাহ করিতে হইবে। টেন্ডার খোলার তারিখের অন্তত একদিন পূর্বে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করার অথবা সমস্ত টেন্ডার গ্রাহ্য করার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

টেন্ডারের নাম নিম্নোক্ত স্থানে বস্তি উন্নয়ন	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সমেত স্পেসিফিকেশনের মূল্য
	টাকা	টাকা	টাকা
১। ১৬৭, ১৬৭এ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (ওয়ার্ড-৪৯)	৭৭,০০০,	৭৭০,	প্রতি প্রস্থ ২০,
২। ১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট (ওয়ার্ড-৩৭)	৮৮,০৮০,	৮৮১,	—ঐ—
৩। ২৮, ২৮/১, ৩০, গিরিবাবু লেন (ওয়ার্ড-৪৭)	৩৯,০২৫,	৩৯০,	—ঐ—
৪। ১১৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (ওয়ার্ড-৪৮)	৩৮,৫০০,	৩৮৫,	—ঐ—
৫। ১৪ এবং ১৪/১, ছাতাওয়ালা গলি (ওয়ার্ড-৪৬)	৪৫,০০০,	৪৫০,	—ঐ—
৬। ৬২, ৭০, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট (ওয়ার্ড-৪০)	২১,৪৫৭,	২১৫,	প্রতি প্রস্থ ১০,
৭। ১৬, ১৬/১, ১৬/২, শিবতলা লেন (ওয়ার্ড-৩৬)	৮২,০০০,	৮২০,	প্রতি প্রস্থ ২০,
৮। ২/১, ২/১এ ৩/এ, হলধর বর্ধন লেন (ওয়ার্ড-৫১)	৬,৬২৪,	৬৬,	প্রতি প্রস্থ ১০,
৯। ১৩১ এবং ১৩২ আচার্য জে সি বসু রোড (ওয়ার্ড-৫০)	৬৩,০০০,	৬৩০,	প্রতি প্রস্থ ২০,
১০। ১২, ১২/এ ১৪, ১৪/এ, হালদার লেন (ওয়ার্ড-৫২)	৫৮,০০০,	৫৮০,	—ঐ—
১১। ১/২, গাঙ্গুলী লেন (ওয়ার্ড-২২)	৪৫,০০০,	৪৫০,	—ঐ—
১২। ১/৩, কাঁকুলিয়া রোড (ওয়ার্ড-৭১)	৬৬,৪৪০,	৬৬৪,	—ঐ—
১৩। ১২, ১৬-১৮, মনোহরপুকুর রোড (ওয়ার্ড-৯০)	৯৩,৯৫৮,	৯৪০,	—ঐ—
১৪। ৫৬, ৫৭, ৫৯, হাজরা রোড এবং ১২, ২০, গরচা ফার্স্ট লেন (ওয়ার্ড-৯২)	৯৫,২৫৭,	৯৫৩,	—ঐ—
১৫। ২০, পঞ্চাননতলা রোড এবং ৩৬/২, কাঁকুলিয়া রোড (ওয়ার্ড-৯৩)	৮৫,০৫১,	৮৫১,	—ঐ—
১৬। ১১এ, ১১বি, ২০/১, চেতলাহাট রোড, ৪, গোপালনগর রোড এবং ১৮, ১৮/২, ১৯/১, আলীপুর রোড (ওয়ার্ড-৭৮)	১,৬৩,২৬৫,	১,৬৪৩,	প্রতি প্রস্থ ৩০,
১৭। ৫৪, রসা রোড (ওয়ার্ড-৮৫)	১,৯৩,৭৫৮,	১,৯৩৮,	—ঐ—
১৮। ১৫৬, ১৫৮, ১৩৮ এবং ১৬৬এ, প্যারীমোহন রায় রোড (ওয়ার্ড-৮৬)	১,০৭,৮৭৩,	১,০৭৯,	—ঐ—
১৯। ১৬/২এ, ১৬/বি, গরচা সেকেন্ড লেন (ওয়ার্ড-৯১)	১,৫২,২০৫,	১,৫২২,	—ঐ—
২০। ৫৩/১ এবং ৫৪, টালীগঞ্জ রোড (ওয়ার্ড-৮৮)	১,৫২,৪০৪,	১,৫২৪,	—ঐ—
২১। ১, ২, ৩, ৪, দেবনারায়ণ ব্যানার্জী লেন এবং ১৯৬, ২০০, ২০৪, কালীঘাট রোড (ওয়ার্ড-৮৭)	৮০,৬৮৩,	৮০৭,	প্রতি প্রস্থ ২০,
২২। ২৯/৩, ১৩ ও ১৪, গোবিন্দ বসু লেন (ওয়ার্ড-৭৬)	৬৩,৯৪৫,	৬৩৯,	—ঐ—
২৩। ১, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড (ওয়ার্ড-৭৫)	৭৪,৫১৪,	৭৪৫,	—ঐ—
২৪। ৩০ ও ৩১, বলরাম বসু ফার্স্ট লেন (ওয়ার্ড-৭৩)	৮৮,৭৬০,	৮৮৮,	—ঐ—
২৫। ৭, ৭/১, ৮ এবং ৮/১, কালিন্দ লেন ও ৫, সৈয়দ ইসমাইল লেন (ওয়ার্ড-৬৫)	৫৫,৩৯৬,	৫৫৪,	—ঐ—
২৬ ৫৬ ও ৫৭, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট (ওয়ার্ড-৭৭) এবং ৫৮/১, টার্ফ রোড	১,২০,১০৬,	১,২০১,	প্রতি প্রস্থ ৩০,
২৭। ২২, ৮০/১ এবং ৮১, বেলতলা রোড (ওয়ার্ড-৭৪)	১,১৮,৯০০,	১,১৮৯,	—ঐ—
২৮। ৭, ৮, ৮/১, বেলিয়াঘাটা রোড (ওয়ার্ড- নং ৩৬)	৫৬,৭৩০,	৫৬৭,	প্রতি প্রস্থ ২০,
২৯। ৭২, বৈঠকখানা রোড (ওয়ার্ড-নং ৩৭)	৪১,৩০০,	৪১৩,	প্রতি প্রস্থ ২০,
৩০। ৬০, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট (ওয়ার্ড নং ৪০)	১১,২৫৭,	১১৩,	প্রতি প্রস্থ ১০,
৩১। ১০৪, ১০৪/১, ও ১০৪/২, মহাত্মা গান্ধী রোড (ওয়ার্ড নং ৪৭)	১৭,০০০,	১৭০,	প্রতি প্রস্থ ১০,
৩২। ৭/১, হারসী স্ট্রীট (ওয়ার্ড নং ৩৬)	১৬,৯৮০,	১৭০,	প্রতি প্রস্থ ১০,

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৭।১।৭১
(৭৩৪৫)

সন্ত্রাস বিশৃঙ্খলা থেকে বাংলাকে মুক্ত করুন

সমাজতন্ত্রী দলগুলির প্রতি পি এস পি

স্টাফ রিপোর্টার

কমিউনিস্ট সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাজ্যের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দলকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বুধবার পি এস পি পক্ষ থেকে নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস এস পি প্রভৃতি কয়েকটি দলকে চিঠি লিখে আবেদন জানানো হয়েছে : রাজ্যের নির্বাচনে একজোট হতে না পারলেও কীভাবে এই সব দলের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করা যায় তার পথ খুঁজে দেখতে হবে।

প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের জনৈক মুখপাত্র ওই খবর দিয়ে বলেন, এজন্য তাঁরা অনেক স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে পি এস পি হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীবিভাস ঘোষ, চন্দননগর ও চাঁপদানি বিধানসভা কেন্দ্রে যথাক্রমে শ্রীআবু সৈয়দ এবং শ্রীসমীর বিশ্বাসকে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পি এস পি সূত্রে জানা যায়, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের মুগবেড়িয়া, বোলপুর ও ময়ূরেই কেন্দ্র নিয়ে বিরোধ হয়েছে। এই বিরোধ মেটানোর জন্য বাংলা কংগ্রেস ও পি এস পি-র মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

বিদ্রোহী পি এস পি-র যে অংশ বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক মোরচায় যোগ দিয়েছেন তাঁরা প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের প্রতীক কুটির চিহ্ন নিয়ে নির্বাচনে লড়তে চায়। এ সম্পর্কে সরকারী পি এস পি-র একজন মুখপাত্র জানান, "যদি ওঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে ও আমাদের দলের সভা করে প্রার্থী নির্বাচন করেন তবে প্রতীক দিতে আপত্তি নেই।

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এ কর্মী ধর্মঘট চলছে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই করপোরেশনের 'মেন ডিপারটমেন্টের' প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটের জন্য বৃহত্তর কলকাতার একটা বড় অংশে অপ্রদীপ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই মজদুর সমিতির একজন মুখপাত্র আশংকা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত শ্রমিক নতুন কানেকশন, মেন লাইন নির্মাণ করা, ফিউজ মেরামতি প্রভৃতি কাজ করে থাকেন।

নতুন লোক নিয়োগের দ্বারা কাজের চাপ কমানো, শ্রমিকদের ওপর থেকে ১৯৭০ সালের ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে ওই মজদুর সমিতির নেতৃত্বে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। সম্প্রতি বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রায়ই অপ্রদীপ হওয়ার যে সমস্ত খবর শোনা যাচ্ছে শ্রমিকদের এই ধর্মঘটই তার অন্যতম কারণ বলে মুখপাত্রটি উল্লেখ করেন। ধর্মঘটের জন্য ক্রেতাদের নতুন লাইন পেতেও অসুবিধা হতে পারে বলে তিনি জানান। বৃহত্তর কলকাতার প্রতিমাসে প্রায় আড়াই হাজার নতুন লাইন বসাতে হয়।

মজদুর সমিতির পক্ষ থেকে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সভাপতি শ্রীজগন্নাথ পাণ্ডে জানান, তাঁদের দাবিগুলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেও কোন ফল না পাওয়ায় তাঁরা ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন।

পাঞ্জাব দৈনিক লটারির ফলাফল

চণ্ডীগড়, ২৮ জানুয়ারি—পাঞ্জাব লটারির দৈনিক ড্রতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে বি ৩৫৬৫২৯নং টিকেট। এই পুরস্কারের মূল্য ৫০০০ টাকা।

এছাড়া ৫০ টাকা করে আরও ২০টি পুরস্কার আছে।

—ইউ এন আই

বড়তলা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী

নব কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে শ্রীঅজিত পাঁজা এবার কলকাতায় বড়তলা কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও তিনি ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন। আনন্দবাজারে নব কংগ্রেসের এবারের প্রার্থী তালিকায় ছাপার ভুলে 'বড়তলা' 'চতলা' হয়ে গিয়েছিল।

কোম্পানী নোটিস

দি কল্যাণী টি কোম্পানী লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস : নীলহাট হাউস
(৬ষ্ঠ তল)
১১নং রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—১

১৯৫৬ সনের কোম্পানী আইনের বিধানানুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, শ্রী এস সি নাহাটা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে ১।১।৭১ হইতে ৩১।১২।৭১ এক বছরের জন্য নিয়োগকালীন সময়ের জন্য কম বা আদৌ কোন লাভ না হইলে ন্যূনতম পারিশ্রমিক হিসাবে মাসিক ৭৫০, টাকা হিসাবে মোট ৯০০০, টাকা পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে।

তাং কলিকাতা
২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭১

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বাঃ কমলসিং ধারেওয়া
অ্যাকটিং সেক্রেটারী
দি কল্যাণী টি কোম্পানী লিঃ
(সি ৭২৪২)

ইনডিয়া টোব্যাকো কোমপানি লিঃ আয়োজিত সেরা সুশ্রী দম্পতি প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন দিলীপকুমার ও সায়রা বানু। ছবিতে চূড়ান্ত নির্বাচনে বিজয়ী সেরা সুশ্রী দম্পতি নেত্র ও রজনী রাণা এবং ইনডিয়া টোব্যাকো কোং লিঃ-এর নতুন মারকেটিং ডিরেকটর শ্রী এ কে মিত্রকেও দেখা যাচ্ছে।

আইন-আদালত

বে-আইনী ফাটকার দায়ে ১৩ জনের জেল ও জরিমানা

পাটজাত জিনিষপত্র নিয়ে বে-আইনীভাবে ফাটকা কারবার চালানোর অপরাধে জওয়ালা দত্ত খেমকা এবং আরও ১২ জনের ৩ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা হিসাবে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী ডি কে চন্দ্র আগাম চুক্তি আইন অনুযায়ী আসামীকে এই শাস্তি দিয়েছেন।

প্রথম আসামী জওয়ালা দত্তের আর এক দফা অভিযোগে আরও ৬ মাস জেল এবং ১০০০ টাকা জরিমানা হয়েছে।

১৯৬৬ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং স্ট্রীটে আসামীদের গ্রেফতার করা হয়। বিচার চলাকালে ২ জন আসামীর মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন এখনও ফেরার।

জাহাজ আটকের আদেশ

এভারেস্ট স্টিমসিপ করপোরেশন লিঃ-এর এক আবেদন অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী আর এম দত্ত খাদ্য করপোরেশনের গম নস্ট হার জন্য ৫,২৫,০০০ টাকার ব্যাংক গ্যারানটি দাখিল না করা পর্যন্ত খিদিরপুর ডকে 'ক্যার্ডামিলস' জাহাজটি আটক করার আদেশ দিয়েছেন।

শেয়ার বাজার তেজী চলছে

২৮ জানুয়ারি— কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই তেজীভাব চলছে। আজ লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি : বিড়লা জুট ২১।২০ ২১।৫০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৭।৯০ ৩৮।২০; হিন্দ মোটর ১৩।৭৫; গেসটকিন ৩১।৬২ ৩২।৩০; হাওড়া জুট ৬ ৬।১২; ইনড কেবল ১৬।৫৫ ১৬।৫৫; ইনড কপার ৪।১৫ ৪।২৩; ওরিয়েন্ট পেপার ৩৯।৮৫ ৩৯।৭৫; রোটাস ইনড ৬।৭৫; টেকসঃ মেশিঃ ১০।৭০।

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৮ জানুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।

—পি টি আই

সোনা ও রূপা

২৮ জানুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	১৯৩
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৮২
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭০
ঐ—খুচরা (,,)	৫৭৪।৫০

সাংবাদিকরা বাঁচেন কম

নিউ ইয়রক, ২৮ জানুয়ারি—অন্য বৃত্তির কৃতীদের চেয়ে অনেক কম বয়সে কথার কারবারী সকল সাংবাদিক ও অন্যরা মারা যান। মারকিন মনোবিদদের কাগজের চলতি সংখ্যায় এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আমেরিকার বিশিষ্ট কয়েকজন লোক সম্পর্কে মেট্রোপলিটান বীমা প্রতিষ্ঠানের দুজন গবেষক বার বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মোট ৬৩২৯ জন সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হয়। —রয়টার

কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়া সম্পর্কে আদি কংগ্রেস এখনও স্থির করেনি

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (আদি) কমিটির অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅবনী বসু বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন কোন প্রাদেশিক নেতার বিরুদ্ধে আদি কংগ্রেস প্রার্থী দেবেন কিনা, তা এখনও স্থির হয়নি। শ্রীবসু এদিন আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রসঙ্গেই ওই কথা জানান। তিনি আরও বলেছেন, কোন কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সমঝোতার প্রস্তাব এসেছে ও সেই প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

(উল্লেখ্য, আমাদের স্টাফ রিপোরটারের সংবাদেও বলা হয়েছিল—আদি কংগ্রেস এই রাজ্যের নির্বাচন ক্ষেত্র ও ব্যক্তিবিশেষে লোকসভা ও বিধান সভার কয়েকটি আসনে নবকংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি (সরকারী) এবং জনসংঘের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন না। তবে ঠিক কার কার ক্ষেত্রে তা এখনও স্থির হয়নি।)

সেরা সুশ্রী দম্পতী প্রতিযোগিতা

ইনডিয়া টোব্যাকো কোমপানি লিঃ আয়োজিত 'মেড ফর ইচ আদার'—সেরা সুশ্রী দম্পতী প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নির্বাচনে বোমবাইয়ের শ্রী ও শ্রীমতী নেত্র রানা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। গত ২৩ জানুয়ারি জুহুর সান এন স্যানড হোটেলে এক অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় চিত্রতারকা দম্পতী দিলীপকুমার এবং সায়রা বানু প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে বিজয়ী দম্পতীকে প্রথম পুরস্কার দেন। প্রথম পুরস্কার হল ১৯৬৮ মডেলের 'ফ্লেমিং রেড এম জি স্পোরটস কনভারটিবল'। দিল্লির শ্রী ও শ্রীমতী হুন প্রথম রানারস-আপ হিসাবে ৫,০০০ টাকা এবং কলকাতার শ্রী ও শ্রীমতী কাক দ্বিতীয় রানারস-আপ হিসাবে ২,০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

সারা ভারতে ১২টি কেন্দ্রে প্রাথমিক নির্বাচনে জয়ী দম্পতীরা চূড়ান্ত নির্বাচনে যোগ দেন। ইনডিয়া টোব্যাকো কোমপানির নতুন মারকেটিং ডিরেকটর শ্রী এ কে মিত্র বিকলাঙ্গদের কল্যাণের জন্য ৫৫,০০০ টাকা দান করেছেন।

লারসেন অ্যানড টুবরোর বিক্রি বেড়েছে

১৯৭০ সালে ১ এপরিল থেকে ৩১ ডিসেমবর পর্যন্ত ৯ মাসে লারসেন অ্যানড টুবরোর বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। আগের বছরের তুলনায় বিক্রির পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বেড়েছে।

ভ্রম সংশোধন

অত্র পত্রিকায় ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোঃ লিঃ'এর ২৬-১-৭১ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'অনধিক ৫০ বৎসরের মধ্য মেয়াদী ঋণে' স্থলে 'অনধিক ৫ বৎসরের মধ্য মেয়াদী ঋণে' পড়িতে হইবে। (৭৫০৫)

দোষী বলে সাব্যস্ত প্রাক্তন মন্ত্রীরা কেউ রেহাই পাবেন না

মজঃফরপুর, ২৮ জানুয়ারি—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর গতকাল এখানে বলেন : তাঁর সরকার আয়ার কমিশনের দোষী বলে সাব্যস্ত প্রত্যেক প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

এক জনসভায় তিনি বলেন : ওই সব প্রাক্তন মন্ত্রী নব কংগ্রেস অথবা চার পারটি জোটের সমর্থক হলেও রেহাই পাবেন না। —ইউ এন আই

দিল্লি আকাশবাণী ভবনের সামনে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—আকাশবাণীর ইন্দিরা ঘেঁষা ভূমিকার প্রতিবাদে কয়েকজন মেটরপলিটান কাউনসিলার সহ এক শতের অধিক জনসঙ্ঘ কর্মী আজ এখানে আকাশবাণী ভবনের সামনে গ্রেফতার বরণ করেন।

এর আগে দিল্লি প্রদেশ জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রী এল কে আদভানি শ্রীবলরাজ মাধোক, শ্রী এম এল সোনধী, শ্রী কে এল গুপ্ত (সকলেই ভেঙে দেওয়া লোকসভার সদস্য) এবং লোকসভার নির্বাচনে জনসঙ্ঘের প্রার্থীদের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ কর্মী আকাশবাণী ভবনের সামনে বিক্ষোভ জানান।

বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে আসেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল গৈরিক পতাকা ও প্লাকারড। প্লাকারডগুলিতে লেখা ছিল : আকাশবাণী সমগ্র জাতির, ইন্দিরার খাস সম্পত্তি নয়। —ইউ এন আই

ভ্রম-সংশোধন

গত ২৩ জানুয়ারী তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত এম. সাহা অ্যান্ড কোঃ-এর পাটবীজ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনে এন-এস-সির পাটবীজ "সাব-সিডি" দরে পাওয়া যায়—এইরূপ পড়িতে হইবে।

(৭৫০৭)

ঘোষণা
প্লেটওয়েল প্রসেসেস প্রাইভেট লিমিটেড
এবং
প্লেটওয়েল সেলস কর্পোরেশন

৫০৭, কাকাদ চেম্বার্স, ডাঃ এ. বেসান্ত রোড, ওর্লি, বোম্বে-১৮

সুবিখ্যাত 'প্লেটওয়েল' ইলেকট্রো-সোক এবং ইলেকট্রোলিটিক ক্লিনার্স ইলেকট্রোপ্লেটিং সল্ট/কেমিক্যাল/ব্রাইটনার, এলুমিনিয়াম এবং অ্যাবস প্লাস্টিকস ইত্যাদির উপর কালারিং ও ফসফেট কোটিং, প্লেটিং-এর জন্য কেমিক্যালের অগ্রণী প্রস্তুতকারক।

ঘোষণা করিতেছেন যে, বোম্বের অন্য আরেকটি প্লেটওয়েল ইন্ডাস্ট্রির সহিত তাঁহারা কোনভাবেই সম্পর্কিত নহেন এবং তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

(৭০১০এ)

বাসের পারমিট পেয়েছেন ?
তবে আর
দেরী করবেন না

আমাদের শো-রুমে আজই আসুন। আগে এলে 'অশোক ল্যেল্যান্ড কমেট ৪·৪ মিটার (১৭৬") হুইল বেস, ফুল ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল চ্যাসি' এখনই পাবেন।

ল্যেল্যান্ড চ্যাসি আজই কিনুন

MAIN DEALERS ASHOK TRUCKS BUSES W. BENGAL BIHAR LEYLAND

এ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রাইজেস (প্রাঃ) লিঃ
২২৫সি, আচার্য জগদীশ বোস রোড কলিকাতা-২০
ফোন: ৪৪-৯৬০১/০৫ (৫ লাইন)

IMPALA AIE 71/2

(৭৫০৬এ)

দেখুন! একেবারে নতুন চেহারার লিপটনের ইয়েলো লেবেল ঝকঝকে নতুন প্যাকেট

সেই চির চেনা জিনিস এল এবার ঝকঝকে নতুন প্যাকেটে। লিপটনের ইয়েলো লেবেল। দেখুন, এই চা-ই আপনি এতদিন খুঁজছিলেন। এর রঙ পাড় ঝিকার। আহ, কী রঙ! এর গন্ধমধুর আমেজ। আহ, কী ভালো! সবার দেখাদেখি আপনিও এবার খেতে শুরু করুন নতুন চেহারার প্যাকেটে লিপটনের ইয়েলো লেবেল চা।

স্বাদ গন্ধ ভরপুর
জোরদার চা

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদে গন্ধে ভরপুর LIPTON লিপটন বলতেই ভালো চা

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ১৫ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি 'যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব', 'যা ভাল তাই আমাদের দাও', তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো।

—রবীন্দ্রনাথ

ভোটের বাধা

নির্বাচন যদি হয়—এই পর্যন্ত লিখিয়াই মনে হইতেছে ওই "যদি" কথাটায় অনেকের খটকা লাগিতে পারে। "যদি" কেন, নির্বাচন তো হইবেই। অধিকাংশ পার্টি, মনে মনে যিনি যত ঘাবড়াইয়া গিয়া থাকুন না কেন, অন্তত মুখে বলিতেছেন, লড়িয়া যাইবেন। অধিকাংশ মানুষের মনের কথা কী, সেটা এখন অবান্তর। নির্বাচন এই পরিস্থিতিতে চাই না, এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা যদি নিতান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠও হন, তাহাতেই অবশ্য বাংলার এই রক্তে-ভিজা মাটিতে ভোটাভুটির পাগলামির সাফাই হয় না। পৃথিবীতে আজ অবধি সাহসের সঙ্গে সত্য কথা যাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কে কবে মেজরিটির আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করিয়াছেন? খ্রীষ্ট, গ্যালিলিও ইত্যাদি সকলেই প্রথমে, কিংবা নিজ নিজ কালে, মাইনরিটি। তাঁহাদের কথার সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে পরে—কতকটা মরণোত্তর সম্মানের মতো।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বিচারে কী হইবে সে-জন্য বসিয়া থাকার উপায় নাই। প্রথম কারণ এই যে, যাঁহারা সৎ ও সাহসী, তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নির্বাক এবং বিচ্ছিন্ন। তুলনায় অন্যেরা সংহত, তাঁহাদের গলার জোরও বেশী। সম্ভবত ক্ষমতাও। সেইজন্যই নির্বাচন হইবেই। যে-দলের বিশেষ আশা নাই সে-দলও সোৎসাহে তোড় জোড় চালাইয়াছে—পাছে লোকে ভীরু ভাবে। অন্যান্যেরাও সামিল হইয়াছেন যে যার আপন আপন হিসাব অনুসারে। এই হিসাবের মূলে কোথাও অলীক, অবাস্তব, এমন কী আত্মঘাতী আশা, কোথাও নিরাশা। নৈরাশ্যবাদীদের দশা জুয়াড়ীদের মতো। খেলায় ফতুর হইয়াও শেষ দান খেলিতেই হইবে—নতুবা সব যায়।

নির্বাচন হইবেই—তা সে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির উপর হামলা হউক, অষ্টপ্রহর বোমাবাজি চলুক, আর গঙ্গায় আধ ডজন মৃতদেহ ভাসিয়া উঠুক—অর্থাৎ যাই ঘটুক না কেন। তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রয়োজন সম্ভবত গণহত্যাকেও ছাপাইয়া যায়, নরবলির পর নরবলি না পড়িলে ভোট-দেবী তুষ্ট হয় না। ক্ষমতায় আসীন যাঁহাদের আসন অনিশ্চিত অথবা ক্ষমতা হইতে যাঁহারা বহিষ্কৃত, তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থে আর গরজে সাব্যস্ত করিয়াছেন, নির্বাচন চাই-ই চাই। যে-রাজ্যে একজন ট্র্যাফিক পুলিসেরও এক বা এক জোড়া দেহরক্ষী লাগে, যে-রাজ্যে সেরা সব সরকারী প্রতিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ থাকে সেখানেও আর-কিছুর বিহিত করার আগে নির্বাচন চাই।

চাই বই কী। কিন্তু চাহিলেই সব মেলে না, প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত নানা দিক হইতে একের পর এক বাধা দেখা দেয়। এই বাধা না মানে নির্বাচনী কমিশনারের আচরণবিধি মানার আবেদন, না মূল্য দেয় নির্বাচনে হিংসা পরিহারের জন্য প্রজাতন্ত্র-দিবসে রাষ্ট্রপতির করুণ বয়ানকে। এক কথায়, ধর্মের কাহিনী একটুও শোনে না। সরকার গোড়ায় যদিও নির্বাচনে শান্তি রাখা হইবে বলিয়া ঢালাও ভরসা চালিয়াছিলেন, সেই পোস্টডেটেড চেকখানি "ডেট" আসিয়া পড়ার আগেই যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে। প্রথমে তো বাহির হইতে দরকার মতো পুলিস আমদানি করিতেই অনিচ্ছার কথা শোনা গেল। লোকের তখন ধোঁকা লাগিল : বাহিরের পুলিস যদি নাই আসিবে তবে খামোখা এই রাজ্যের নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়া হইল কেন? এ যেন ফাঁসির আসামীকে ঝুলানোর আগে আরও দিন কয়েক অহেতুক ঝুলাইয়া রাখা। পুলিসের বদলে ইশারামাত্র মিলিটারি মিলিবে, এই প্রতিশ্রুতি একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কী? গণতান্ত্রিক ঠাট বজায় রাখিতে ফৌজ মোতায়েন করার মধ্যে একটা আত্মখণ্ডন আছে। এই স্ব-বিরোধিতা, আশ্চর্য, সকলের নজরে পড়ে না। বিদ্যায়তন জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারেখারে গেলেও পুলিসের প্রবেশে যাঁহাদের নিষ্ঠাবতী বিধবার মতো শুচিবাই, সেই আধা বা তিন-পোয়া প্রগতিপন্থীরাও কিন্তু ওই জোয়ান জওয়ানদের দিকে তাকাইয়াই মনে মনে মালা জপ করিয়া চলিয়াছেন।

সততা বনাম শঠতার এই ধারা। সামিল হইতে পারিতেছেন না কেবল তাঁহারা, যাঁহাদের জানপ্রাণ লইয়া টান পড়িয়াছে। এমন নয় যে, নির্বাচন ইঁহারা চান না। চান নিশ্চয়ই—নির্বাচন চান, গণতন্ত্র চান, প্রগতি-পরিবর্তন সবই চান। তবে সেই পরিবর্তনটা বিনা খরচায়, বিনা ঝামেলায় আসিলেই ভাল। এখন নিজের গায়ে আঁচড় পড়ার ভয় ঢুকিয়াছে, আত্মানং সততং রক্ষেৎ, এই সনাতন রীতি সার হইয়া উঠিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন নির্বাহের জন্য দরকার পৌনে দুই লক্ষ কর্মী, এই পর্যন্ত নাম পড়িয়াছে চার হাজার। রাজ্য নির্বাচন অফিসার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। বুথ-প্রতি ছয়ের বদলে চারজন কর্মী নিয়োগ করিলেও কি হিসাবটা পুরিবে? ইতিমধ্যে ভোট-কর্মীদের তালিকা দাখিল করার সময় পার হইয়া গিয়াছে, এখন চলিয়াছে "গ্রেস পিরিয়ড"।

তবু কুলাইবে কি না সন্দেহ। নির্বাচন যদি সমাধা করিতেই হয়, তবে দিল্লির যখন কন্যাদায় তখন দিল্লিকেই ঘাড় পাতিয়া সব ভার লইতে হইবে। ভারতবর্ষ নামক রাষ্ট্র যদি একটাই হয়, তবে অন্য মুলুক হইতে লোক আমদানি করা চলিবে না কেন—এই অপারগতার কোনও ব্যাখ্যা নাই। যদি সি-আর-পি আনা চলে, মিলিটারিকে ইঙ্গিতে বলা চলে তৈয়ার থাকিতে, তবে বাহির হইতে ভোট-কর্মী না আনারও কোনও যুক্তি নাই। এই রাজ্য হইতে প্রয়োজনীয় নির্বাচন-কর্মী মেলা কঠিন, এই আশংকা দেখা দিয়াছে এবং আশংকাটা বাস্তব। "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান", এই কাড়াকাড়ি-তাড়াতাড়ির কাল তো আর নাই! একালের জপমন্ত্র "যা শত্রু যা পরে পরে"। অনিচ্ছুকদের মনস্তত্ত্ব অস্বাভাবিক নহে। পৈতৃক প্রাণের মায়া কার না আছে—সাধিয়া ঝুঁকি লইবে কে? নির্বাচনী দফতর বা প্রশাসককুল যতই কাকুতি-মিনতি করুন, কিংবা ধমকান, অথবা ভয় দেখান কোনও জবরদস্তি সত্য-সত্যই খাটিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত অসুখ বা অসামর্থ্যের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি নাই। "কনস্‌ক্রিপশন" জাতীয় রঙরুট রীতি এ ক্ষেত্রে অচল। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে যাঁহাদের তলব করা হইবে তাঁহারা বিক্ষোভ দেখাইতেও পারেন—এই বলিয়া যে সরকারী চাকুরির শর্ত 'ইহা নহে'। এবং এই ভরসার জোরে যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো খুবই সহজ, ঝুঁকি নাই বলিলেই চলে। অবশ্য বিক্ষোভেই শেষ ফয়সালা কি না, এই সন্দেহ সুস্থ শ্রেণীর মনে জাগিতে পারে। বিক্ষোভের পর বিক্ষোভে অবস্থা তো এইখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে! যেখানে দেখানোর মতোও আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই—ইহার পরও যদি দেখাইতে হয়, তবে অবশেষে সেই বিক্ষোভ হইবে নিজেরই বিরুদ্ধে।

কথার বেসাতি

অভাব আর যাহারই আমাদের থাকুক, কথার অভাব আমাদের কখনও হয় না। আমাদের ভাগ্য যাঁহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছি সেই মন্ত্রী-উজীরের দলও সার বুঝিয়াছেন কথার বেসাতি। তাই সময়ে-অসময়ে লোককে কথা দিতে তাঁহারা পটু। কিন্তু সে কথা রাখার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তাঁহারা আকাশ হইতে পড়েন। বেগতিক দেখিলে আর-একবার কথা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবই বেমালুম ভুলিয়া যান। অমনই তাঁহারা করিতেছেন পশ্চিমবঙ্গের বেলায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা তো কথায় এ রাজ্যকে রাজা বানাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু যে ফকির ছিল সেই ফকিরই রহিয়া গিয়াছে, দুর্দশা তাহার ঘোচে নাই—ঘুচিবার লক্ষণও নাই। কেন্দ্রের যুক্তি সম্ভবত এই—কথা তো দিয়াছি, আবার কাজের তাগিদ কেন? কিন্তু কথা ভাঙাইয়া রাজনীতিচর্চা করা যায়, অর্থনীতির দায় কেবল কথায় মিটিবে কেন? তাহার দাবি মিটাইতে গেলে শুধু কথায় কুলাইবে না, কাজ কিছু অন্তত চাই। নহিলে অর্থনীতির কাঠামোটা ভাঙিয়া পড়িয়া ধুলায় গড়াগড়ি যায় এবং তাহার ফল রাজনীতির পক্ষেও বিশেষ শুভ হয় না।

ইদানীং খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য দরদ দেখান নাই, নয়াদিল্লিতে এমন কোন্ দিক্‌পাল আছেন? মৌখিক করুণায় যদি সমস্যা মিটিত তাহা হইলে এ রাজ্য তো ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা হইয়া উঠিত। তা যে হয় নাই সে তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পরিসংখ্যানের শরণ লইতে হইবে না, এ রাজ্যের যে কোনও অঞ্চলের দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। ওই করুণার বান থামাইয়া রাজধানীর অশেষ করুণাময়ের দল যদি কিঞ্চিৎ আর্থিক আনুকূল্য এ রাজ্যের প্রতি করিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও বাঁচিতেন, আমরাও বর্তাইয়া যাইতাম। কিন্তু সে সুবুদ্ধি কেন যে তাঁহাদের হয় না—এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? অন্য কেহ নয়, স্বয়ং রাজ্যপাল ধাওয়ানও বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ অর্থসাহায্য দেওয়া দরকার। দিল্লির দরবারে তদ্বির করিবার জন্য তিনি রাজধানীতে পাড়ি দিয়াছেন। সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন মুখ্য উপদেষ্টাকেও। তাঁহারা চান পশ্চিমবঙ্গের উপর কেন্দ্রীয় সরকার সুবিচার না করুন, অবিচার অন্তত যেন না করেন। উন্নয়ন-প্রয়াস এ রাজ্যে যেন অর্থকষ্টের দরুন বিঘ্নিত না হয়।

আগামী আর্থিক বৎসরে যোজনা-খাতে ব্যয়বরাদ্দ ধরিয়াছেন রাজ্য সরকার ৬৫ কোটি টাকা। সে টাকাটা পাইলে কৃষি, সেচ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য বাবদ কিছু বেশী টাকা খরচ করা যায়। তাহাতে হাতে স্বর্গ অবশ্য এ রাজ্য পাইবে না, কিন্তু অবস্থার ঈষৎ উন্নতি হওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের মতো সমস্যাসংকুল রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার। সে তুলনায় ৬৫ কোটি টাকা তো কিছুই নয়। কিন্তু এটুকু আর্থিক সাহায্য করিতেও দিল্লির আপত্তি। কেন্দ্রীয় সরকার ওই বরাদ্দের পাঁচ কোটি টাকা কমাইয়া দিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় নিতান্ত দয়া করিয়াই তাঁহারা আরও বেশী টাকা কাটেন নাই। নহিলে মবলগ ষাট কোটি টাকাও পশ্চিমবঙ্গে ঢালিতে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। নেহাত না দিলে নয় বলিয়াই যেন টাকাটা দিতেছেন। আর অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে তাঁহারা একেবারে মুক্ত-হস্ত। তাহারা পাঁচ টাকা চাহিলে দশ টাকা দিয়া ফেলিতেছেন, পারিলে পনেরো-বিশ দিতেও তাঁহারা রাজী। যত কড়াকড়ি তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্য রাজ্যের বেলায়, যত অর্থকৃচ্ছ্রতার দোহাই এ রাজ্যের ক্ষেত্রে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ যে-জনার বরাদ্দ লইয়া এমন মেছোহাটার দরাদরি নূতনও নয়, অভিনবও নয়। যতদিন হইতে প্ল্যানিং চালু হইয়াছে ততদিনই এ ব্যাপার চলিয়াছে। আজ যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ও বৈষয়িক পরিবেশ এমন শোচনীয় তাহার মূলে তো কেন্দ্রের বিরূপ মনোভাব, এ রাজ্যের বৈষয়িক সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীনতা। এ রাজ্যের রাজনীতিও অন্য রকম হইতে পারিত যদি না কেন্দ্রীয় অবহেলা এখানকার সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিত। প্রতিশ্রুতির প্রাচুর্য দেখিয়া কিছুদিন যাবৎ মনে হইতেছিল পশ্চিমবঙ্গের বিড়ালের ভাগ্যে শিকা বুঝি বা ছেঁড়ে। এখন দেখা যাইতেছে সেটা আশার ছলনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে যাইতে পারে, এখানে আর্থিক সংকট চরমে উঠিতে পারে, নয়াদিল্লির পাষাণ ফলকে সামান্য একটু মমতাও জাগিবে না। এ রাজ্য পাঁচ বৎসর আগে দিল্লির হিসাবের খাতায় যেখানে ছিল সেখানেই আছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কেন্দ্রের মূল্যায়নের কোনও হেরফের হয় নাই। কাজেই রাজধানীতে রাজ্যপালই যান আর মুখ্য উপদেষ্টাই যান এ রাজ্যের আর্থিক ভাগ্য ফিরিবে বলিয়া তো বোধ হয় না।

থাই থাই

এই যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। আজ কাল সর্ব বিষয়েই প্রতিযোগিতা চলে। দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদির কথা বাদই দেওয়া গেল, তাহা স্পোর্টস, সুস্থ ক্রীড়া। কিন্তু দিকে দিকে অন্য ধরনের প্রতিযোগিতার আসরও বসিতেছে। রূপের প্রতিযোগিতার পাশাপাশি চলিয়াছে কে কত স্থূল তাহার প্রতিযোগিতা। গোঁফের দৈর্ঘ্য, টাকের তৈলচিক্কণতা—ইত্যাদিও বিচারকদের দৃষ্টি এড়াইতেছে না। তাহার উপর আছে আবার খাদ্য-প্রতিযোগিতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে কত খাদ্য ফলাইতে পারে তাহাতেই সীমাবদ্ধ নাই, লহমায় কে কত খাদ্য উড়াইয়া দিতে পারে, কে কত পানীয় নিঃশেষ করিতে পারে, বিচার্য ইহাই। সেকালে, সামন্ততন্ত্র যখন মধ্যাহ্নে তখন অনেক রাজা-বাদশাহের শখ ছিল নানা দর্শনীয় জীবের সঙ্গে দরবারে এক-আধজন "খাদক" পোষা। একালেও সেই নেশার রেশ বুঝি রহিয়া গিয়াছে! তাহা না হইলে মহারাষ্ট্রের ডিম-খাওয়ার প্রতিযোগিতা কেন?

ব্যাপারটা যদি এমন হইত যে, কান্তা পাতে দিতেছেন আর পুণ্যবান খাইতেছেন,—তাহা হইলে বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা মোটেই কোনও "দীয়তাং ভুজ্যতাং" কাণ্ড নহে। এই আণ্ডা-পরবের উদ্যোক্তা রাজ্য সরকারের মুরগি-পালন বিভাগ। তাঁহারা দেখিতে চাহেন, কুড়ি মিনিটে কে কত সিদ্ধ ডিম সাবাড় করিতে পারেন। এজন্য তাঁহারা "এ-গ্রেড" ডিম সরবরাহ করিবেন। সঙ্গে নুন-মরিচ ফ্রী। এক টাকা নজরানা দিয়া যে-কেহ আসরে যোগ দিতে পারেন। মহিলাদেরও সমানাধিকার। তবে চাহিলেই ডিম মিলিবে না। তাহার জন্য কিছু পয়সাও দিতে হইবে। প্রথম এক ডজন সাবাড় করার পর ডিম ফ্রী। মেয়েদের বেলায় ফ্রী ছয়টি ডিম শেষ করার পর হইতেই। নিজের গাঁটের বা আঁচলের পয়সা গুনিয়া কাহারা পাঁচজনকে বাহাদুরি দেখাইবার জন্য সরকারী আণ্ডার জন্য ধর্না দিবেন ঈশ্বর জানেন, সকৌতুকে লক্ষণীয়, কেন স্বাভাবিক মানুষগুলি ডিম খাইবার জন্য একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিবেন তাহার কোনও ব্যাখ্যা নাই। সরকার কোনও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন নাই, বরং সাফ বলিয়া দিয়াছেন—খাদকেরা খাইবেন নিজ নিজ দায়িত্বে। শুধু তাহাই নহে, ভোজনের পর আধ ঘণ্টার মধ্যে হজমি খাওয়া বারণ।

তাহা সত্ত্বেও আসর নিশ্চয় ফাঁকা থাকিবে না। কিছু প্রতিযোগী অবশ্যই জুটিয়া যাইবেন। অনেকে বলেন—এসব কাণ্ডেও যে উৎসাহের অভাব ঘটে না তাহার এক কারণ—একঘেয়েমি। যে-কোনও হল্লায় তাই চারিদিকে উৎসাহের বান ডাকে। সত্যই যাঁহারা ভোজন-রসিক তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এসব প্রতিযোগিতায় যোগ দিবেন বলা শক্ত। "একমণী কৈলাস", বা "আশানন্দ ঢেঁকি"র মতো স্বনামধন্য খাদ্য-রসিক নিশ্চয়ই সরকারী আণ্ডার লোভে বোম্বাই ছুটিতেন না। তবু ধরিয়া লওয়া গেল কুক্কুটাণ্ডা লইয়া বোম্বাইয়ে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটিবে। কিন্তু তাহাতে কুক্কুট, সরকার বাহাদুর, কি "ডিম্ব-রাজ"—কাহার কী উপকার বোঝা দুষ্কর। বড়জোর একজনের ভাগ্যে একটা রেকর্ড সৃষ্টির গৌরব মিলিবে এই যা। আপাতত এই বিশেষ ক্ষেত্রে যে বিশ্ব-রেকর্ড আছে প্রসঙ্গত তাহাও স্মরণীয়। সিদ্ধ ডিমের রেকর্ড—তিরিশ মিনিটে চুয়াল্লিশটি। সেটি ধারণ করিয়া আছেন বেলজিয়ামের এক ভদ্রলোক। আর কাঁচা ডিমের রেকর্ডধারীর নিবাস নর্দার্ন আয়র্ল্যাণ্ড। তিনি নিঃশেষ করিয়াছিলেন সাড়ে নয় সেকেণ্ডে চব্বিশটি। দেখা যাক, বোম্বাইয়ের দৌড় কতদূর।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক খাদ্য পাইলেই যথেষ্ট। প্রকৃত রেকর্ডধারীরা আসলে অসুস্থ। এক ধরনের অসুখ আছে যাহাকে বাংলায় বলা যায় "থাই থাই" রোগ। এই ধরনের একজন রোগী দিনে পনেরো ঘণ্টা আহার-পর্বে কাটাইতেছে এমন নজির আছে, রোগাক্রান্ত বারো বছরের বালকের ছয় দিনের খাদ্য প্রায় চার শো পাউণ্ড। ঠিক একই ধরনের আর-এক ব্যামোর লক্ষণ তৃষ্ণাভাব। সে-রোগী দিনে ছিয়ানব্বই পাইট পানীয় উদরস্থ করেন। শিকাগোর যে-ভদ্রলোক পৃথিবীর ষাটটি দেশে তিরিশ হাজার পাঁচ শো হোটেলে ভোজন করিয়া নাম করিয়াছেন তিনি অবশ্য রোগী নহেন, সৌখিন ভোজনবিলাসী। পৃথিবীর "সেরা খাইয়ে" হিসাবে খ্যাত আমেরিকার সেই ভদ্রলোক যিনি প্রয়োজনের চেয়ে এগারো গুণ বেশী ক্যালোরি হজম করিয়া ১৯৩১ সন হইতে চ্যাম্পিয়ান, তাঁহার পরিপাক-শক্তিও অবশ্যই প্রশংসনীয়। কীভাবে তাঁহারা এসব অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করেন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই; পি জি উডহাউস তাহার উত্তর শুনাইয়া দিয়াছেন,—এই, প্রথমে একটা, তারপর আর-একটা, তারপর—। লেখকেরা যে-ভাবে একের পর এক বই লেখেন, ইঁহারাও নাকি ঠিক সে-ভাবেই একের পর এক আণ্ডা উদরস্থ করেন। ডিম কীভাবে খাইতে হয় সেটা না-হয় জানা গেল, সরকারের কর্তব্য বোধ হয় ডিম কী-ভাবে সহজে পাওয়া যায় দেশের মানুষকে সেটাই জানানো। কেননা, বাইবেলের যুগের মতোই এ দেশে প্রার্থনা এখনও—দিনকার রুটি। আর ডিম? ডজন ডজন খাওয়াইতে হইবে না, মাঝে মধ্যে এক-আধখানা জুটিলেই যথেষ্ট।

ষৎকিঞ্চিৎ

বর্তমান যুগে জনসংযোগের একটি বড় মাধ্যম রেডিও। এই একই কারণে বেতারে সংবাদ-প্রচারের ধরন সম্পর্কে মাঝে মাঝে আপত্তি শোনা যায়। কিন্তু বেতার-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেতারের অগণিত শ্রোতার আপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে যে সব অনুষ্ঠানসূচী প্রচার করা হয়, ত্রিপুরাতে দিনের বেলায় তাহা ভাল-ভাবে শোনা যায় না, রাত্রিবেলায় কলিকাতা কেন্দ্র খুলিলে একই সময়ে একই মিটারে একসঙ্গে অনেকগুলি ভাষা কানে আসে। কেবল ত্রিপুরা নয়, আসামের বাংলাভাষী এলাকার অধিবাসীরাও একই সমস্যার সম্মুখীন হন। কলিকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যায় না, কিন্তু ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনিতে কোন অসুবিধা হয় না, অন্যান্য বিদেশী বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠানও সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়। দেশের লোককে দেশের কথা শুনাইবার জন্য কলিকাতায় শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসানো হইয়াছিল। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, নূতন ট্রান্সমিটার বসানোর উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও কার্শিয়াং কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যায় না বলিয়া অনেক নেপালীভাষী কাঠমাণ্ডু রেডিও খুলিয়া বসেন। বর্তমানে রেডিও-লাইসেন্স ও বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ের জন্য বেতার-পরিচালনা সরকারের পক্ষে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠান-সূচীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকারের অর্থাভাব হওয়ার কথা নয়। চতুর্থ যোজনায় নূতন বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের আগে কলিকাতা কেন্দ্রের ত্রুটিগুলি দূর করা এবং ক, খ, গ—তিনটি চ্যানেলকে পুরাপুরি ব্যবহার করা দরকার।

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র

গোপনে প্রকাশ্যে নির্বাচনী আঁতাতের বিচিত্র গতি

রাজ্য রাজনীতি

বরুণ সেনগুপ্ত

মারামারি, খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা সমানে চলছে এবং তার পাশাপাশিই পুরোদমে চলছে নির্বাচনী প্রস্তুতি। সাধারণ মানুষ মারামারি, খুনোখুন নিয়ে বেশী চিন্তিত হলেও নেতারা, রাজনৈতিক দলগুলি এবং ভোটপ্রার্থীরা নির্বাচন নিয়েই বেশী চিন্তিত ও ব্যস্ত। তাঁদের কাছে আজ নির্বাচনটাই বড় জিনিস। কারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখলে আনতে এঁরা সবাই ব্যগ্র। এখনকার মারামারি, খুনোখুনিটাও অনেকটাই নির্বাচনী ব্যাপার। অর্থাৎ, এগুলিরও মূলে নির্বাচন।

সাধারণ মানুষ, যাঁরা মারামারি খুনোখুনি নিয়ে আতংকিত তাঁদের একটা বড় প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে পারবে তো? এই প্রশ্নের সহজ এবং সরল জবাব, সারা ভারতে যদি নির্বাচন বন্ধ না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হবেই। হতে পারা না পারার কোনও ব্যাপারই নেই, হতেই হবে। কারণ, দিল্লির সরকারী আইনবিশারদরা বলেছেন যে, একটি রাজ্যকে বাদ দিয়ে লোকসভা গঠিত হতে পারবে না। তাই, দিল্লিতে লোকসভা বসাতে হলে অর্থাৎ চালু করতে হলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে। এবং লোকসভার নির্বাচন হলে বিধানসভার নির্বাচন বন্ধ রাখা যায় না। যদি মারচের মধ্যে নতুন লোকসভা গঠিত না হয় তাহলে এ সংবিধানই বাতিল হয়ে যাবে। নতুন কোনও ব্যবস্থায় তখন রাষ্ট্রের প্রশাসন চালাতে হবে। তাই, এই সংবিধানকে, এই প্রশাসন ব্যবস্থাকে রাখতে হলে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন করতেই হবে—অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবেই।

এই নির্বাচন হওয়াটার মধ্যে অবশ্য একটা বড় কারচুপি আছে। আমরা সাধারণত মনে করি ভোটগ্রহণটাই নির্বাচন। আসল ব্যাপারটা তাই। কিন্তু আইনত শুধু ভোটগ্রহণ নির্বাচন নয়। যেদিন থেকে অর্থাৎ যখন থেকে সরকারীভাবে নোটিশ মারফৎ নির্বাচন ঘোষণা করা হল তখন থেকেই নির্বাচন শুরু হয়ে গেল। প্রার্থীদের মনোনয়ন-পত্র পেশ, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা, নাম প্রত্যাহার, ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফলাফল গেজেট করা—এসবই নির্বাচনের অঙ্গ। এর যে কোনও ধাপে যে কোনও কেন্দ্রে কাজ যদি আটকে যায়, তাহলে সেখানে তখনকার মত নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্য এলাকায়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন বন্ধ হবে। কোনও কেন্দ্রে যদি ভোটদাতাদের শতকরা মাত্র তিনজন ভোট দেন তাহলেও সেখানে নির্বাচন আইনসিদ্ধ হবে। এই শতকরা তিনভাগ ভোটের মধ্যে যিনি বেশী ভোট পাবেন তিনিই ওই কেন্দ্রের প্রতিনিধি হবেন—যাঁরা ভোট দিতে পারবেন না বা দেবেন না তেমন শতকরা সাতানব্বই জন মানুষ তাঁকে পছন্দ না করলেও তিনিই তাঁদের প্রতিনিধিত্বের আইনগত যোগ্যতা অর্জন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আটকে যেতে পারে। যেখানে আটকাবে সেখানে ভোট বন্ধ থাকবে। কিন্তু যেখানে আটকাবে না সেখানে ভোট সম্পূর্ণ বলেই ঘোষিত হবে। আগাম নির্বাচন বন্ধ করা এক জিনিস, আর নির্বাচন শুরু হয়ে হতে না পারা আর এক জিনিস। যেখানে নির্বাচন শুরু হয়ে তা হতে পারবে না, আইনত সেখানে পরে নির্বাচন হতে পারবে। তার জন্য লোকসভার গঠন আটকাবে না। কিন্তু নির্বাচন আগাম বন্ধ রাখলে তা আটকাবেই। তাই, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আইনত নির্বাচন শুরু হবেই। কবে তা সম্পূর্ণ হতে পারবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে আইনত নির্বাচন হবেই। নির্বাচন সুষ্ঠু হল, না হল না—সেটা ভিন্ন ব্যাপার। যিনি যেমন মনে করবেন তিনি তেমন বলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ শুধু আইনগত দিকটা দেখবেন অর্থাৎ দেখবেন যে, নির্বাচনটা আইনসিদ্ধ হল কি না। তাঁদের দায়িত্ব সেইখানেই শেষ। এবং এই বিচারে কেউ কোনও কেন্দ্রে শতকরা এক ভাগ ভোট পেয়েও নির্বাচিত হতে পারবেন।

*

নির্বাচন হবেই এই জিনিসটা যেদিন থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি বুঝেছেন সেইদিন থেকেই তারা গদি দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন। এর একটা দিক মারামারি খুনোখুনি—এলাকা দখলের বা এলাকায় পুনঃপ্রবেশের লড়াই। সবাই এখন সব এলাকায় প্রবেশাধিকার চাইছেন। ভয়, না হলে সেইসব এলাকার ভোট মিলবে না। তাই মারামারিও নিত্যই বাড়ছে। এমনিতেই খুনোখুনি চলছিল। এখন সেটা আরও বাড়ছে এবং বাড়বে নির্বাচনী তাগিদে। গদি চাই-ই। যাক না কিছু ছেলের প্রাণ!

আর একদিকে চলছে ভোট সংগ্রহের নানা কলাকৌশল। যদি এই ব্যাপারে রাজ্যের প্রধান প্রধান দলগুলির ভূমিকা বিচার করেন তাহলে দেখবেন, এঁরা ভোট পাওয়ার জন্য অর্থাৎ গদি দখলের জন্য কোথায় নামতে পারেন!

গতবারের নির্বাচনী ফলাফল অনুসারে প্রথমেই আসা যাক সর্ববৃহৎ দল সি পি এম প্রসঙ্গে। সি পি এম এবার প্রায় একা। তাঁদের বছর দুয়েকের ক্রিয়াকলাপের সুফলে বা কুফলে সি পি এমের এই অবস্থা। তাই, ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যানুভারিং, সি পি এমের সে সুযোগই তেমন নেই। প্রায় সবাই আজ তাঁদের বিরুদ্ধে। অধিকাংশ দলের কাছেই তাঁরা অচ্ছুৎ।

সি পি এম যে ইউ এল এফ গঠন করেছেন সে প্রসঙ্গে তেমন কিছু আলোচনা করার নেই। রাজ্যের আর কোনও বামপন্থী দল তাঁদের সঙ্গে আসতে রাজী হলেন না বা সাহস পেলেন না কেন, সে প্রশ্ন এখন আর তুলে লাভ নেই। তবে, সি পি এম নেতারা প্রায়ই নীতি আদর্শ এবং সাচ্চা বামপন্থার দোহাই দেন বলেই একটা প্রশ্নের জবাব জানতে ইচ্ছা করে—হঠাৎ বদরুদ্দোজা সাহেবের জন্য এই "জামাই-আদর" কেন? বদরুদ্দোজা সাহেব রাজন্যভাতা বিলোপের ব্যাপারে কার সঙ্গে ভোট দিয়েছিলেন? লোকসভায় তাঁর ভূমিকা কতটা প্রগতিশীল ছিল? তিনি কি এতদিন নব কংগ্রেসী এবং বাংলা কংগ্রেসীদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা করেননি? এই কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনিই কি ঘোষণা করেননি, অজয়বাবু শ্রদ্ধেয় জাতীয়তাবাদী নেতা সেই বদরুদ্দোজা সাহেবকে দলে টানার আসল তাগিদটা কী? মারকসবাদ? বৈপ্লবিক বামপন্থা? না মুসলমানের ভোটের লোভ? যে দলে মোজাফফর আমেদ, রসুল সাহেবের মত শ্রদ্ধেয় নেতারা রয়েছেন তাঁদের আজ বদরুদ্দোজা সাহেবকে এত প্রয়োজন হল কেন? মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য?

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বৃহত্তম দল নব কংগ্রেস প্রসঙ্গে। তাঁরা বলেন, আমরা মোটেই সাম্প্রদায়িক নই; জনসংঘী এবং আদি কংগ্রেসীরাই সাম্প্রদায়িক। তাহলে আপনারাই বা এতদিন বদরুদ্দোজা সাহেবকে এত তোসামোদ করেছেন কেন? বদরুদ্দোজা সাহেবের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক ভোট-লাভের জন্য?

নব কংগ্রেস অভিযোগ করেছেন, বাংলা কংগ্রেসীরা আদি কংগ্রেসীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছেন বলেই নব ও বাংলা কংগ্রেসে সমঝোতা হতে পারল না। ভাল কথা। কিন্তু তাহলে সি পি এমের বর্তমান পাঁচটা লোকসভা আসনের মধ্যে তিনটা এবং সি পি আই-এর পাঁচটার মধ্যে চারটায় আপনারা প্রার্থী দেননি কেন? কাকে এই আসনগুলি ছেড়ে দিয়েছেন? নব কংগ্রেস নেতারা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে পরাজিত করা তাঁদের একটা প্রধান লক্ষ্য। তাই যদি হবে তাহলে সি পি এম ১৯৬৯ সনের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যে ৮৩টি আসনে জিতেছিলেন তার প্রায় ৩০টিতে তাঁরা এবার প্রার্থী দেননি কেন? এই আসনগুলি কাকে ছেড়ে দিয়েছেন? বাংলা কংগ্রেসের ৩৩টি জেতা আসনের ১৮টিতে প্রার্থী দিতে তো আপনাদের অসুবিধা হয়নি?

বাংলা কংগ্রেস বলছেন, তাঁরা আদর্শের ভিত্তিতে লড়তে চান। এখনও কি আদর্শগত পরিস্থিতটা পরিষ্কার নয়? এখনও তাহলে তাঁরা একদিকে আট পার্টি এবং অন্য দিকে নব ও আদি কংগ্রেসের নানা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাচ্ছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রিত্বের লোভে?

সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লকের ভূমিকা আরও বিচিত্র। তাঁদের কাছে জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক। কিন্তু মুসলিম লীগ পূত-পবিত্র! ওই দলের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাতে পরম উৎসাহী। তাঁদের কাছে নাকি নব কংগ্রেস অচ্ছুৎ। তাহলে তাঁদের নেতারা গোপনে গোপনে চাদর-মুড়ি দিয়ে নানা পর্যায়ের নব কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন কেন? নব কংগ্রেস সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লককে এত আসনই বা ছেড়ে দিয়েছেন কেন?

আর বেচারা আদি কংগ্রেস? তাঁরা এখনও ঠিকই করে উঠতে পারলেন না কী করবেন—একাই ২৮০টা আসনে লড়বেন, না কারও সঙ্গে কোনও রফা করবেন!

রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট অব কালচার

দক্ষিণ শহরতলি আসা যাওয়ার পথের ধারে প্রকাণ্ড ছাইরং গোল বাড়িটা সর্বদাই নজরে আসে। সামনে, স্বামী বিবেকানন্দর মর্মর মূর্তিকে ঘিরে গোল পারক। ব্যস্ত নাগরিক যানবাহন ক্রমাগত পাক খাচ্ছে।

ওই গোলবাড়িটা বাইরে থেকেই বিস্ময় জাগায়। ভিতরে গেলে সে-বিস্ময় স্তরে স্তরে উন্নীত, স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত, হয়। প্রকাণ্ড কর্মকাণ্ডের জীবন্ত যজ্ঞশালা। শহরের সহস্র ব্যস্ততা, উন্মাদনা, অস্থৈর্য, কর্কশ কোলাহলের আড়ালে জ্ঞানচর্চার প্রশান্তি। বাজারের পাশে বিনম্র ফুলবাগান।

প্রতিষ্ঠানের নাম রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট অব কালচার। নামে বিদেশী, বস্তুত ইংরাজি ভাষার মতই আন্তর্জাতিক। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত আদর্শের মত যথার্থ দিশী। চমৎকার সমন্বয়।

আজ ২৯ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ ইনসটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠা দিবস।

প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু ১৯৩৮ সালে। পৃথিবীর বুকে বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা যখন প্রবলতর হচ্ছে প্রতিদিন। মহাযুদ্ধ আসন্ন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, 'সেবার সনাতন আদর্শই আমাদের আদর্শ।' সবার উপরে মানব নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্ছে মানব সেবা। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই প্রেম বা সেবা হল চক্ষুষ্মানের প্রেম এবং সেবা: অজানিত, অ-দৃষ্ট নয়—জ্ঞানযুক্ত। মানুষে মানুষে ভেদ টানে মূর্খে। যিনি জানেন, তিনিই জানেন, আত্মিক সূত্রে আমরা সবাই সহোদর সহোদরা। এই জ্ঞান বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভব করবে। শান্তি ও প্রগতির গালভরা রাজনৈতিক বুলি বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, উদ্দীপিত করে না। শান্তি, প্রগতি, সৌভ্রাত্র্য সবই পৃথিবীতে মিলবে জ্ঞানতপস্যার ফলশ্রুতি হিসাবে।

ইনসটিটিউটের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে তিনটি মৌল প্রেরণা। এক: পৃথিবী এবং মানব জাতি এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং প্রতিটি অংশ অবশিষ্টের সঙ্গে জড়িত। একের ভাগ্য অপরের ভবিষ্যতকে কমবেশি নিয়ন্ত্রিত করবেই।

দুই: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি পার্থিব অর্থে বিভিন্ন জাতিকে এত স্তরে দ্রুত নিয়ে আসছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, জ্ঞান ও চিন্তার বেলাও তেমনি একটি সংগঠিত কর্মসূচী গ্রহণ করে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

তিন: বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবাহিত ঐক্যের মূল সুরটিকে খুঁজে নিতে হবে। আর যে-যে জাতির যা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, তা থেকেও পাঠ নিতে হবে। এই হবে একাত্মতার সাধনা।

ইনসটিটিউট অব কালচার এই ধ্যান নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে এসে যে কেউ পাবেন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রীয় চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক ধ্যানধারনার সঙ্গে তার প্রকৃত এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার আভাস। জাতি হিসাবে আমরা কী পেয়েছি, কতটা রক্ষা করতে পেরেছি, কোন পথে যাচ্ছি, এই জ্ঞান অত্যাবশ্যক। তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানের সমগ্র শাখায় তুলনা-মূলকভাবে ভারতীয় সাধনা কোন পর্যায়ে তাও জানতে হবে। যেমন খুঁজে নিতে হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন কতটা টেঁকসই, সম্পদ বাড়বে কী উপায়ে।

ইনসটিটিউটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ কর্মসূচীতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। বিশ্ব প্রতিষ্ঠান ইউনেসকো এই কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন এবং ইনসটিটিউট সম্পর্কে বিদেশেও শ্রদ্ধা ও কৌতূহল ক্রমবর্ধমান।

প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে বক্তৃতা, আলোচনা সভা, ক্লাশ, সাহিত্য ও সংগীত-সভার মাধ্যমে। চারুশিল্পও সমাদৃত। শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ, গ্রন্থাগার। মূল গ্রন্থাগার মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ। ভাষা শিক্ষার ক্লাশে ছাত্রছাত্রীর নিয়মিত হাজিরা। ইনসটিটিউট ভবনের বিভিন্ন অংশে আলোচনা ও ক্লাশ ঘর। বিরাট বিবেকানন্দ হল, একসঙ্গে হাজার শ্রোতাকে আসন দেয়। দুটি ছোট বক্তৃতা ঘর। সুন্দর অতিথিশালা। ছাত্রাবাস। বিদেশী ছাত্র, গবেষকরা পাশাপাশি বাস করছেন আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে। বই থেকে শুধু নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেই বিশ্বকে এক নীড়ে ধরে রাখবার সাধনা অবিরাম চলেছে।

সুন্দরের মৃত্যু

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

ভি আই পি রোডের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে তদানীন্তন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এক বিরাট বন-মহোৎসবের মাধ্যমে নিজহস্তে কিছু বৃক্ষ রোপণ করেন এবং সভায় বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে এক মনোমুগ্ধকর ভাষণ দান করেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী এই রাস্তার দু পাশে এবং মধ্যস্থলে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ রোপণের কাজ চলতে থাকে। এই বৃক্ষরাজির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখা-শোনার জন্য বহু টাকা খরচ হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেষ্টপুর, খাল সংস্কারের সমস্ত মাটি উক্ত রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যে, সেখানকার প্রায় সমস্ত গাছই মাটি চাপা পড়ে যাচ্ছে। কর্মরত লোকেরা বলে যে, গাছগুলিকে বাঁচিয়ে মাটি ফেলবার কোন নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে এই গাছগুলিকে রক্ষা করা যেত এবং এখনও যেতে পারে। —নৃপেন পাল, যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীভূমি কল্যাণ সমিতি, কলকাতা-৪৮।

ছোটভাই

গত ১৮।১।৭১ তারিখে আপনার কাগজ মারফৎ পুরুলিয়া থেকে আমার ছোট ভাই অশোকের আর চারটি ছেলের সঙ্গে যাদবপুরের আদর্শ পল্লী অঞ্চলে মৃতদেহ পাওয়ার সংবাদ পেয়ে পাগলের মত কলকাতায় চলে আসি। আমার ছোট ভাই যে অঞ্চলে আজ পনের বৎসর ধরে বড় হয়ে উঠেছে সেখানে পড়ে থাকল তার মৃতদেহ। কি নির্মম এ ঘটনা! আমার ভাইয়ের বয়স ২০ বৎসর। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের সে বি-কমের ছাত্র ছিল। হয়ত সে উগ্রপন্থী ছিল। কিন্তু সে ছিল আদর্শবাদী, স্বার্থ-চেতনার ঊর্ধ্বে। নানা সমস্যায় ভরা বাংলা দেশের একটি তরুণ। যারা তার বন্ধুদের সঙ্গে তাকে নির্মমভাবে গলায় ছুরি চালিয়ে মেরেছে তাদের সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করি এ হত্যা কি জনগণের স্বার্থেই হয়েছে? তার সংগীদের সঙ্গে তাকে পাশবিকভাবে না হত্যা করে পুলিশের হাতে তুলে দিলে কি জনস্বার্থ বজায় থাকত না? আজ তার এই অমানুষিক হত্যায় আমার ৭০ বৎসর বয়স্ক বাবার কি অবস্থা তা আমরাই জানি। আমি কোন উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া নই। এক অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত কলেজ শিক্ষক। বড় বড় বামপন্থী দলের নেতারা কাগজে বিবৃতি দেন যে, ব্যক্তি মানুষকে মারা সমাজ-বিপ্লবের পথ নয়। তবে আমার ছোট ভাইকে কেন মরতে হল? কেন আজ মরতে হচ্ছে বাংলা দেশের অগণিত তরুণকে? নেতাদের কথায় কাজে কবে সংগতি হবে?

আজ আমার ছোট ভাই অশোক আর নেই। কিন্তু ঘরে ঘরে অশোকেরা আছে। তাদের বাঁচান, নিজের ছোট-ভাইয়ের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আজ এ সত্য আরো তীব্রভাবে অনুভব করছি প্রতিটি প্রাণ কত মূল্যবান। ভালবাসার কি গভীর ছোঁয়াচ প্রতিটি প্রাণকে ঘিরে আছে। —দীপক রক্ষিত, কলকাতা-৩১।

স্বাগত পুরস্কার

কাগজে দেখলাম, বাংলা দেশের একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান একটি নতুন সাহিত্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতের বাইরে যে-সব লেখক বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই কারুকে নির্বাচন করে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। খুবই সুসংবাদ। ভারতের বাইরের লেখক বলতে এখানে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার লেখকদের কথাই বেশী মনে পড়ে। পূর্ব বাংলার লেখকরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখছেন, তা আমাদেরও প্রেরণা দেয়। সৃজন মূলক সাহিত্য ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় গবেষণার কাজেও ওঁরা উৎসাহী। পূর্ব বাংলার লেখকদের পুরস্কার দিয়ে আমাদের সমর্মিতা জানানো উচিত। —সঞ্জীব চৌধুরী, দমদম।

একবার বিদায় দে মা

২৩।১।৭১ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আকাশবাণীর বিবিধ ভারতীতে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে আমাদের ছেলেবেলার কোনো অখ্যাতনামা লোকগীতিকারের রচিত ও সুরা-রোপিত 'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি' গানটি মন দিয়ে শুনেছিলাম। ভালো লাগছিল। ৪০।৪৫ বছর আগে কলকাতার রাস্তাঘাটে সবাই এ গান গাইতো। আমহার্স্ট স্ট্রীটে সেণ্ট পলস কলেজের সামনে বসে এক অন্ধ মুসলমান ভিখারীর এটা ছিল নিত্যকার গান। শ্রীমতী লতার গানের কথায় যৎসামান্য অদল বদল লক্ষ্য করলাম, কিন্তু হুবহু পুরনো সেই সুর। কিন্তু গানের শেষে রচয়িতা শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার শ্রীঅপরেশ লাহিড়ীর নাম ঘোষিত হওয়ায় স্তম্ভিত হলাম। আমার কাছে এটা নির্ভেজাল পুকুর-চুরি বলে মনে হলো। পরে মনে হলো গৌরীপ্রসন্ন ও অপরেশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই কোনো তরুণ ঘোষক আন্দাজে একথা বললেন।

গৌরীপ্রসন্নবাবু ও অপরেশবাবু এ বিষয়ে ভ্রম সংশোধন না করলে শ্রোতারা তাঁদের সম্বন্ধে কতরকম কিছু ভাবতে পারেন। সেটা বাঞ্ছনীয় হবে না মোটেই। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-১৯।

ভাঙ্গা বাঁধ নোনা জল

আমরা কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম ফ্রেজারগঞ্জ বেড়াতে।

সমুদ্রোপকূলে একটি বিরাট বাউনডারী বা বাঁধ। সমুদ্রের আগ্রাসী লোনা জল থেকে সেই বাঁধ অনেক কাল ধরে হাজার হাজার বিঘে ধানের জমিকে রক্ষা করে আসছে। ওই বাঁধের পূর্ব পশ্চিমে কিন্তু দুইটি জায়গা খানিকটা করে খোলা। গত শ্রাবণ ভাদ্রের কোটালে দুর্বল ওই অংশ দুইটি দিয়ে সামুদ্রিক প্লাবন ঢুকেছিল। তারপর থেকে প্রত্যহ জোয়ারে লোনা জল হুড় হুড় করে ঢুকছে। ধানের জমি এখন লবণাক্ত ময়দান। লবণাক্ত অশ্রু আমরা ওই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত দীন-দুঃখী মানুষদের চোখেও দেখেছি।

ওই বড় বাঁধের পাদদেশে ছোট্ট একটি দুই ফুট উচ্চতার বিকল্প বাঁধ তৈরী করা হচ্ছে। বড় বাঁধের গা থেকে ইটের বড় বড় ব্লকগুলি খুলে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের কিন্তু মনে হল যে, বড় বাঁধের ওই পূর্ব-পশ্চিমের খোলা জায়গা দুটি ভরাট করে দিলে সব বাঁধটাই রক্ষা পাবে। চাষীরা, গরীবরা বাঁচবে। ধান, জমি বাঁচবে। —তপন মুখোপাধ্যায় এবং আরও ২০ জন।

এবারও নকল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতায় কয়েকটি নকল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

১৫ ফেবরুয়ারি থেকে এই সব নকল ভোট কেন্দ্রে যথারীতি ভোট গ্রহণ, জাল ভোট, চ্যালেনজ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঝগড়া সব কিছুরই মহড়া চলবে। উদ্দেশ্য, ভোটের কর্মীদের অন্যান্যবারের মত বক্তৃতায় শিক্ষা না দিয়ে হাতেকলমে শিখিয়ে দেওয়া।

বিজয় ব্যানারজি নির্বাচনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ঢুকতে চান না

স্টাফ রিপোরটার

বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রীবিজয়কুমার ব্যানারজি আসন্ন নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কোন দল প্রার্থী দিলে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে চান না। কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে আবারও তিনি প্রার্থী হবেন কিনা এই প্রশ্ন বিবেচনার ভার জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে চান। বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, এটা তাঁর ঠিক পছন্দ নয়। গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরূপে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।

পুলিশ পদক লাভের সম্মান

সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী, শ্রীসত্যব্রত বসু, শ্রী ডি এস রাওয়াত এবং শ্রী এম ধনাধিয়াল এবং ত্রিপুরার শ্রী জি আর শর্মা প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পুলিশ পদক লাভ করেছেন বলে কলকাতায় সংবাদ এসেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাবসিডিয়ারি ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর সঙ্গে যুক্ত ইনসপেকটর অব পুলিশ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটারজি এ বছর পুলিশ পদক পেয়েছেন।

নির্বাচনী রণক্ষেত্রে—কে কোথায়

মাদরাজের খবর : আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী কে কামরাজ, তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির (আদি) সভাপতি শ্রী পি কাকন এবং রাজ্য কমিটির তিনজন সম্পাদকের দুজন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

শ্রীকামরাজ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে নাগেরকয়েল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বাতিল লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি এবারেও ওই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন শ্রী এম সি বালান (ডি এম কে) এবং শ্রী পি স্যামুয়েল (মারকসবাদী)।

* * *

মারকসবাদী নেতা শ্রী এ কে গোপালন পালঘাট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বৃহস্পতিবার তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

* * *

ভূতপূর্ব বিধানসভা অধ্যক্ষ শ্রী ডি দামোদরন পট্টি ত্রিবান্দ্রম থেকে পি এস পি প্রার্থিরূপে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। শ্রীপট্টির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন। এ খবর ত্রিবান্দ্রমের।

* * *

কেরল বিধানসভার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীআলেকজানডার পরম্বিথারা এরনাকুলম থেকে লোকসভার আসনে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন।

* * *

শ্রীবিশ্বনাথন মেনন (সি পি আই—এম) এরনাকুলম থেকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখানে নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রী আর হেনরি অসটিন দাঁড়াতে পারেন।

কেরলে লোকসভা আসনের সংখ্যা হল ১৯। কংগ্রেস এবং শাসক গোষ্ঠী যুক্ত ফ্রনট দলের (সি পি আই, পি এস পি, লীগ ও আর এস পি) মধ্যে আসন বণ্টনের ব্যাপারে যে সমঝোতা হয়, তদনুসারে নব কংগ্রেসকে ৭টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

* * *

ধরাঙ্গধরার মহারাজা এবং বাতিল লোকসভার সদস্য শ্রীমেঘরাজজী নির্দল প্রার্থী হিসাবে সুরেন্দ্রনগর নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। খবরটি আমেদাবাদের।

শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত

উত্তর প্রদেশ থেকে লোকসভা নির্বাচনে উঃ প্রদেশ আদি কংগ্রেসের ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তও আছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুপ্ত এই প্রথম লোকসভায় দাঁড়াচ্ছেন। নৈনিতাল থেকে তিনি দাঁড়াবেন। এণ কেন্দ্রে নব কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থকে।

উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে বাতিল লোকসভায় নব কংগ্রেস সংসদ দলের সম্পাদক আর কে সিং-এর বিরুদ্ধে লড়বেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার ঝাঁসি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

রামসুভগ সিং, তারকেশ্বরী সিংহ

বিহার থেকে লোকসভার জন্য আদি কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ডঃ রামসুভগ সিং ও শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ যথাক্রমে বক্সার ও বাঢ় কেন্দ্রে দাঁড়াবেন।

অধ্যাপক এন জি রঙ্গ

অন্ধ্র প্রদেশ থেকে লোকসভার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে অধ্যাপক এন জি রঙ্গ শ্রীকাকুলম থেকে দাঁড়াবেন।

রাজস্থানে রাজমাতা গায়ত্রী দেবী জয়পুরে লোকসভা কেন্দ্রে এবং কে কে বিড়লা ঝুনঝুনুতে দাঁড়াবেন।

বোমবাই থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির প্রেসিডেনট শ্রী আই এস জহর বলেছেন, ছায়াচিত্র শিল্পের নানা সমস্যার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে হবে। সে জন্যই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রী এ বি বাজপেয়ী এবং শ্রীফারনানডেস যে সকল কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন, তার সব কয়টির জন্যই আমি মনোনয়নপত্র পেশ করব।

* * *

বোমবাইয়ের খবর : ভূতপূর্ব ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা নির্দল প্রার্থী হিসাবে উত্তরপূর্ব বোমবাই থেকে সংসদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বুধবার ঘোষণা করেন। আদি কংগ্রেস স্বতন্ত্র পারটি এবং শিবসেনার শীর্ষস্থানীয় নেতারা তাঁকে আন্তরিকভাবে সমর্থনের 'দৃঢ় আশ্বাস' দিয়েছে বলে শ্রীকারিয়াপ্পা বলেন।

ফারনানডেজ বনাম পালকিওয়ালা

বোমবাই, ২৮ জানুয়ারি—এস এস পি নেতা শ্রীজরজ ফারনানডেজ আজ বোমবাই প্রদেশ আদি কংগ্রেসকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী এন এ পালকিওয়ালাকে তাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দক্ষিণ বোমবাই কেন্দ্রে দাঁড় করালে ফল খুব খারাপ হবে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্রী এস কে পাতিল। —ইউ এন আই

যোশীকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে ভারতের তীব্র প্রতিবাদ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি — রাওয়ালপিনডিতে ভারতীয় হাইকমিশনের ফারসট সেকরেটারি শ্রী বি এল যোশীকে বিনা কারণে বহিষ্কার করার জন্য ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আজ এখানে পাক হাইকমিশনে ওই প্রতিবাদপত্রটি দেওয়া হয়। ভারতের বক্তব্য : শ্রীযোশীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সর্বৈব ভিত্তিহীন। এখানকার পাক হাইকমিশনের ফারসট সেকরেটারিকে বহিষ্কার করায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বহিষ্কৃত ফারসট সেকরেটারির বিরুদ্ধে প্রকৃতই তথ্য প্রমাণ রয়েছে। কাশ্মীরে গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

বহিষ্কৃত পাক ফারসট সেকরেটারি গতকাল হুসেনিওয়ালায় ভারত-পাক সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছেন। শ্রীযোশী আজ মাঝরাতের পর ভারতে এসে পৌঁছবেন।

শ্রীযোশী ভারতে ফিরে এলেন

ফিরোজপুর, ২৮ জানুয়ারি—গতকাল রাত্রে পাকিস্তানস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব শ্রী বি এল যোশী তাঁর পরিবারবর্গসহ হুসেনওয়ালা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন।

পাক সরকার শ্রীযোশীকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

শ্রীযোশীকে বিদায় জ্ঞাপনের জন্য ইসলামবাদস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের কয়েকজন কর্মী হুসেনওয়ালা সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলেন।

শ্রীযোশী সাংবাদিকদের বলেন যে, পাক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জম্মু ও কাশ্মীরের "অল ফাতা"র সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারত সরকার নয়াদিল্লিস্থ পাক হাই কমিশনের প্রথম সচিব শ্রীজাফর ইকবাল রাঠোরকে ভারত থেকে বহিষ্কার করায় তারই প্রতিশোধ হিসাবে তাঁকেও পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে বলে শ্রীযোশী মন্তব্য করেন। —পি টি আই

কেরলে সি পি এম ফ্রনট ভেঙ্গে গেল

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

এম-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের কোনও কথা না জানিয়েই সি পি এম সংসদের আসন্ন মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে ঘোষণা করেছে।

ভারতীয় সোস্যালিসট পারটি সেপটেমবর মাসের নির্বাচনে সি পি এম পরিচালিত ফ্রনটের সঙ্গে জোট বেঁধে ছিল।

ভারতীয় সোস্যালিসট পারটি এখন নতুন ফ্রনটের সদস্য হন।

কেরল বিধানসভায় এই নতুন ফ্রনটের ১৪টি আসন আছে। এস এস পি—৭, কে টি পি—২, কে এস পি—২ এবং আই এস পি—৩।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

তির্যক

ও সাতের নামতা

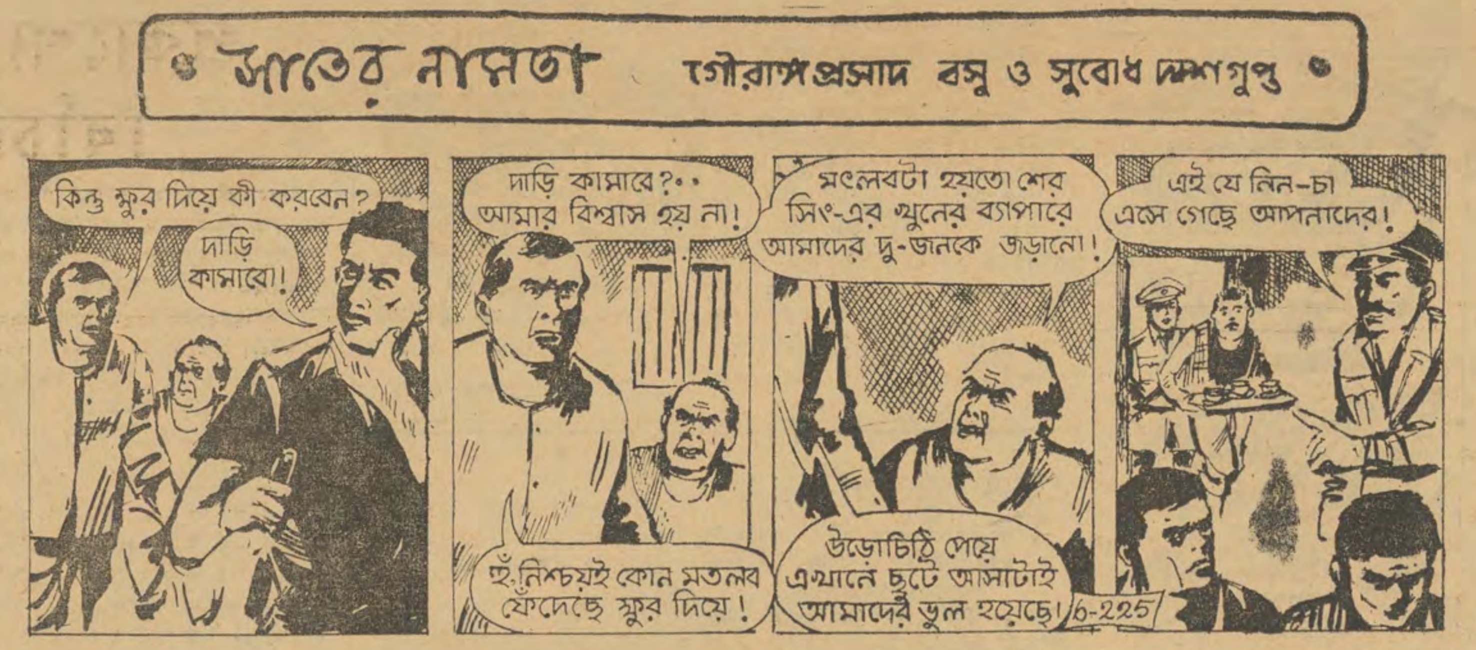

ভূমি সেনা

বাংগালোর, ২৮ জানুয়ারি—বেকার সমস্যা মোকাবিলার জন্য মহীশূর মন্ত্রিসভা গতকাল রাজ্য ভূমি সেনা গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। প্রথমে প্রতি জেলায় কুড়ি হাজার করে লোক সংগ্রহ করা হবে। এই সেনাদের মাধ্যমে সেচ, ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক বাহিনীর ধাচে এই সেনা গড়া হবে। —ইউ এন আই

করাচিতে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা : সমস্ত স্কুল বন্ধ

করাচি ২৮ জানুয়ারি—করাচিতে গতকাল ভাষা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যায়। কর্তৃপক্ষ আজ সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন।

সিন্ধু প্রদেশ স্কুল বোরড অ-সিন্ধু ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও সিন্ধু ভাষার পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করায় এই দাঙ্গার সূত্রপাত। উর্দু ভাষাভাষীরা এতে ক্ষুব্ধ। উল্লেখ্য, উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।

গতকাল বিক্ষুব্ধ যুব ও ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সারাদিন সংঘর্ষ চলে। বিক্ষুব্ধরা তিনটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। দোকানপাট লুঠ করে। ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে, বেটন চালায়।

করাচির ম্যাজিসট্রেট গতকালই স্কুল বন্ধ করার আদেশ জারী করেন। —রয়টার

নির্বাচনী ইস্তাহার

স্বতন্ত্র দল সংবিধানের মর্যাদা রাখতে চায়

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—আজ এখানে প্রকাশিত স্বতন্ত্র দলের ইসতেহারে ঘোষণা করা হয় যে, আদি কংগ্রেস এ আই সি সির ২৮ জুনের প্রস্তাবের 'রূপরেখা অনুযায়ী 'সর্বসম্মত কর্মসূচীর' ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দল আসন্ন নির্বাচনে লড়বে। এই কর্মসূচীটি বিকল্প সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচী হওয়া উচিত।

এই কর্মসূচীর ভিতরে থেকে স্বতন্ত্র দল সাতটি বিষয়ে জোর দিয়েছে এবং তাঁদের বিবেচনায় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই সাত দফা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সাত দফা হল : সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য আয়ত্তে রাখা, কৃষি, উৎপাদন ও সংখ্যালঘু প্রসঙ্গ।

স্বতন্ত্র দল মনে করে, নব কংগ্রেস সংবিধান ধ্বংস করছে। নব কংগ্রেস কম্যুনিসটদের সাহায্য চাইছে। এই কম্যুনিসটদের আনুগত্য দেশের বাইরে। নব কংগ্রেস আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। নব কংগ্রেস ব্যর্থ অর্থনীতি অনুসরণ করছে। —পি টি আই

টি এন সিংকে পদত্যাগ করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

একটি আশংকা। প্রসঙ্গত শ্রী মিশ্র বলেন যে, উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় এস ভি ডি-র স্পষ্ট গরিষ্ঠতা আছে। কাজেই নতুন নেতা বেছে নেওয়া কঠিন হবে না কিন্তু তাঁদের আশংকা নতুন নেতাকে সরকার গঠন করতে ডাকা নাও হতে পারে। কোথাও কোন 'ফাঁদ' বা 'নোংরা খেলা' থাকতে পারে। তাই তাঁরা সর্বদিক ভেবে চিন্তে এগোতে চান।

চরণ সিং - টি এন সিং সাক্ষাৎকার। লখনউ থেকে ইউ এন আই ও পি টি আই-এর খবর : উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় সরকার সমর্থক বেশ কয়েকজন সদস্য শ্রী টি এন সিং-এর অনুকূলে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা চান যে, তাঁদের যেকোন একজনের শূন্য আসনের জন্য যে উপনির্বাচন হবে তাতে জয়ী হয়ে শ্রীসিং বিধানসভায় আসুন।

প্রকাশ, আজ দিল্লিতে এস ভি ডি-র কেন্দ্রীয় নেতাদের বৈঠকে মোটামুটি ঠিক হয়েছে যে, শ্রী টি এন সিং পদত্যাগ করলে শ্রীচরণ সিংকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হবে। কিন্তু রাজ্যস্তরে সংশ্লিষ্ট দলগুলির সাধারণ কর্মীরা এটা চাইবেন কিনা সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে। আগামীকাল রাজ্যস্তরে পাঁচ দলের নেতারা লখনউয়ে মিলিত হবেন এবং পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবেন।

এদিকে আজ রাতে লখনউয়ে শ্রীচরণ সিং শ্রী টি এন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের মধ্যে কুড়ি মিনিট আলোচনা হয়। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ মেলেনি।

স্বতন্ত্র লোকসভার ৭৫টি আসনে প্রার্থী দেবে

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—স্বতন্ত্র পারটি আজ ঘোষণা করেছে যে, লোকসভায় ৭৫টি আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দলের চেয়ারম্যান শ্রীমাসানি এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর দলের ৪০ জনের এক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন।

স্বতন্ত্র নেতা শ্রী এন জি রঙ্গ অন্ধ্র প্রদেশ থেকে লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি বাতিল লোকসভায় স্বতন্ত্র দলের নেতা ছিলেন।

স্বতন্ত্র পারটির টিকিটে রাজ পরিবার থেকে অন্তত ছ'জন—২ জন রাজমাতা, ২ জন মহারাজা ১ জন রাজা এবং ১ জন রাজকুমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। —পি টি আই

আসন সমঝোতা নিয়ে দিল্লিতে প্রতাপ চন্দ্রের আলোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—পশ্চিম বাংলার আদি কংগ্রেস প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র আজ আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে দেখা করেছেন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার আসনে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে কী কী কথাবার্তা হয়েছে—ডঃ চন্দ্র আদি কংগ্রেস সভাপতিকে তা জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা ডঃ চন্দ্রকে আসন সমঝোতার ব্যাপারে ওই সব দলের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং ওই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দলের প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত করার কথাও বলেছেন।

ডঃ চন্দ্র আসন সমঝোতার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার পি এস পি, এস এস পি ও জনসঙ্ঘের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

আগামীকাল সন্ধ্যায় ডঃ চন্দ্র কলকাতায় ফিরছেন। তিনি আসন সমঝোতার প্রশ্নটি নিয়ে ওই সব দলের সঙ্গে আবারও কথা বলবেন এবং এই মাসের শেষ দিকে দলের প্রার্থী-তালিকা চূড়ান্ত করবেন। দলের প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩১ জানুয়ারি। জানা গিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় আদি কংগ্রেস ২৮টি লোকসভার আসনে ও ২০০টি বিধানসভার আসনে প্রার্থী দিতে পারে।

ডঃ চন্দ্র আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াবেন

গত লোকসভায় আদি কংগ্রেসের চারজন সদস্য—সর্বশ্রী যুগল মণ্ডল, বীরেন কাঠম, অধ্যাপক বিমলকান্তি ঘোষ ও যতীন প্রামাণিক লোকসভার আসনে পুনরায় দলের মনোনয়ন পেয়েছেন।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র দাঁড়াবেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে। অন্যান্য যাঁরা লোকসভা আসনে মনোনয়ন পাচ্ছেন তাঁরা হলেন : সর্বশ্রী এস এম ফজলুর রহমান—কৃষ্ণনগর, জগন্নাথ পানডে—বারাকপুর, অধ্যাপক প্রভাত কাঁথি, ডাঃ বলাই পাল—কলকাতার পালিত—হুগলি, অভা মাইতি—কোন একটি কেন্দ্র, টি এ নুরন্নবি—জঙ্গীপুর, আজিমুদ্দিন সরকার—মালদহ, সুবোধ মাইতি—তমলুক ও ভক্তচন্দ্র রাই—কাটোয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ অফিসে বোমা, জখম ২

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের অফিস লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি বোমা ছোঁড়া হয়। বিস্ফোরিত বোমার টুকরার আঘাতে ছাত্র সংসদের একজন সদস্য ও এক তরুণী সামান্য আহত হন। ওই তরুণী তার মায়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির জন্য ছাত্র সংসদ অফিসে খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন। সংসদ অফিসের একটি জানলাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ফেডারেশনের (ডান) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, এক দল দুষ্কৃতকারী 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হয়ে প্রথমে ছাত্র সংসদের অফিসে কয়েকটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সমিতি আয়োজিত প্রদর্শনীর দিকেও আর একটি বোমা ছুঁড়ে তারা পালিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ এই ঘটনার নিন্দা করে এই ধরণের হামলার মোকাবিলার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনের দেওয়ালে সদ্য লেখা সি পি এম-এর একটি দেওয়াল লিখন ও একটি কারটুনকে বিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। প্রকাশ, আগের দিন রাতেই কেউ নাকি ওই দেওয়াল লিখন ও কারটুনের উপর আলকাতরা বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'সি পি এম-এর গলা কাটা চলছে চলবে' এই কথা কটিও লিখে দিয়ে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি পি এস এফ (বাম)-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, ছাত্র ফেডারেশন (ডান)-এর কর্মীরা কিছু অসামাজিক ব্যক্তির সহযোগিতায় বি পি এস এফ কর্মীদের উপর বোমা ছোঁড়ে ও বি পি এস এফ-এর দেওয়াল পোসটার নষ্ট করে। বিবৃতিতে এই কাজের নিন্দা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ছাত্র ফেডারেশনের (ডান) বিবৃতিতে দেওয়াল লিখন নষ্ট করার সঙ্গে তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ জোরের সঙ্গে অস্বীকার করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কাছে 'বাঙালী দল'-এর স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপতির কাছে বাঙালী দল ২৩ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন ৩০ জানুয়ারির মধ্যে দাবিগুলি মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

দাবির মধ্যে বাঙালী তরুণদের জন্য বৃত্তি সংরক্ষণ, কলকাতা বন্দরের আয়ের অর্ধেক বন্দর উন্নয়নে ব্যয়, বাঙালী উদ্বাস্তুদের মতো সুযোগদান, বাঙালী রেজিমেনট গঠন প্রভৃতি আছে। দলের সভাপতি শ্রীসুধাংশু বকসি স্মারকলিপিটি পাঠিয়েছেন।

নির্বাচনী সমাচার

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—আসন্ন নির্বাচনে এখন ভোট গণনার দিন পর্যন্ত ডাকযোগে প্রেরিত ভোটপত্র গ্রহণ করা হবে।

আগে ভোট গ্রহণের তারিখের পর ডাকযোগে পাওয়া ভোটপত্রকে অগ্রাহ্য করা হত।

সংশোধিত এই বিধিটি বিশেষ করে সেনাবাহিনীর লোকদের জন্যই করা হয়েছে।

এই পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ যাঁরা পাবেন তাঁরা হচ্ছেন : সেনাবাহিনীর কর্মচারী। বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় বৈদেশিক বিভাগের কর্মচারীরা এবং যাঁরা নির্বাচনের কাজে কর্তব্যরত।

কচ্ছ রাজপুর সভার আপত্তি

ভুজের খবর : আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নব কংগ্রেসকে প্রদত্ত প্রতীক 'সবৎসাগাভী' সম্পর্কে কচ্ছ রাজপুর সভা আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন এই প্রতীকটির মধ্যে ধর্মীয় চিহ্ন থাকায় কচ্ছের জনগণের কাছে তা তাঁদের ধর্মীয় নীতির বিরোধী।

সভা এক তারবার্তায় তাঁদের এই আপত্তির কথা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন।

তামিলনাড়ু নব কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকপদ ত্যাগ

আসন সমঝোতার ব্যাপারে ডি এম কে-র সঙ্গে আলোচনায় তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির (নব) সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ না করায় নব কংগ্রেস নেতা শ্রী কে টি কোশলরাম প্রতিবাদে রাজ্য কমিটির সম্পাদকপদ ত্যাগ করেছেন। তবে তিনি এ কথাও জানান যে, শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাঁর পুরাপুরি আনুগত্য রয়েছে এবং সে জন্য তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করবেন না।

অকালী দলে ভাঙ্গন

চণ্ডিগড়ের খবর : লোকসভা নির্বাচনে নব কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার প্রশ্নে অকালী নেতারা দু' দলে বিভক্ত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

পারটির পারলামেনটারী বোরডের চেয়ারম্যান শ্রীগুরনাম সিং নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম নির্বাচনী সমঝোতার কথা বৃহস্পতিবার উড়িয়ে দিলেও শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি সন্ত চন্নন সিং কিন্তু বলেছেন যে, পারলামেনটারি বোরড শুক্রবার এখানে মিলিত হয়ে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অথচ পারলামেনটারি বোরড কিন্তু ফিরোজপুর, ভাতিনদা, সংরুর, পাতিয়ালা এবং রোপার নির্বাচনকেন্দ্রগুলির প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন।

'বাইসাইকেল'

অবাধ প্রতীক হিসাবে 'বাইসাইকেল' সমস্ত রাজ্যের জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে, বাদ শুধু নাগাভূমি। —পি টি আই ও ইউ এন আই

তানজানিয়া সরকারের মতে

ডঃ ওবোটে এখনও উগানডার প্রেসিডেনট

দার-এস-সালাম, ২৮ জানুয়ারি—তানজানিয়া-সরকার আজ রাতে এখানে জানিয়েছেন তাঁরা ডঃ মিলটন ওবোটেকেই এখনও উগানডার প্রেসিডেনট বলে মনে করেন। সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উগানডার প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সরকারকে উৎখাত করার নামে যে কর্তৃপক্ষ তার স্বদেশবাসীকে হত্যা করেছে—তাকে আমরা (তানজানিয়া-সরকার) স্বীকার করি না।

ডঃ ওবোটের মন্ত্রিসভার সদস্যরা বরখাস্ত

কামপালার খবর : জেনারেল আমিন আজ তাঁর অফিসের বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার সামনে অপসারিত প্রেসিডেনট ডঃ ওবোটের মন্ত্রিসভার একজন বাদে আর সকল মন্ত্রীকে হাজির করিয়ে তাঁদের বরখাস্ত করেন। জনতা জেনারেল আমিনের এই কাজ হর্ষধ্বনিসহকারে অনুমোদন করেন। এর আগে জেনারেল আমিন সদ্যমুক্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ৫০ হাজার লোকের এক জনতা মুক্ত বন্দীদের অভ্যর্থনা জানায়। —রয়টার, ইউ পি আই

মেদিনীপুরে একজন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর, ২৮ জানুয়ারি—গতকাল এখানে শ্রীহরিদাস মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি খুন হন। অভিযোগ, তাহেরপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। সাইকেলে করে বাড়ি থেকে তিনি যাচ্ছিলেন, কয়েকজন লোক ধারালো অস্ত্রাদি নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রীমণ্ডল গত বৎসরও আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর কাছে রিভলবার থাকতো। এদিনও ছিল। কিন্তু তিনি রিভলবার ব্যবহার করতে পারেননি। পুলিশী তদন্ত চলছে।

আট পারটি-বাংলা কংগ্রেস সমঝোতার সম্ভাবনা নেই —সুশীল ধাড়া

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া বৃহস্পতিবার রাত্রে জানান, আট পারটি জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতার কোন সম্ভাবনাই নেই। ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ হরিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে বাংলা কংগ্রেস আগের সিদ্ধান্তে অবিচল রয়েছে। কোনক্রমেই আর ওই সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

৩০ জানুয়ারি বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে দলের নির্বাচনী কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হবে বলে শ্রী ধাড়া জানান।

লিলুয়ায় রেল অফিসার ২৪ ঘণ্টা ঘেরাও

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ারকশপের ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ার শ্রী এস ভাল বুধবার বেলা একটা থেকে বৃহস্পতিবার বেলা একটা—২৪ ঘণ্টা তাঁর অফিসে 'ঘেরাও' থাকেন। ওয়ারকশপের ট্রেডড অ্যাপরেনটিসরা তাঁকে 'ঘেরাও' করেন। রেলের চাকুরিতে বহাল করার দাবিতেই ওই ঘেরাও।

বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের একজন মুখপাত্র জানান যে, 'ট্রেড অ্যাপরেনটিস'-দের ওয়ারকশপে কাজ শেখবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাজ শেখা হয়ে গেলে তাঁদের রেলে চাকুরি দেবার কোন সর্তই নেই। সুতরাং ট্রেড অ্যাপরেনটিসদের এখনই চাকুরি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এদিন অল ইনডিয়া ট্রেড অ্যান্ড একস ট্রেড অ্যাপরেনটিস এসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার বসু এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, লিলুয়া ওয়ারকশপের অ্যাপরেনটিসরা দীর্ঘদিন পর ট্রেনিং শেষে স্থায়ী চাকুরির জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। গত ২৭ জানুয়ারি ওইসব অ্যাপরেনটিস ডেপুটি চীফ মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারের দফতরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাঁদের উপর লাঠি চারজ করে। এছাড়া পুলিশ শ্রীস্বপন পাইনসহ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে। বিনা সর্তে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য শ্রীবসু দাবি জানান।

লোকসভার ৪৭০ আসন সম্পর্কে মহাজোট একমত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—ইন্দিরা-বিরোধী চার-দলের নেতারা আজ রাত্রে লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের মধ্যে টিকিটের বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৈঠকের পর আদি কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস ডি মিশ্র সাংবাদিকদের জানান যে, ৪৭০টি আসনের প্রার্থী সম্পর্কে তাঁরা একমত হয়েছেন। বাকি আসনগুলি সম্পর্কে মতপার্থক্য কমে এসেছে বলেও তিনি জানান।

শ্রী মিশ্র বলেন যে, আদি কংগ্রেস ২০০, জনসংঘ ১৫০ এবং স্বতন্ত্র ও এস এস পি ৮৫টি করে আসনে প্রার্থী দেবেন।

আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার পাকাপাকি স্থির

আদি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পারলামেনটারি বোরড আজ সকালে এখানে এক বৈঠকে তাঁদের দলের নির্বাচনী ইসতাহার পাকাপাকিভাবে স্থির করেন। আগামীকাল এই ইসতাহার সংবাদপত্রে দেওয়া হবে।

বৈঠকের পর দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সাদিক আলি সাংবাদিকদের বলেন, পশ্চিমবাংলায় লোকসভা ও বিধানসভার প্রার্থীদের নাম চূড়ান্তভাবে স্থির করার ক্ষমতা দলের পশ্চিমবাংলা শাখার সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের হাতে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী কমিশন প্রতীক পালটাতে রাজি নন

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—আদি ও নব—এই দুই কংগ্রেসের জন্য যে প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে, নির্বাচনী কমিশন তার কোন পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত আজ নিয়েছেন।

নব কংগ্রেস 'সবৎসা গাভী' প্রতীক নিয়ে এবং আদি কংগ্রেস 'মহিলা চরকা কাটছেন' প্রতীক নিয়ে মারচের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এই প্রতীক বরাদ্দের পর দু তরফই নিজের নিজের প্রতীকের কিছু পরিবর্তন করার প্রস্তাব করে কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলগুলির জন্য সংরক্ষিত প্রতীক তালিকা আজ প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য প্রতীক বরাদ্দের উদ্দেশ্যে কমিশন বেশ কয়েকটি অবাধ প্রতীকও নির্দিষ্ট করেছেন।

জাতীয় দলগুলির জন্য অনুমোদিত প্রতীক তালিকা হল :

আদি কংগ্রেস (শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন)—একজন মহিলা চরকা কাটছেন; নব কংগ্রেস (শ্রীজগজীবন রামের নেতৃত্বাধীন)—সবৎসা গাভী; স্বতন্ত্র পারটি—তারা; ভারতীয় জনসংঘ—প্রদীপ; সি পি আই—ধানের শীষ ও কাস্তে; সি পি এম—কাস্তে, হাতুড়ি ও তারা; সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল—গাছ; প্রজা সমাজতন্ত্রী দল—কুঁড়েঘর।

আদি ও নব—এই দুই কংগ্রেস ছাড়া বাকি ছয়টি জাতীয় দল তাদের পুরনো প্রতীকই পেয়েছেন।

রাজ্য স্তরের ২২টি দলের জন্যও প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দলগুলির মধ্যে আছে ভারতীয় ক্রান্তি দল, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগম, অকালি দল ও মুসলিম লীগ।

পশ্চিম বাংলায় সর্বাধিক অবাধ প্রতীক (২৩) দেওয়া হবে; তারপর উত্তরপ্রদেশকে (২১)।

আসামের সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের জন্য প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে 'ফুল'; বিহারের জনতা পারটির জন্য 'ঘোড়া'; হরিয়ানার বিশাল হরিয়ানার জন্য 'উদীয়মান সূর্য'; জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের জন্য 'লাঙল' এবং কেরলের মুসলিম লীগ, কেরল কংগ্রেস ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের জন্য যথাক্রমে 'মই', 'ঘোড়া' এবং 'কোদাল ও বেলচা'।

এ ছাড়াও ওড়িশার জন কংগ্রেস এবং পানজাবের শিরোমণি অকালি দলকে দেওয়া হয়েছে 'দাঁড়িপাল্লা'। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগমকে 'উদীয়মান সূর্য', উত্তর প্রদেশের ভারতীয় ক্রান্তি দলকে 'হলধর', ত্রিপুরার ত্রিপুরা কংগ্রেসকে 'লাঙল'।

পশ্চিম বাংলার বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলকে দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে 'লাঙল', 'সিংহ' এবং 'কোদাল ও বেলচা'।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

জেল-ভ্যান থেকে বন্দীর পলায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

যখন ওই প্রিজন ভ্যানটি যাচ্ছিল তখন ওই বন্দীরা তাদের হাতে পরানো লোহার কড়া দিয়ে ভ্যানের জনৈক সশস্ত্র গারডের মাথায় আঘাত করেন। এতে অন্য তিনজন গারড হৈচৈ করে ভ্যানটি ধীরে চালাতে শুরু করেন। ওই সময় বন্দীরা ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গ্রামের মধ্যে চলে যান। ভ্যানটি বারাসত থানায় ফিরে এসে ওই খবর জানালে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আশপাশের গ্রামে তল্লাসি শুরু করে। একটি পুকুরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দু'টি হাতকড়া দেখতে পেয়ে পুলিশ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পলাতক দুজন ছুটে পালাবার চেষ্টা করেন এবং গ্রামবাসীরা তাঁদের ধরে পুলিশের হাতে দেন। পুলিশসূত্রে এদের নাম বলা হয় সর্বশ্রী নির্মল ঘোষ (২০) ও গোপাল ঘোষ (২০)।

উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রী বি রক্ষিত জানান, যে পাঁচজনকে খোজা হচ্ছে তাঁদের নাম : শ্রীবিনয়কৃষ্ণ হালদার শ্রীব্রজেন ঘোষ শ্রীবাচ্চু মণ্ডল, শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ ও শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ।

২৪ পরগণা পুলিশের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়—প্রিজনভ্যান থেকে উগ্রপন্থীদের পলায়নের ঘটনা ওই জেলায় এই প্রথম। রাত্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কয়েক শ' পুলিশ গৌরীপুর এলাকায় তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে।

কারশিয়াং জেল থেকে তিনজন বন্দী পালিয়েছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

কারশিয়াং, ২৮ জানুয়ারি—সরকারীভাবে জানা গিয়েছে, বিচারাধীন তিনজন নকশাল বন্দী আজ ভোরের দিকে কারশিয়াং সাব-জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা এখনও ফেরার। ওই তিনজন হলেন—শ্রীদিলবাহাদুর প্রধান, শ্রীবিষ্ণুকুমার রায় ও শ্রীথালে উরোন।

অবশ্য আর একজন বন্দীও পালিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিকটবর্তী চা-বাগানের জঙ্গল থেকে ধরা হয়। এঁর নাম শ্রীদলবীর ভুজেল।

খবর পেয়েই পদস্থ পুলিশ অফিসাররা সাব-জেলটি পরিদর্শন করেন এবং তদন্ত শুরু করে দেন। চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য জোর অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

কেন্দ্রে এস ভি ডি ধরনের সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

লোকসভা আসনের মধ্যে চার দলের মোট ৪৫০টি আসনে প্রার্থী সম্পর্কে একমত হয়েছেন। এর ভিতর জনসঙ্ঘ ১৫০টি আসনে প্রার্থী দেবে।

জনসঙ্ঘের রাজ্য কর্মসমিতি

ভারতীয় জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী ১৯৭০-৭১ সালের প্রদেশ কর্মসমিতির পদাধিকারী ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ তালুকদার, ডাঃ বিজয়কুমার মণ্ডল ও শ্রীগোপাল আসরকে সহ সভাপতি, শ্রীহরিপ্রসন্ন মিশ্রকে সম্পাদক, ডাঃ অজিতকুমার মৈত্র, শ্রীরঞ্জিৎকুমার সাহা ও শ্রীঋশেশ্বরনারায়ণ সিনহাকে সহ সম্পাদক, শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ শ্রীরামপ্রসাদ দাসকে প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক ও শ্রীরামদাস কলসকারকে কলকাতা-হাওড়া সংগঠন সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক আবদুল আলি, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখারজি প্রমুখ ২০ জনকে সদস্য করে ওই কর্মসমিতি গঠিত হয়েছে।

পালা বদলের পালা বদলের পালা
পালা বদলের পালা বদলের পালা
পালা বদলের পালা বদলের পালা

১টি বই
২টি সপ্তাহে
৩টি মুদ্রণ শেষ

পালা বদলের পালা বদলের পালা
পালা বদলের পালা বদলের পালা
পালা বদলের পালা বদলের পালা

পালাবদলের পালা

আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার
বরুণ সেনগুপ্ত

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল
দাম বারো টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

অন্যান্য চিত্রগৃহে

নারায়ণী — ৫৬-৩৩৩৮ — ১॥, ৪॥, ৭॥টা — শাওন ভাদো

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১৯ — জোহর মেহমুদ ইন হংকং

সুরশ্রী — পয়গম

শ্যামাশ্রী — জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

রূপায়ন — এরাউন্ড দি ওয়ার্লড

শ্যামলী — মন নিয়ে

রম্যা — জোহর মেহমুদ ইন হংকং

যোগমায়া — এখনে পিঞ্জর

জয়া — জোহর মেহমুদ ইন হংকং

রূপম — জিনে কী রাহ

বিনোদিনী — নিশান

পূর্বাশা — গীত

রাধাশ্রী — শাওন ভাদো

জেম — PAYING GUEST

অশোকা — অপরাজিত

অলকা — জনী মেরা নাম

নিউ এম্পায়ার — ২৫ সপ্তাহ !!! — "জো, হট্, রো কোল্ড"

জনী মেরা নাম

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
— শর্ম্মিলা —
কাল : ৬॥টার * পরশু : [শ্রীপঞ্চমী] : ২॥টার
[৫৪৬ ও ৫৪৭ অভিনয়]

বিশ্বরূপা — বেগম মেরী বিশ্বাস

রঙমহল — বাবা বদলে

রঙ্গনা — নান্দীকার — তিন পয়সার পালা

শুক্রবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী — অমাবস্যার গান — মহাজাতি সদন

এখানে পিঞ্জর

রূপবাণী • ভারতী • অরুণা

ঘনিষ্ঠ

তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো — দিলীপ-সায়রা-অনিল

অরুণ রায়চৌধুরী পরিচালিত — রূপসী রূপসী রূপসী — রজত জয়ন্তী সপ্তাহ

রাধা • পূর্ণ • পূরবী

উদয়শঙ্করের শঙ্করস্কোপ

মহারাজা

অভিনেত্রী — প্যারাডাইস

শ্রী কৃষ্ণ লীলা

দর্শকদের দারুণ ভীড়ের জন্য বিশেষ প্রিমিয়ারিক শো
শাওয়ান ভাদো
সোসাইটি : বেলা ১১টা
প্রিয়া : বেলা ১১-৩০টা
গ্রেস : বেলা ১১-৪৫ মিঃ
এলিট : বেলা ১১টা

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের পথে! ৪৫শ সপ্তাহ! — নিশিপদ্ম — শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

আজ শুভমুক্তি !

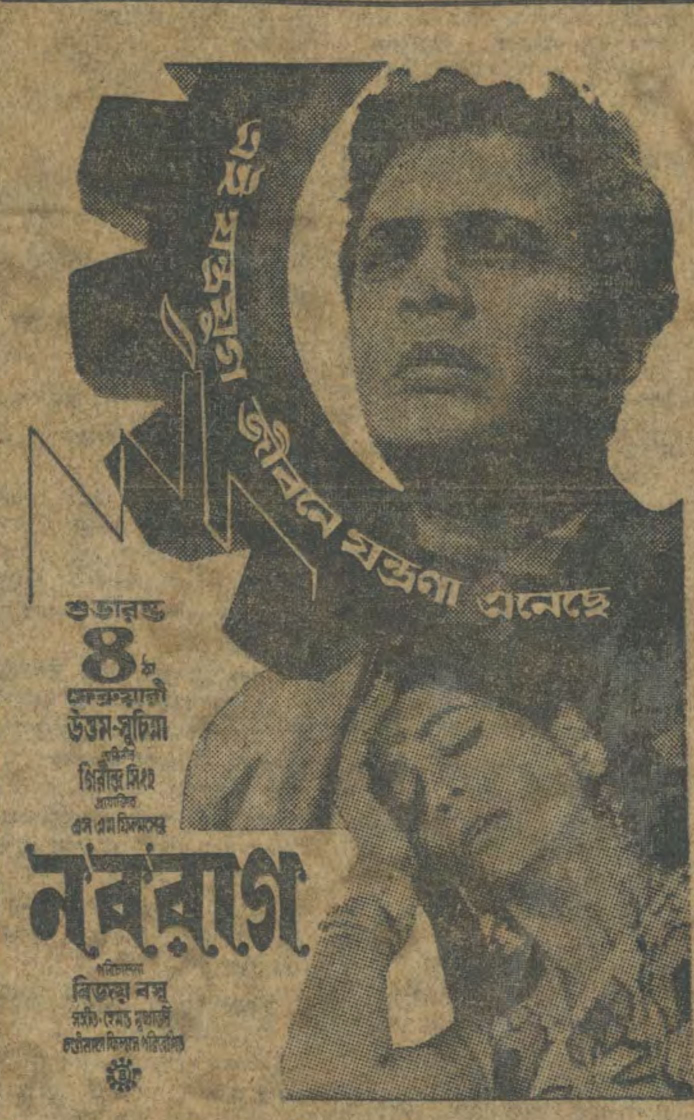

আজ শুভারম্ভ !

তিনজন খুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় গ্রেফতার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি ছোরা পাওয়া গিয়েছে।

ফরওয়ারড ব্লক কর্মী খুন

চন্দননগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, হুগলি জেলায় চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ফরওয়ারড ব্লক কর্মী শ্রীসীতাপতি ব্যানারজী (৪০) বৃহস্পতিবার দুপুরে চণ্ডীতলা থানা এলাকার জনাইতে খুন হয়েছেন। তিনি মোহনপুরে গ্রামের রেশনের দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হন এবং তাদের ছুরিকাঘাতে মারা যান।

খবর পেয়েই চুঁচুড়া থেকে ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং হুগলির অতিরিক্ত এস পি শ্রী ডি ব্যানারজি ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেউ গ্রেফতার হয়েছে কিনা অধিক রাত্রি পর্যন্ত জানা যায়নি।

নিন্দা

ফরওয়ারড ব্লক-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ শ্রীব্যানারজিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা বিবৃত করে বলেন যে, তিনি চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত প্রার্থী ছিলেন।

ফরওয়ারড ব্লক-এর কেন্দ্রীয় পারলামেন্টারি বোরড এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে সরকারকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত তদন্ত করে আততায়ীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দাবি জানান।

অশোকনগরের ঘটনা

হাবড়ার নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এদিন সকালে অশোকনগরের ৩ নম্বর রেল গেটের কাছে এক যুবকের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরে তাকে সমীর দাস বলে সনাক্ত করা হয়। শ্রীদাস (২৩) কল্যাণী স্পিনিং মিল ওয়ারকারস ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। মিল গেটের কাছে সি পি এম সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। পরে তাঁকে নাকি জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্পিনিং মিল ওয়ারকারস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসরোজবন্ধু ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, সি পি এম সমর্থকরা এর সঙ্গে জড়িত। এ বিষয়ে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। এবং আজ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে একটি ডেপুটেশন নিয়ে যাবেন। তিনি মারকসবাদীদের এধরনের নৃশংস কাজের তীব্র নিন্দা করেও এক বিবৃতি দেন।

দমদমে ব্যবসায়ী খুন

এদিন বিকালে দমদম ঘুঘুডাঙ্গার বিপিন গাঙ্গুলি রোডে নকশালপন্থীদের আক্রমণে শ্রীধীরেন্দ্র চৌধুরী (৫৩) খুন হন। ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তার কণ্ঠনালি কেটে দেওয়া হয়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীচৌধুরীর বিপিন গাঙ্গুলি রোডে একটি রেশনের দোকান ছিল। এছাড়া তিনি চিনির হোলসেলার ছিলেন। দমদম পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দোকানে আসার পথেই তিনি আক্রান্ত হন। নকশালপন্থীরা এ কাজ করে বলে তাদের সন্দেহ। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

বোমায় যুবক আহত

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টায় কাশীপুরে অক্রুর দত্ত লেনে বোমা ফেটে সুশীলকুমার চক্রবর্তী নামে এক যুবক আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রকাশ, পুলিশ সন্দেহক্রমে একদল যুবককে ধাওয়া করে। পালানোর সময় ওই দলের একজনের হাত থেকে বোমাটি পড়ে ফেটে যায়। ফলে সে আহত হয়।

প্রাক্তন জমিদার ছুরিকাহত

সিউড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান : লাভপুরে বাবুপাড়ার প্রাক্তন জমিদার শ্রীশ্যামশংকর মুখারজি বুধবার রাত্রে ছুরিকাহত হন। কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁকে আঘাত করে বলে প্রকাশ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

চায়ের দোকানে দফাদার খুন

জঙ্গিপুর থেকে আনন্দবাজারের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : বেলডাঙা বাজারে এক চায়ের দোকানের ভিতরে সাহাদালী দফাদার খুন হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা প্রায় নটার সময় পাঁচজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক চায়ের দোকানে ঢুকে সাহাদালীকে আক্রমণ করে এবং ছোরা দিয়ে তার দেহের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত করে। ঘটনাস্থলেই সে সঙ্গে মারা যায়।

সাহাদালী কিছুদিন পূর্বে দুজন নকশালপন্থীকে গ্রেফতারের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এই হত্যাকাণ্ড তারই পরিণতি বলে সন্দেহ।

বহরমপুরের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গোরাবাজারের চালতিয়া এলাকায় মঙ্গলবার বিকালে শ্রীমণিগোপাল সাহা নামে এক জোতদার খুন হয়েছেন। তিনি যখন চালতিয়া গ্রামে তার বাগানে যাচ্ছিলেন, তখন আক্রমণকারীরা তাঁকে পথের উপর ছুরিকাঘাতে খুন করে। তাঁর শরীরের বহু জায়গায় আঘাতের দাগ ছিল।

তিনজন সি পি এম কর্মী গ্রেফতার

জিয়াগঞ্জের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, জিয়াগঞ্জ পুলিশ স্থানীয় সি পি এম কর্মী অমূল্য ভট্টাচার্য, সুশান্ত দত্ত ও উজ্জ্বল ঘোষরাকে কয়েক জায়গায় বোমা নিক্ষেপ, আগুন লাগান প্রভৃতি অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। পক্ককাল হাজতবাসের পর বর্তমানে তাঁরা জামিনে মুক্ত।

তারকেশ্বরে পাইপগান সহ তরুণ গ্রেফতার

তারকেশ্বরের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, বুধবার দুপুরে তারকেশ্বর রেলস্টেশনে মুলতান আলি নামক এক তরুণকে রেল পুলিশ একটি পাইপগান সহ এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে।

অস্ত্রশস্ত্রসহ ৫জন যুবক গ্রেফতার

কালনার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, পূর্বস্থলী থানার পুলিশ উগ্রপন্থী সন্দেহে ৫টি যুবককে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি তাজা বোমা, দুটি গ্রেনেড ও একটি ছোরা পুলিশ আটক করেছে।

বেতার বার্তা

শুক্রবার—২৯ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বিশ্বনাথ বসু—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৫৫ শাশ্বতবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ সুশীলকুমার চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সঙ্গীতা চট্টোঃ—লোকগীতি; ৮-১৫ অরুণ বসু—আধুনিক; ৮-৩০ আইরিন রায়চৌধুরী—খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ আইরিন রায়চৌধুরী—ঠুংরী; ৯-৪৫ চিত্ত মল্লিক—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা বিভূতিভূষণ চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ শশাঙ্কলা মঙ্গেশ্বর—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৪০ বাং সংবাদ; ১টা বাসবরাজ রাজগুরু—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত : উষা উত্থুপ, সূচাং বিন, আশরফ ও সমবেত কণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বিশ্বনাথ বসু—গীটার (লঘু সুর); ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (প্রথম শ্রেণী); সৌরেন পাই—আধুনিক (শর্টওয়েভে) (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি); ২-৪৫ কৃষ্ণা গুহ—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ২-৫০ বিশ্বনাথ বসু—গীটার (লঘু সুর); ৩টা চিত্ত মল্লিক—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ মঞ্জু গুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী—খেয়াল; ৫-৩০ হরিদাস কর ও সহশিল্পীবৃন্দ—পদাবলী কীর্তন; ৬টা বিশ্বনাথ বসু—গীটার (লঘু সুর); ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ কৃষ্ণা গুহ—লোকগীতি; ৬-৪০ রামায়ণ পাঠ : লক্ষ্মণের শক্তিশেল; ৭টা পল্লী বেতার-গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম নাটক (বাংলা রূপান্তর); ৮-৫০ সুশীলকুমার চট্টোঃ—অতুলপ্রসাদের গান; ৯-০০ আইরিন রায়চৌধুরী—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রেঃ) (রবীন্দ্রসংগীত); ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা—সাধনা চট্টোপাধ্যায়—লোকগীতি (শর্টওয়েভে) ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রেঃ) (রবীন্দ্রসংগীত); ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা, পরিচালনা—বিভূতিভূষণ রাউথ; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ (সময়-সংকেত) জন কলট্রান; ১-৪০ হেক্টেন শাপিরো—পপ সংগীত; ২-০০ কে আর ওয়ালকের আন্ড দি জজ স্টারস; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ চিত্তরঞ্জন ঘোষ—সেতার; ৬-৩০ গণেশচন্দ্র চক্রঃ—খেয়াল; ৬-৪৫ শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ গায়ত্রী চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং) সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ সৌরেন পাল—শ্যামাসংগীত; ৮-০০ গায়ত্রী চট্টোঃ—ভজন; ৮-১৫ অরুণ বসু—আধুনিক; ৮-৩০ শশাঙ্কলা মঙ্গেশ্বর—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন; (দিল্লী থেকে) ৯-৩০ রেডিও রিপোর্ট অন দি সীটিং রিপোর্ট (দিল্লী থেকে); ১০-০০ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরোধের আসর; সং; ১০-৩৫ বিভূতিভূষণ চট্টোঃ—সেতার; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলিকাতা ক-এর অনুরূপ।

শতবর্ষ আগে

॥ বিবিধ সংবাদ ॥

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১২, ১৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) নিম্নোদ্ধৃত সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়েছে :—

● ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল মার্সিএল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদিগের এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার পরীক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি মিলেটরী পদের যে বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ঐ পরীক্ষকের পদের বেতন তদপেক্ষা অনেক ন্যূন।......

● [মাদ্রাজ রাজ্যের সদর ফৌজদারী আদালতের কোন একটি মোকদ্দমা প্রসঙ্গে] সদর ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি সাহেবেরা এই বিষয়ে সুবিচার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ভিন্ন ২ রূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঐ বেত্রাঘাতের দণ্ড করণে কেহ ২ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক, বেত্রাঘাতের কঠিন দণ্ড যখন একেবারে উত্তোলন হইয়াছে, তখন তাহার ব্যবহার করা কোন বিধানেই বিচার সঙ্গত হইতে পারে না এই বিবেচনাধীনে গত পারুবারের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন।

● কয়েক দিবস হইল আমরা লিখিয়াছিলাম, শ্যামপুকুরের একজন ভাটিয়ার বালক পালক ছাড়িয়া পালক লইয়া দেবেন্দ্রবাবুর নিকটে উড়িয়া আসিয়াছিল, এইক্ষণে শুনিতেছি সেই বালক আলোকপ্রাপ্ত (অর্থাৎ ঈশাধর্মে দীক্ষিত) না হইয়া পুনরায় অভয় আলয় আলয় গমন করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, কারণ যখন সে উড়ো খড়ো হইয়াছে তখন সুযোগ পাইলেই ফুড়ুৎ করিতে ত্রুটি করিবেক না।

—কল্পতরু (সংকলিত)

দিনপঞ্জিকা

আজ তৃতীয়া

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৫ মাঘ ১৩৭৭ (৯ মাঘ ১৮৯২ শক), ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭১, ১ জেলহজ্জ। তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।৪০ মিঃ পর্যন্ত। শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৪।১২ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২০।৫৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৪।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—প্রধান পশ্চিমে নাস্তি। মৎস্য ও গৌণচান্দ্র মাস (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৫ মাঘ ১৩৭৭ (৯ মাঘ ১৮৯২ শক), ২৯ জানুয়ারি ১৯৭১, ১ জেলহজ্জ। তৃতীয়া রাত্রি ঘঃ ১০।৪২।১৫ সেঃ পর্যন্ত। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৮।২।৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৫৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৬।৩০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—প্রধান পশ্চিমে নাস্তি। মৎস্য ও গৌণচান্দ্র মাস (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাটা	রাত্রি আরম্ভ
শুক্রবার	১২-১৬	১২-৩৩	৪-৫১	৪-৩৬

৪২শ ও শেষ সপ্তাহ ! — সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী — মিনার-বিজলী-ছবিঘর

৫ম জনপ্রিয় সপ্তাহ — মেরা নাম জোকার

Thermofriz — VERSATILE INSULATION BOARD — হাল্কা, আগুন ধরে না ! — Manufactured by: A. N. ASH & COMPANY, 11, Pollock St., Calcutta-1, Phone: 22-0611

RAJASTHAN STATE LOTTERIES — ২৮-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রত্যাহিক খেলার ফলাফল

যতই কনে সাজুক যতই গড়ুক গয়না, বেনারসীনাপরলে বিয়ে মনে হয় না — বেনারসী ও দক্ষিণ ভারতীয় শাড়ীর — গ্ল্যামার — নিউ মার্কেট, কলিকাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৩২

বিজ্ঞপ্তি

পূর্বে বিজ্ঞাপিত নোটিসের সংশোধনক্রমে ১৯৭০ সালের জিওলজিক্যাল সায়েন্সে বি-এসসি ফাইনাল পরীক্ষার প্রার্থীদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, জিওলজিক্যাল সায়েন্স প্রাকটিক্যাল পেপার—১ এবং প্রাকটিক্যাল পেপার—২এর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা যথাক্রমে ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখে বেলা ১০টা হইতে অনুষ্ঠিত হইবে।

পি সি ডি মল্লিক
রেজিস্ট্রার

জমাদার-পিওনদের ধর্মঘট / পৌরভবনে অনেক ঘর তালা বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

জমাদার-পিওনগণ একদিনের কর্মবিরতি পালন করায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় পৌর ভবনের ঘরগুলির বেশির ভাগই তালা বন্ধ থাকে। কর্মীরা এসে ফিরে যান। আবার তালা খোলা ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ওভারটাইমেরও কাজ হয়।

কর্মীরা তালা খোলেননি দেখে কেয়ারটেকার নিজেই এসে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনার এবং সচিবের ঘরের তালা খুলে দেন। সচিবের বিভাগ এবং প্রেস বিভাগে সকালের সিফটে লোক এসে ঘর খোলা পেয়ে কাজ শুরু করেন। পরে সচিবের বিভাগের লোকেরা দুপুরে চলে যান। অন্য কয়েকটি বিভাগের লোক দুপুর বারটা পর্যন্ত বারান্দায় ঘোরাফেরা করে চলে যান। তবে প্রেস বিভাগের দেড় শতাধিক কর্মী নির্দিষ্ট সময় ত কাজ করেনই অনেকেই ওভারটাইম পর্যন্ত করেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রেস-কর্মীরা ক্লারকস ইউনিয়নের অন্তর্গত। ওই ইউনিয়ন কোন কর্মবিরতির ডাক দেননি। জমাদার পিওনদের দাবির প্রতি তাঁদের সহানুভূতি থাকলেও ইউনিয়নের নির্দেশ ছাড়া তাঁরা ধর্মঘট করতে চান না।

এদিকে জমাদার পিওন সংস্থার সভাপতি শ্রীললিত ভড়ের পৌরোহিত্যে এদিন এক সভায় জমাদার পিওনদের দাবির সমর্থনে আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি পৌর সংস্থার সকল কর্মীকে সাধারণ ধর্মঘটের সামিল হতে আহ্বান জানানো হয়। তাদের অভিযোগ পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি পত্র দিয়ে দীর্ঘ দিনেও তাঁরা সুবিচার পাচ্ছেনা। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এই দাবিগুলির অন্যতম।

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

সর্বোদয় শান্তিপদযাত্রা : সাড়ে ৭টায় টালিগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে শুরু হয়ে ঢাকুরিয়া স্টেশন হয়ে ঢাকুরিয়া ব্রিজে শেষ হবে। **রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার** (গোল পারক) : ৬টায় প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব। বক্তৃতা : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী ফণিভূষণ চক্রবর্তী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : পদ্মশ্রী হালিম জাফর ও শ্রীশ্যামল বসু। **প্রতিকৃতি উন্মোচন :** বেলা ১টায় হাওড়া আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতির উন্মোচন।

প্রতিমার আবরণ উন্মোচন

কর্মিবৃন্দ : (১৪।৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, রামবাগান) সাড়ে ৬টায় বাঁশের কুঁচির প্রতিমার আবরণ উন্মোচন। প্রধান অতিথি — শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী। **এটলাস ক্লাব :** (৯৯।২ ডি বিধান সরণি) সাড়ে ৬টায়। প্রধান অতিথি—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পরে বিচিত্রানুষ্ঠান। **ভাইবোন ক্লাব :** (ভোলানাথ পাল লেন) ৩টা আবরণ উন্মোচন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। **মাকরদহ শিশু সংঘ** হাওড়া) : ৬টায়, সভাপতি—ডঃ এন শ্রীমণি, পরে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

অনুষ্ঠান স্থগিত

রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসব ২৮ ফেব্রুয়ারি বদলে ৭ মারচ বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হবে। **বিশ্বভারতী পাঠ ভবন :** বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলন পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

জামসেদপুরের কাছে স্কুলে পটকা, বাসে আগুন

জামসেদপুর, ২৮ জানুয়ারি—গত পরশু সকালে জামসেদপুরের কাছে বিষ্টুপুর এলাকায় কে এম পি এম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি কক্ষ ঘরে পটকা ফাটে। ওই সময় ছাত্ররা প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের কাজে ব্যস্ত ছিল।

পুলিশ জানায়, স্কুল ভবনের তিন তলায় একটি গর্তের মধ্যে একটি লাল পতাকাও পাওয়া যায়।

এতে কেউ আহত হয়নি এবং কোন কিছুর ক্ষতি হয়নি।

গত পরশু রাত্রে জামসেদপুরের কাছে সোনারিতে মুখোশ পরে জনা ছয়েক লোক পিস্তল ও ছোরা দেখিয়ে রাজ্য পরিবহণ দফতরের একটি বাসকে আটক করে এবং চালককে বাস ছেড়ে নেমে আসতে বলে। এর পর তারা ওই বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

একটি বোমা ফাটিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

চালক ও কনডাকটর আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি।

এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। —পি টি আই

রেলস্টেশনে দু'দলে সংঘর্ষ, ট্রেন চলাচলে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পিয়ালি রেল স্টেশনে দুইদল ব্যক্তির মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। চাল পাচার নিয়ে ওই সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই সময় ঘটনাস্থলে কয়েকটি পটকা ফাটে। এপর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। হাঙ্গামার ফলে কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়।

শিয়ালদহ ডানকুনি সেকশনেও বিঘ্ন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, এদিন পূর্ব রেলের শিয়ালদহ-ডানকুনি সেকশনেও সকাল থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। সি-সি আর লিংক ও বালিঘাট স্টেশনের মধ্যে বৈদ্যুতিক তার চুরি যাওয়ায় ওই অবস্থা। দুপুরের পর মেরামতির কাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচল আবার শুরু হয়। ট্রেন বন্ধের ফলে নিত্য যাত্রীরা যথারীতি দুর্ভোগ পোহান।

উদয়শংকরের সম্বর্ধনা

অগ্রজ শিল্পী উদয়শংকর রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' লাভ করায় একাদেমি অব ফাইন আর্টস হলে শংকরস্কোপের শিল্পী ও কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উদয়শংকর বলেন, জাতীয় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে স্বদেশের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। শিল্পী কর্মীদের পক্ষে প্রণাম জানান শ্রীসত্যেন চ্যাটারজি। শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ শিল্পীকে অভিনন্দিত করেন। মাল্যভূষিত করেন চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীরণজিৎমল কাংকারিয়া।

কৃষি সংবাদ

আলুর নাবি ধ্বসা রোগ

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রবল বৃষ্টিপাত ও ক্রমাগত মেঘলা আকাশ এবং রাত্রির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আলুতে নাবি ধ্বসা রোগ ব্যাপকভাবে আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। চাষীভাইদের তাই সতর্ক করে জানানো হচ্ছে যে, এই রোগের আক্রমণ থেকে আলুগাছ বাঁচাবার জন্যে একদিনও দেরী না করে তাম্রঘটিত কিংবা ডাইথেন গ্রুপের ওষুধ প্রয়োগ করুন। প্রতি ১০০ গ্যালন জলে ২ কে জি ওষুধ অর্থাৎ এক টিন জলে ১০০ গ্রাম ওষুধ ভাল করে মিশিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গাছের ডগা ও পাতার উপর নীচে স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছড়িয়ে দিন। প্রতি ৮/১০ দিন অন্তর ৩বার এই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এই সামান্য খরচ আপনাকে চরম ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

ওষুধের জন্যে আপনার এলাকার বি.ডি.ও. অফিস বা ডিলারের কাছে খোঁজ নিন

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ।

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩৪৬(৪)/৭১

হোটেল-রেসতোঁরা-সিনেমা হলে

দূষিত জল রাখার অভিযোগ / পৌরসভা মামলা করবে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতায় যে সব বড় বড় হোটেল, রেস্তোরা ও সিনেমা হলে দূষিত পানীয় জল রাখার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, কলকাতা পৌর সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। বুধবার পৌর স্বাস্থ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুজোর আগে স্বাস্থ্য বিভাগীয় অফিসাররা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কলকাতার অধিকাংশ হোটেল রেস্তোরাঁ, মিষ্টি দোকান ও সিনেমা হাউসে যে পানীয় জল ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

এ দিন স্বাস্থ্য কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়। এতদিন হয়ে গেল তবু কেন প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি—কেউ কেউ এজন্য কড়া সমালোচনাও করেন। শেষে ঠিক হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই এ সম্পর্কে মামলা দায়ের করা হবে।

পৌর ভবনে বিক্ষোভ, অবস্থান

এ দিন কেন্দ্রীয় পৌর ভবনে মোটরযান বিভাগের কর্মিগণ ২৪ ঘণ্টার জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। বিকালে বাজেট কমিটির বৈঠকের সময় পাম্পিং স্টেশনের এক দল কর্মী নানা ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

আট পারটি জোটের প্রার্থী নাম আজ ঘোষণা

স্টাফ রিপোরটার

আট পারটি জোট বৃহস্পতিবার দু দফা বৈঠক শেষ করে রাত্রের দিকে তৃতীয় দফা শুরু করে। ওই সময় জোটের একজন মুখপাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আসন ভাগাভাগি আজ যত রাত্রিই হোক মিটিয়ে ফেলা হবে। আর জোটের প্রার্থী তালিকা আজ, শুক্রবার বিকালের দিকে সরকারীভাবে প্রকাশ করা হবে।

এদিন প্রথম বৈঠক বসে বেলা দশটা নাগাদ। মাঝে ঘণ্টাখানেক বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় দফা শুরু হয় বেলা দেড়টায়, শেষ হয় সওয়া ছয়টা নাগাদ। এর পর জোটের দুই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি এবং শ্রীঅশোক ঘোষ নির্বাচনী আঁতাতের ব্যাপারে ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের একজন নেতার সঙ্গে কথা বলতে যান।

আট পারটি জোটের সঙ্গে আঁতাতের ব্যাপারে লীগ অনেকদিন থেকেই আগ্রহী। তাঁরা এদিনও দুই নেতাকে জানিয়ে দেন, লীগের কাছে আসনের প্রশ্ন বড় নয়, বড় হল নির্বাচনী ইসতাহার। ইসতাহারে সংখ্যানুপাতে চাকুরি, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

লীগ নেতা আরও জানিয়েছেন, তাঁরা নির্বাচনী সমঝোতা বা আঁতাত চান না, চান জোটের অন্যতম শরিক হতে।

জোটের তৃতীয় দফার বৈঠক শুরু হয় রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ। লীগের বক্তব্য ছাড়াও আসন বণ্টন নিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চলে।

আশুতোষ কলেজের ছাত্রদের দাবি

আশুতোষ কলেজ খোলার দাবিতে শনিবার বেলা ১১টায় কলেজ গেটে এক ছাত্রসভা হবে। আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে একথা জানিয়ে বলা হয়েছে যে বৃহস্পতিবার কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতির বাড়ির সামনে ওই দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

শহীদ দিবস-এর কর্মসূচি

শনিবার ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে 'শহীদ দিবস' উপলক্ষে সকাল ৮টায় গান্ধীঘাটে এক প্রার্থনা সভা হবে। এতে পৌরোহিত্য করবেন রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতিতে ওদিন বেলা ১১টা থেকে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হবে।

এছাড়া সকাল ১০টায় পারক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর মোড়ে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করা হবে সরকার পৌরসভা এবং বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে।

আদর্শগত কারণে পদত্যাগ করেছি

—বেংকটসুব্বিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীবেংকটসুব্বিয়া কাল এখানে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিনি আদর্শগত কারণে আদি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর আদি কংগ্রেস ছেড়ে আসার আশু কারণ, শ্রীপাতিলের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি। শ্রীপাতিল বলেছিলেন, সব গণতান্ত্রিক দলগুলি একটি ফ্রনটে মিলিত হোক। লখনউয়ে আদি কংগ্রেস এ আই সি সি-তে গৃহীত নীতির সঙ্গে শ্রীপাতিলের ওই বক্তব্যের কোন মিল নেই—বরং পরিপন্থী।

তিনি বলেন, আদি কংগ্রেস তার নীতি থেকে সরে আসছিল এবং নেতারাও দলের নীতি-বিরোধী কথাবার্তা বলে আসছেন। গত বছর আগস্ট থেকে তিনি এ সব বিষয়ে শ্রীনিজলিংগাপ্পাকে বলে আসছেন। শ্রীপাতিলের ওই বিবৃতিতে তাঁর মোহভঙ্গ পূর্ণ হল।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ক্লাস শুরু ২ ফেবরুয়ারি

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি শ্রী পি সি গাঙ্গুলী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, এম বি বি এস-এর প্রথম বর্ষের ক্লাস ২ ফেবরুয়ারি শুরু হবে। ১ ফেবরুয়ারি থেকে হোসটেলে থাকা যাবে।

লরি-পুলিশ ভ্যান সংঘর্ষে ৪ জন জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা

বুধবার হাবড়ায় পুলিশের বেতার ভ্যানের সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে সারকেল পুলিশ ইনসপেকটর এবং ডি আই ও সহ চারজন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের ভবানীপুরে পুলিশ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। সি আই শ্রীকানাইলাল উপাধ্যায় ও ডি আই ও শ্রীপঞ্চানন দাসের আঘাত খুব বেশি। প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামার জায়গা দেখে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে বেতার ভ্যানটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাশীপুরে বনধ পালন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

সি পি এম যুব সংগঠন কর্মী হত্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কাশীপুর এলাকায় বনধ পালন করা হয়। ওই অঞ্চলে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। দোকানপাটও খোলেনি। নিহত পীযূষ চক্রবর্তী কাশীপুর আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। সি পি এম কাশীপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য দাবি করেন যে, বনধ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড

চাইছে

অস্থায়ী লেডী ডেমোনস্ট্রেটরস,

কোলকাতায় জামসেদপুরে আর প্যাটনায় তাদের হীমা খাদ্যসামগ্রীর জন্য

এই কাজে বিভিন্ন নির্বাচিত এলাকায় মহিলাদের দলগতভাবে রান্না করে দেখানোর প্রয়োজন হবে।

সর্বনিম্ন যোগ্যতা

অন্ততঃ কমপক্ষে ম্যাট্রিক বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করা চাই। স্নাতক হ'লে আরও ভাল।

হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় ভাল দখল থাকা চাই। কোলকাতার জন্য বাঙলায় ভাল দখল থাকতে হবে। রান্নাবান্নায় মৌলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা—বিশেষ যোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হবে। প্রার্থীদের বলিষ্ঠ ও প্রীতিকর ব্যক্তিত্ব আর একদল শ্রোতাকে সহজে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা থাকা চাই।

বয়স : ২১—৩৫ বছর

বেতন : প্রতিদিন ১২ টাকা। যে-সব ডেমোনস্ট্রেটর কোলকাতা থেকে জামসেদপুরে/প্যাটনায় যেতে রাজী হবেন তাঁদের প্রথম শ্রেণীর ট্রেন ভাড়া ছাড়াও প্রতিদিন ১৫ টাকা ক'রে আপ-কাণ্ট্রী এলাউন্স দেওয়া হবে।

কাজের স্থায়িত্ব : সম্ভবতঃ ২ থেকে ৩ মাস; ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আবেদনপত্র এসে পৌঁছোনো চাই :—

দি কুকারী সার্ভিস ম্যানেজার,
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড,
হিন্দুস্থান লিভার হাউস,
১৬৫/১৬৬ ব্যাকবে রিক্লেমেশান
বোম্বাই-২০ বি. আর.

International

ফলন বাড়াবেন ?

ইণ্টারন্যাশনাল ডিজেল পাম্প ব্যবহার করুন

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
- মূল্য ৩৩৪৭.৭০ টাকা, সেলস্ ট্যাক্স অতিরিক্ত
- ভারতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত।

দাসানি ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড এজেন্সিজ প্রাঃ লিমিটেড
১৬, গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-০০৪১—২৩-০০৪২

PB/O/1-71

গ্লোব ল্যাম্প

জয়ন্ত ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস ইণ্ডিয়া

মফতলাল-এর শাড়ী
পরে যেখানেই যান
আপনাকে সুন্দরী রূপবতী দেখাবে

মফতলাল-এর নানাবিধ শাড়ী
সম্ভারে প্রত্যেকটি চমৎকার।
প্রিণ্টের সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়িয়ে যায়।
রংয়ের বাহার মন ভোলায়।
সুতী, ১০০% পলিয়েস্টার ও
মিশ্রণের শাড়ী সবই অতুলনীয়!

স্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বে • স্ট্যাণ্ডার্ড (নিউ চায়না), বোম্বে
স্ট্যাণ্ডার্ড, দেওয়াস • মফতলাল ফাইন, নবসারী : ইউনিট নং ১
মফতলাল ফাইন (স্যাসুন), বোম্বে : ইউনিট নং ২
মফতলাল ফাইন (নিউ ইউনিয়ন), বোম্বে : ইউনিট নং ৩
নিউ শরক, আমেদাবাদ • নিউ শরক, নদিয়াদ
সুরাট কটন, সুরাট • মিহির টেক্সটাইলস, আমেদাবাদ

AIYARS.M.151 B16

HINDUSTHAN STANDARD

What does Gen. Chaudhuri say about US involvement in Vietnam?

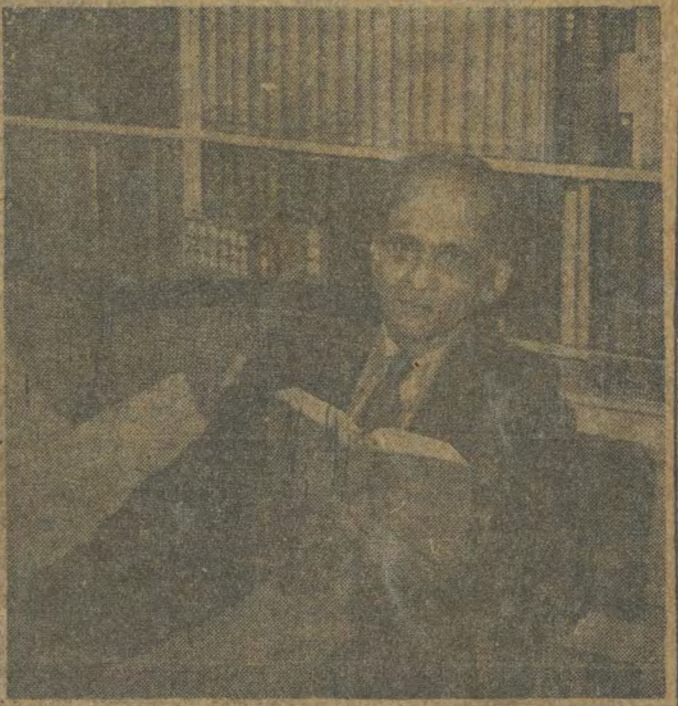

And Nirad C. Chaudhuri about Bengalis?

Only Hindusthan Standard gives you their frank views

HINDUSTHAN STANDARD
is where the news is

Excel INSTRUMENT PANELS

সকল রকম ইলেকট্রনিক, সায়েন্টিফিক মেজারিং ও রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অ্যানোডাইজড প্লেট ও ডায়াল প্রস্তুতকারক:
এক্সেল প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড বম্বে-১
ফোন: ২৫৯১৪৯—৫৭৩৩২৭
শাখা: ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড কলিকাতা-১২, ফোন: ৩৪৬৫৯৩

ডুরানড কাপ

সেমিফাইনালে মোহন বাগান

দিল্লি অফিস

২৮ জানুয়ারি—গতবারের বিজয়ী মোহনবাগান ডুরানড কাপের সেমি ফাইন্যালে ওঠে। আজ তারা মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ২—১ গোলে হারিয়ে দেয়। সহজ, সচ্ছন্দগতিতে খেলে প্রথমার্ধেই মোহনবাগান দুটি গোল করে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার একটি গোল শোধ করে। সেমি ফাইন্যালে মোহনবাগান মহঃ স্পোর্টিংএর সঙ্গে খেলবে।

মোহনবাগানের নামকরা স্ট্রাইকার সুভাষ ভৌমিক দুটি গোল করে উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় দিয়েছেন। অল্পের জন্য তিনি হ্যাটট্রিক লাভে বঞ্চিত হন। বিজিত দলের লেফট আউট সত্তার দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ দেন।

মোহনবাগান ২—০ গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে আর তেমন গা ঘামিয়ে ...

অসট্রেলিয়া ৬টি টেসট খেলতে রাজি

আগামী বছরে অসট্রেলিয়া যখন ইংলনড ভ্রমণ করবে তখন অসট্রেলিয়া চিরাচরিত পাঁচটি টেসটের পরিবর্তে ৬টি টেসট খেলতে রাজি হয়েছে।

এম সি সি অসট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোরডের কাছে অনুসন্ধান করে যে, অসট্রেলিয়া ৬টি টেসট ম্যাচ খেলতে রাজি আছে কিনা। অসট্রেলিয়া বোরড থেকে জানান হয়েছে যে, তারা রাজি আছেন। তবে ওই আলোচনা বা চিঠির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আগামী মারচ মাসে লরডস মাঠে যে ইংলনডের টেসট ও কাউনটি ক্রিকেট বোরডের সভা হবে তাতে। —রয়টার

ইংলনড অধিনায়ক অ্যাসেজ পাবার আশা রাখেন

মেলবোরন, ২৮ জানুয়ারি—ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার ৫ম টেসটের পর ইংলনড দলে আহত ও অসুস্থ হওয়ার মাত্র ৫ জন সুস্থ ব্যাটসম্যান বর্তমানে আছেন তবুও ইংলনডের অধিনায়ক ইলিংওয়ারথ 'অ্যাসেজ' পাবার আশা রাখেন।

কাউড্রে আবার বাদ

শুক্রবার থেকে ষষ্ঠ টেসট

এডিলেড, ২৮ জানুয়ারি—অসট্রেলিয়া-ইংলনডের ষষ্ঠ টেসট ম্যাচ শুক্রবার থেকে এখানে শুরু হবে। এ টেসট পর্যায়ে ইংলনড ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। ইংলনডের সহঃ অধিনায়ক কলিন কাউড্রে দল থেকে বাদ পড়েছেন। চতুর্থ টেসট থেকে কাউড্রে বাদ পড়ার পর পঞ্চম টেসটে দলে আসেন। কিন্তু সে টেসটেও তিনি মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। কাউড্রের মতন খেলোয়াড়ের পক্ষে ৫টি ক্যাচ ফেলে দেওয়া সত্যিই অবাক হবার মতন। তা ছাড়া ব্যাটেও তিনি ভাল করতে পারেননি। মাত্র ১৩ রান করেছেন।

কিথ ফ্লেচার কাউড্রের বদলে চতুর্থ টেসটে খেলেন। ষষ্ঠ টেসটেও তিনি দলে টেসটে এসেছেন, আর এসেছেন ইয়রকশায়ারের জ্যাক হ্যামপশায়ার। তিনি টেসট খেলার সুযোগ এই প্রথম পাবেন। ফাসট বোলার বব উইলিস দলে এসেছেন কেন স্যাটলওয়ারথের বদলে। ইংলনডের দল নির্বাচন হয়ে গেছে। নীচে খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল। দ্বাদশ ব্যক্তির নাম খেলার দিন সকালে জানা যাবে।

রে ইলিংওয়ারথ (অধিনায়ক), জিওফ, বয়কট, জন এডরিচ, কিথ ফ্লেচার, জ্যাক হ্যামপশায়ার, বেসিল ডলিভেরা, এলান নট, জন স্নো, ডেরেক আনডারউড, পিটার লেভার ও বব উইলিস।

জাতীয় মহিলা হকি

পানজাব ও পেপসু বিজয়ী

দিল্লি অফিস

২৮, জানুয়ারি—আজ জাতীয় মহিলা হকির সেমিফাইনালের লীগের খেলায় পানজাব ও পেপসু যথাক্রমে ...

মহম্মদ আলামের "বঙ্গশ্রী" খ্যাতিলাভ

হকি লীগের মাঝে কোন ক্লাব বাইরে খেলার অনুমতি পাবে না

সবাসাচী ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ

মেদিনীপুরে দেহশ্রী প্রতিযোগিতা

মোহনবাগানের হকি অনুশীলন

বৃষ্টিতে ক্রিকেট খেলায় ব্যাঘাত

ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাব

স্কটিশ চারচ ও ডি পি মুখারজির ওপর "শোকজ" নোটিশ

রাজ্য ভারোত্তোলন

হুগলী জেলা দলগত চ্যাম্পিয়ন

বাঙালী বালিকার কৃতিত্ব

অগ্রণী সংঘের পুরস্কার বিতরণ উৎসব

বিভিন্ন হকি প্রতিযোগিতার খেলার তারিখ

জন বৈঠকে চ্যালেঞ্জ

বেতারে 'পক্ষপাতমূলক' নির্বাচনী প্রচারের অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এডুকেশন ডিরেকটরেট
স্পেশাল স্টাইপেণ্ড / লাম্প গ্রাণ্ট প্রদান

... এডুকেশন ডিরেকটরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা-১

HARYANA STATE LOTTERIES

অর্ধসাপ্তাহিক খেলা

(নিয়মিত ২৫তম খেলার সময়কালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)

নোটিফিকেশন নং ডি ও এল/এইচ আর/৭১/৬৩৮

তারিখ ২৮-১-৭১

২৮-১-১৯৭১ তারিখ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল নিম্নরূপ:—

৫০০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার টিকিট নং F-0028686

৫০০, টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার টিকিট নং H-0042156

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার চল্লিশটি পুরস্কার

1. A-0092532	2. A-0024999	3. A-0057424	4. A-0003184
5. B-0080634	6. B-0077122	7. B-0011657	8. B-0055952
9. C-0004214	10. C-0000701	11. C-0074296	12. D-0074807
13. D-0034803	14. D-0058310	15. E-0099067	16. E-0082697
17. F-0050117	18. F-0056706	19. F-0007487	20. G-0096557
21. G-0044324	22. G-0054003	23. G-0017588	24. H-0019522
25. I-0065986	26. I-0063577	27. I-0019151	28. K-0036473
29. K-0070433	30. K-0005942	31. L-0031367	32. M-0026531
33. M-0003758	34. M-0070529	35. N-0054028	36. N-0032499
37. O-0053969	38. O-0049214	39. O-0048642	40. O-0004979

বিঃ দ্রঃ কোনরূপে মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

এজেণ্ট/বিক্রেতা প্রথম/দ্বিতীয় পুরস্কারের ৭½% এবং ২½% পাওয়ার অধিকারী। এজেণ্ট (নিজেরাই বিক্রেতা হইলে) এবং বিক্রেতা পুরস্কারবিজয়ী টিকেটের কাউণ্টারফয়েল পেশ করিলে প্রত্যেকটি ৫০, টাকা পুরস্কারের জন্য ১০, টাকার বিশেষ বোনাস পাওয়ার অধিকারী।

ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
টেণ্ডার নোটিস

মেদিনীপুর জেলায় নিম্নোক্ত কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (পি ডবলিউ ডি), মেদিনীপুর ডিভিসন, মেদিনীপুর কর্তৃক পি ডবলিউ ডি এবং ...

মিনিস্ট্রি অব হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যান্ড ওয়ার্কস, হাউসিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট
(ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং)
এম. বি. বি. এস. ছাত্রদের জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং ও ম্যাটারনিটি এবং চাইল্ড হেলথ প্রোগ্রাম স্কলারশিপ, ১৯৭০-৭১

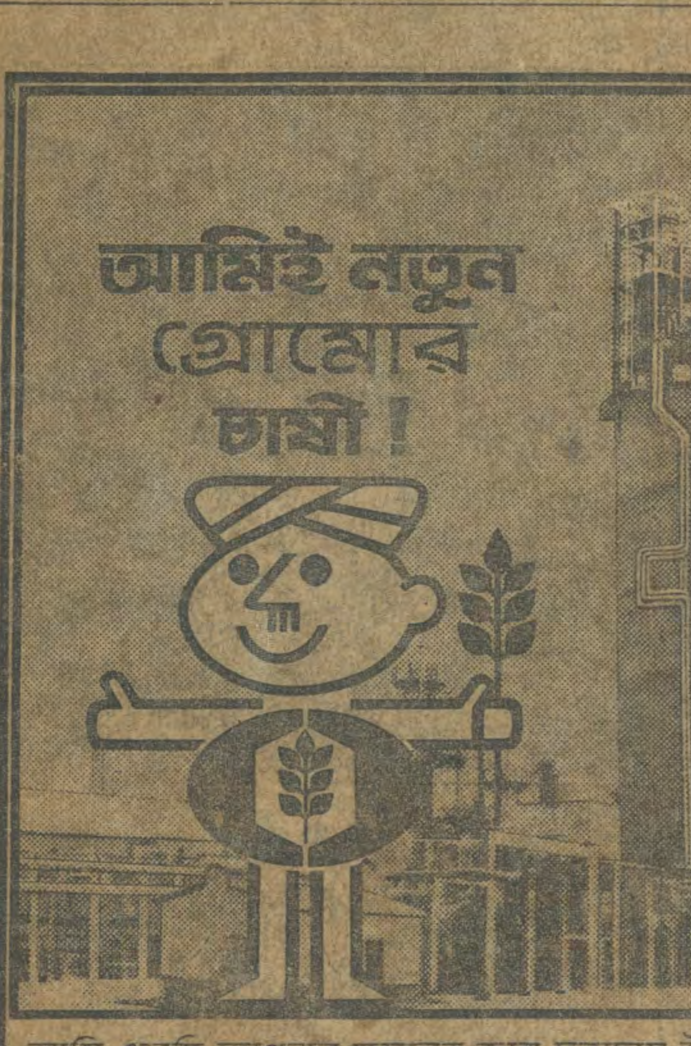

আমি এনেছি আপনার ফসলের জন্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সার··· আপনার টাকার পুরো ফায়দা!

জমিকে উর্বর, আর চাষীকে ধনবান করে তোলবার জন্যে— গ্রোমোর

কোরোম্যাণ্ডেল ফার্টিলাইজার্স লিঃ

পঃ বঙ্গ ভূমি সংস্কার বিল অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ রাষ্ট্রপতির আইনরূপে বিধিবদ্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধন) বিলটি অনুমোদন করেন।

বিলটিতে পশ্চিমবঙ্গ আইন সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয় সেগুলিও বিচার বিবেচনা করা হয়েছে। ওই কমিটির বৈঠক হয় লোকসভা ভাঙার আগে—গত ১৩ ডিসেম্বর।

সেচ এলাকায় জমির উচ্চসীমা ৫ হেকটর (১২·৪ একর) ও অপরাপর এলাকায় ৭ হেকটর (১৭·৩ একর) নির্ধারিত করা হয়েছে।

এখন এই উচ্চসীমা স্বামী, স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যার দখলে থাকা মোট জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আগে প্রতিটি মালিকের দখলে থাকা জমির ক্ষেত্রে এই উচ্চসীমা প্রযোজ্য ছিল।

পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য অথবা একজন বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে জমির উচ্চসীমা সেচ এলাকায় হবে ২·৫ হেকটর এবং অপরাপর ক্ষেত্রে ৩·৫ হেকটর।

অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম-বার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোমবার মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। কলকাতায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি আয়োজিত স্মৃতিসভার সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ অশ্বিনীকুমারকে প্রকৃত বিপ্লবী, শিক্ষাব্রতী ও দেশ-প্রেমিক বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, তাঁর শিক্ষার আদর্শ যদি আজকের শিক্ষক বা ছাত্ররা গ্রহণ করত তাহলে দেশের বর্তমান অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হতো না। শ্রীঅমূল্য ঘোষও অশ্বিনীকুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্মৃতি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু কলকাতায় অশ্বিনীকুমার স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে জানান।

সি-এম-ডি-এ'র সব ঋণপত্র একদিনে বিক্রি

স্টাফ রিপোরটার

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলাপমেনট অথরিটি (সি এম ডি এ) সাড়ে ছয় কোটি টাকার জন্য শতকরা ৬ টাকা সুদের ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদী ঋণপত্র বুধবার বাজারে ছাড়েন। এই দিন বিকালের মধ্যেই ওই টাকার চেয়ে অনেক বেশি ঋণপত্র কেনার আবেদন আসায় ঋণপত্র বিক্রি সমাপ্ত ঘোষিত করা হয়।

ঋণপত্র গ্রহণের আবেদনকারীদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ আসে বোমবাইয়ের আর্থিক ও ব্যাংকিং সংস্থাগুলি থেকে। বাকিটা কলকাতার সংস্থাগুলি থেকে আসে।

এই সাড়ে ৬ কোটি টাকার বাজার ঋণ এবং রাজ্য পরিকল্পনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ থেকে মোট যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে সি এম ডি এ-র চলতি বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করতে সাহায্য হবে। চলতি বছরে (১৯৭০-৭১) ওই বাবদ ১৯ কোটি ব্যয় হবে বলে অনুমিত হয়েছে।

WANTED
HOME AGENTS

মাসিক ৭৫০ টাকা বা ভাল কমিশনে শাল, শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাকের অর্ডার সংগ্রহ করুন।

অনভিজ্ঞ ও বেকারদের পক্ষে শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাদি ও নমুনার জন্য লিখুন।

HIND AGENCIES (18)
4k, Kolhapur Road, Delhi-7.

কলকাতায় নব কংগ্রেসের লোকসভা প্রার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এম পি শ্রীঅমিয়নাথ বসু (আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ)।

যতদূর খবর, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রেও নব কংগ্রেসের কোন প্রার্থী থাকছেন না। এখানে পূর্বতন এম পি মহম্মদ ইসমাইল (সি পি এম) আবার দাঁড়াবেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই-এর শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী। তৃতীয় সম্ভাব্য প্রার্থী আদি কংগ্রেসের শ্রীজগন্নাথ পাণ্ডে।

নব কংগ্রেস ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেবেন না। বেলেঘাটা উত্তর কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষের বিরুদ্ধেও নব কংগ্রেসের কোন প্রার্থী থাকছে না।

নব কংগ্রেস রাসবিহারী কেন্দ্রে স্পীকার শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন। কাকে দেবেন অবশ্য এখনও তা ঠিক হয়নি।

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে পূর্বতন এম পি শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস সম্ভবত শ্রীজগদীশ সিংহকে মনোনয়ন দেবেন।

আদি কংগ্রেস সূত্রে জানা গেল, কোচবিহার পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্বতন সদস্য শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ নব কংগ্রেস ছেড়ে আদি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি হয়ত কোন কেন্দ্রের প্রার্থী হতে পারেন। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী শ্রীউমেশ মণ্ডল। এই কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী। তিনি গত নির্বাচনে ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন।

ফেডারেশন অব মুসলিম অ্যানড আদার মাইনরিটিজের প্রার্থী

ফেডারেশন অব মুসলিম অ্যানড আদার মাইনরিটিজের সভাপতি হিসাবে সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানান যে, দলের অনুমতি অনুসারে তাঁরা নব কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছেন। আপাতত তাঁদের দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে : মুরশিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা। দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জনাব মণ্ডল আবদুল মান্নান।

পি এস পি (সর্বভারতীয়) দলের প্রার্থী মনোনয়ন

পশ্চিমবঙ্গের পি এস পি (সর্বভারতীয়) আসন্ন নির্বাচনে লোকসভায় ৪ এবং বিধানসভায় ২৭ জন প্রার্থী দেবেন। দলের রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রীসমর গুহ এবারও মেদিনীপুরের কাঁথি কেন্দ্র থেকে লোকসভার প্রার্থী হচ্ছেন। দলের চেয়ারম্যান শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে বিধানসভার নির্বাচনপ্রার্থী।

পি এস পি এবার লোকসভার যে চারটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছেন সেগুলি হল : কাঁথি, দারজিলিং, হুগলি এবং রায়গঞ্জ। বিধানসভা : মেদিনীপুরের কাঁথিতে ৬, পশ্চিম দিনাজপুর ৪, বাঁকুড়া ১, ২৪ পরগনা ৩, জলপাইগুড়ি ৩, কলকাতা ২, হুগলি ২, বর্ধমান ১, হাওড়া ৩, পুরুলিয়া ১ এবং বীরভূমে ২ জন প্রার্থী থাকছেন।

দলের একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার জানান, দু-এক দিনের মধ্যেই নাম সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

রাসবিহারী কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী?

কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রে সি পি এম কাউনসিলার শ্রীশচীন সেনকে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট এই সপ্তাহের শেষ দিকে এক বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানারজি গত তিনটি নির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এবার শ্রী ব্যানারজি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে দাঁড়াতে রাজী নন। তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে চান।

এ ছাড়া মেদিনীপুর কেন্দ্রে সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির বিরুদ্ধে ইউ এল এফ-এর নির্দল প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ।

গতবার মেদিনীপুরের পিংলা থেকে সি পি আই প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত শ্রীগৌরাঙ্গ সামন্ত এবার ইউ এল এফ মনোনীত নির্দল প্রার্থী। তা ছাড়া নরঘাট এবং পটাশপুর কেন্দ্রেও ফ্রনটের নির্দল প্রার্থী দাঁড়াচ্ছেন।

সি আই টি ইউ-এর বক্তব্য

সেনটার অব ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর (সি আই টি ইউ) পশ্চিমবঙ্গ শাখার ওয়ারকিং কমিটি এক প্রস্তাবে আগামী নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট-এর মনোনীত প্রার্থীদের পূর্ণ সমর্থন জানাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার উক্ত কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাব নেওয়া হয়।

কমিটির ওই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনে 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ষড়যন্ত্রকারী এবং সংযুক্ত বাম আন্দোলন ভঙ্গকারী'-দের পরাজিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে কৃষক ও গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পৌরকর্মী ফেডারেশনের প্রার্থী

পশ্চিমবঙ্গ পৌরকর্মী ফেডারেশন সাম্প্রতিক এক সভায় মিলিত হয়ে আগামী নির্বাচনে বিধানসভার তিনটি কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী দাঁড় করাবেন বলে স্থির করেন। ওই তিনজন হলেন : ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার বালি কেন্দ্রে; সহ-সভাপতি শ্রীঅসীম মজুমদার নদীয়ার চাকদহ কেন্দ্রে; সহ-সম্পাদক শ্রীচিত্ত দত্ত মালদহ কেন্দ্রে।

হাওড়া জেলা এস এস পি-র সিদ্ধান্ত

রবিবার হাওড়া জেলা সংযুক্ত সোস্যালিসট পারটির (অফিসিয়াল) এক সম্মেলনে হাওড়া সদর লোকসভা এবং হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ এবং বালি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি রাজ্য কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী আনিমা বিশ্বাস।

ওদিন সর্বশ্রী অর্ধেন্দু বসুকে সভাপতি ও ললিতাপ্রসাদ অস্তানকে সম্পাদক করে চলতি বৎসরের কর্মসমিতি গঠন করা হয়।

শঙ্করদাস ব্যানারজি প্রার্থী হচ্ছেন না

শ্রীশঙ্করদাস ব্যানারজি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তিনি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রী ব্যানারজি ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি—তবে তার আগে ১৯৬৭ সালে তেহট্ট থেকে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তৎপূর্বে ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে শ্রী ব্যানারজি নদীয়া জেলা থেকে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে একবার স্পীকার এবং পরের বার মন্ত্রী হয়েছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনায় ১৯৬৩ সালে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

দেবেন সেনের বিরুদ্ধে কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস নেতা

আসন্ন নির্বাচনে লোকসভার আসানসোল কেন্দ্রে এস এস পি নেতা শ্রীদেবেন সেনের বিরুদ্ধে কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি এন শুক্লা দাঁড়াচ্ছেন। কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেসও এস এস পি-র অনুমোদিত।

শ্রী শুক্লা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আসানসোল এবং উখরা বিধানসভা এবং আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীসেনের সঙ্গে ইন্দিরার দলের গোপন আঁতাতের বিরুদ্ধেই তিনি প্রার্থী হচ্ছেন।'

আর এস পি কতজন প্রার্থী দিচ্ছেন

আর এস পি আসন্ন নির্বাচনে বিধানসভায় ৪০ এবং লোকসভায় ৫টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য কমিটির চতুর্থ দিনের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আর এস পি মুরশিদাবাদের ১৪টির ১২টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিচ্ছেন। এ ছাড়া পশ্চিম দিনাজপুরে ৫, বাঁকুড়া ৩, বর্ধমান ২, মেদিনীপুরে ২ নদীয়া ১, বীরভূম ১, ২৪ পরগনা ৩, এবং মালদহে ১ জন প্রার্থী দাঁড়াচ্ছেন।

দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমাখন পাল বৃহস্পতিবার জানান, তাঁদের প্রার্থী তালিকা বের হওয়ার পর বিভিন্ন আসনে সমঝোতার ব্যাপারে কথা বলবেন।

নির্বাচনের কাজে সওদাগরি ব্যাঙ্ক কর্মীর সাহায্য প্রার্থনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না হয় তাই দেখতে হবে বলে তিনি বলেন।

বাংলাদেশে যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক নির্বাচনী কর্মী পেতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন কেন বেকার গ্র্যাজুয়েটদের এ কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে না, জনৈক সংবাদিকের এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাঘবন বলেন যে, শিক্ষকদের মধ্যে এ কাজে ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। একেবারে আনকোরা লোক দিয়ে নির্বাচন চালানোর অসুবিধা আছে। ট্রেনিং দেওয়ার মত সময়ও নেই। তা ছাড়া একবার যদি কাউকে সাময়িকভাবে এ কাজে নিয়োগ করা হয় তখন......। স্মিতহাস্যে শ্রীরাঘবন বলেন, বাকিটা আপনারাই বুঝে নিন। আমার কিছু বলতে হবে না।

শ্রীরাঘবন জানান, এদিন এস ইউ সি'র পক্ষ থেকে শ্রীসুবোধ ব্যানারজি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'আইডেনটিটি স্লিপ'-এর কাউনটারফয়েল-এ অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট দলীয় প্রতীক ছাপাবার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানান। শ্রীব্যানারজি বলেছেন, ভোট দেওয়ার আগে অবশ্যই স্লিপ-এর ওই অংশটি ছিঁড়ে ফেলা হবে। শ্রীরাঘবন তাঁকে বলেছেন যে, এই বিষয়টি তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানাবেন। তাঁর নিজের কিছুই এই ব্যাপারে করার নেই।

শ্রীবিদ্যুৎ বসু (বিদ্রোহী পি এস পি) জানিয়েছেন যে, তাঁর দলের প্রার্থীদের জন্য যেন হলধর—প্রতীক দেওয়া হয়। (হাল ধরা অবস্থায় মানুষ)। এটি বি কে ডি'র প্রতীক চিহ্ন। যেহেতু এখানে বি কে ডি'র প্রার্থী নেই সে জন্যই তাঁর এই অনুরোধ। সোস্যালিস্ট পারটির শ্রীকালী দাস চেয়েছেন প্রতীক হিসাবে 'হালচাকা'। সি পি এম-এর শ্রীনীরেন ঘোষ অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদনপত্রগুলি ব্যাপকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

শ্রীরাঘবন ওই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের আশ্বাস দেন।

দুজন নির্দলীয় প্রার্থী একই প্রতীকের জন্য দাবিদার হলে সে ক্ষেত্রে প্রাক্তন সদস্য ছিলেন এমন প্রার্থীই ওই প্রতীকটি পাবেন নির্বাচনী কমিশন সম্প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছেন। দুজন প্রার্থীই যদি নতুন হন, তা হলে লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ণয় করা হবে।

পুলিশের বক্তব্য

আসন্ন নির্বাচনে বিধানসভা ও লোকসভা প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ব্যবস্থা করা হবে কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শ্রী এস চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন যে, এ বিষয়ে সরকার কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা তা তিনি জানেন না।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, নির্বাচনের সময় কলকাতা পুলিশের সাহায্যে অতিরিক্ত বাহিনী প্রয়োজন হবে। তবে কত প্রয়োজন—তা নির্ভর করছে অবস্থার উপরে।

"অজন্তা হাওয়াই"-এর বিজ্ঞপ্তি

সকল হাওয়াই চপ্পল প্রস্তুতকারক, স্টকিস্ট ও খুচরা দোকানদার এবং জনসাধারণ-এর জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, গত ২রা নভেম্বর ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশন নং ২৩২৯০৯ দ্বারা রবারের হাওয়াই চপ্পল, সোলে বা স্ট্রাপে আমাদের জনপ্রিয় নাম এবং ট্রেড মার্ক "অজন্তা হাওয়াই" আমাদেরই নামে রেজিস্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা "অজন্তা হাওয়াই" নাম এবং ট্রেড মার্ক নকল করিয়া যাহারা নকল হাওয়াই চপ্পল, সোল বা ফিতে প্রস্তুত করিবে/স্টক করিবে/দোকানে রাখিবে বা বিক্রয় করিবে তাহারা আইনত দণ্ডিত হইবে।

হাওয়াই চপ্পলে সেরা নাম
Ajanta HAWAI
২৩২৯০৯ নম্বরে ট্রেড মার্ক রেজেস্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

বিনীত
ইস্টার্ন রবার ওয়ার্কস
৭-এ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফ্যাক্টরী : ৪৬/১এ, ডি সি দে রোড
কলিকাতা-১৫

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

২৮-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা টিকিট নং D-309559

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. B-140011	2. F-144167	3. B-435498	4. E-236442
5. B-091885	6. A-426895	7. B-111979	8. B-068115
9. F-018273	10. F-175866	11. F-342793	12. D-146495
13. E-182540	14. E-481295	15. F-416864	16. A-096558
17. F-129374	18. C-295882	19. E-024058	20. F-493554

আজই আপনার টিকিট কিনুন। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক খেলার ১১ লক্ষ টাকার ১ম পুরস্কার এবং হাজার হাজার অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। এক একটি দিন চলিয়া যাওয়ার অর্থ এক একটি সুযোগ হারানো।

দ্রষ্টব্য : কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস

বিষয় : হলদিয়া রিফাইনারি সাইটে আনুমানিক ৫০০০ এম³ মাঝারি মোটা বালি সরবরাহ ও ডেলিভারি।

হলদিয়াস্থ হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের জন্য "হলদিয়া রিফাইনারি সাইটে আনুমানিক ৫০০০ এম³ মাঝারি মোটা বালি সরবরাহ ও ডেলিভারি"-এর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত জেনারেল ম্যানেজার, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট অব ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন), হলদিয়া-পক্ষে প্রকৃত অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের কাগজপত্র নিম্নোক্ত অফিসে দেখা যাইবে এবং এক প্রস্থ টেণ্ডারের কাগজপত্র বাবদ অফেরৎযোগ্য নগদ ১০ টাকা (দশ টাকা) আদায় দিয়া ১-২-৭১ তারিখ হইতে ৬-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের কাজের সময় তথা হইতে পাওয়া যাইবে।

অফিস অব দি চীফ এঞ্জিনিয়ার,
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট
পোঃ অঃ হলদিয়া
জেলা মেদিনীপুর।
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার উপরোক্ত অফিসে ৮-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৪টায় উপরোক্ত অফিসে টেণ্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হইবে।

টেণ্ডারের সঙ্গে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৩,৫০০ টাকা।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার জেনারেল ম্যানেজার, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, আই. ও. সি. লিঃ কর্তৃক সংরক্ষিত।

(৭২৫০)

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

স্যুটকেসে বাঘের বাচ্চা

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার দমদম বিমান বন্দরে শুল্ক বিভাগের লোকেরা এক যাত্রীর স্যুটকেস থেকে দুটি বাঘের বাচ্চা পায়।

বাচ্চা দুটি একান্তই বাচ্চা—দেড় মাস মাত্র বয়েস। ইতালীয় ভদ্রলোক দেশে যাচ্ছিলেন। তাঁর দুটি স্যুটকেসের একটিতে দুটি বাঘের বাচ্চা ও অপরটিতে বেশ কিছু বাঘের ছাল ছিল। বমাল লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

'যুব সমস্যা' নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোমবার কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হলে একটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ইনডিয়ান ফোরাম অব ইয়ুথ। এতে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যুব সমস্যা। প্রবীণ ও নবীন বক্তারা এতে অংশ গ্রহণ করেন। বিচারপতি এস এ মাসুদ যুব সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, যুব সমস্যার সমাধান দেশের যুবকদেরই করতে হবে। শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, সমাজকে বাদ দিয়ে যুব সমাজকে ভাবা যায় না। অধ্যক্ষ প্রীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রীনীরদ সরকারও যুব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ বর্তমান যুব অশান্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, এতে হতাশ হবার কিছু নেই। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শক্তির প্রবাহ

সবচেয়ে সেরা ব্যাটারী
স্ট্যাণ্ডার্ড
এখানে পাবেন—

পূর্বাঞ্চল স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাটারীস লিমিটেড ১-বি, কনভেন্ট রোড, এণ্টালী, কোলকাতা-১৪	অটো ইণ্টারন্যাশনাল, ১০, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কোলকাতা-১৩	যাত্রী এণ্ড কোং, ৬৩/এ, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কোলকাতা-১
হাওড়া মোটর এ্যাকসেসরিস এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৩/১, ম্যাঙ্গো লেন, কোলকাতা-১	বানসেন অটো ইলেকট্রিক, ১১৩, শরৎ বসু রোড, কোলকাতা-২৯	স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাটারীজ লিমিটেড, ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড, কটক
ক্যালকাটা মোটরকার এণ্ড ইলেকঃ কোং, ৯-এ, ডালহাউসী স্কোয়ার ইস্ট, কোলকাতা-১	ওয়েলডন এজেন্সীস, পি-২১, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কোলকাতা-১৯	সাগরমল গিরিধারীলাল, নয়া সারক, কটক-২

ক্লারিয়ন-S.T.B. 14471

সকল স্পেয়ার একই দেখতে মানি
কিন্তু নকল স্পেয়ার প্রাণহানি করে জানি

কেবল সিডি-টিভিএস
ফুল-এয়ার/
এয়ার-এ্যাসিস
ব্রেক-এর আসল
স্পেয়ার তৈরী করে

যেমন,
কম্প্রেশারের কাজ দেখুন :
এয়ার-ব্রেকে এ অত্যন্ত দরকারি উপকরণ, কারণ এই দিয়ে ব্রেক লাগানোর জন্যে জরুরী এয়ার-প্রেশার তৈরী হয়। কম্প্রেশার, সিঙ্গল বা টুইন সিলিণ্ডার—দু রকমের তৈরী হয়।
মাত্র একটি নকল স্পেয়ারও সুরক্ষার হানি করে!
নকল স্পেয়ার প্রাণহানি করে!
সবসময় চাইবেন আসল সিডি-টিভি এস স্পেয়ার পার্টস

CD TVS
সুন্দরম ক্লেটন লিঃ)
টিভি এস কোম্পানী গোষ্ঠীর সদস্য
পাডি, মাদ্রাজ-৫০

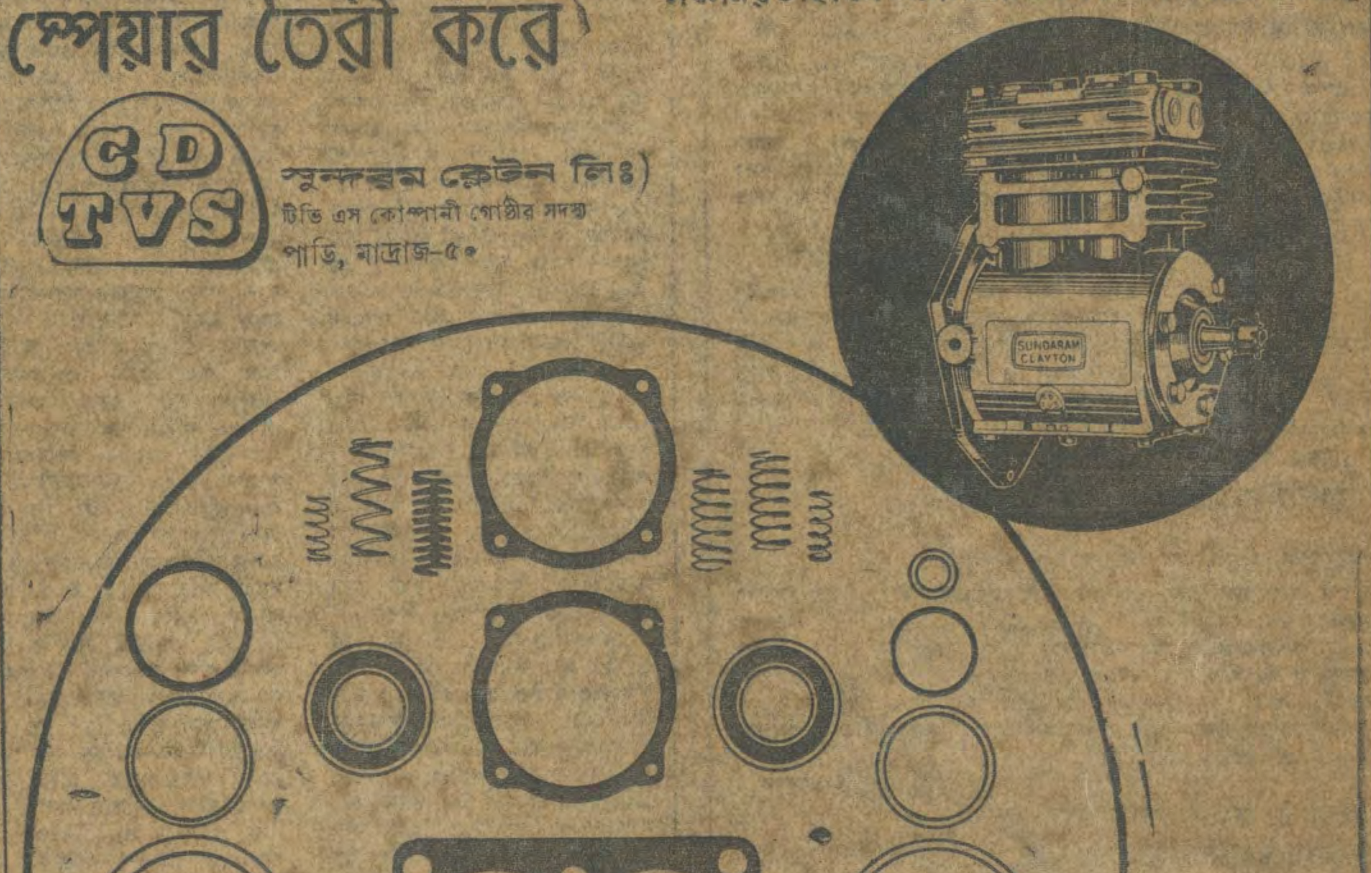

FDSSC 1341 BN

ভেহিকল প্রস্তুতকারকদের ডিস্ট্রিবিউটর এবং আমাদের রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউটরদের নিকট পাওয়া যাবে।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও ওড়িশার ডিস্ট্রিবিউটর :
দি হাওড়া মোটর কোং প্রাঃ লিমিটেড, ১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, পোস্ট বক্স নং ২২৬৩, কলিকাতা-১

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং·কলি·ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

চৈতালী/বিশ্বজিৎ, তনুজা

সুবাহ্ কাহি শাম কাহি/রূপক, কল্যাণী

• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• আল্‌ফালফা টনিক
• ক্যাসিনা সিরাপ
• কিংস হোমোটোন
• ইউট্রোটোন্

প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
২০বি, পার্শী বাগান লেন কলিকাতা-৯

GRACE/K/31/70

আগামী সপ্তাহে 'নবরাগ'

এস এম ফিলমসের নবরাগ আগামী সপ্তাহে, ৪ ফেবরুয়ারি, মিনার, বিজলী, ছবিঘর সিনেমায় মুক্তি পাবে। শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত চিত্রটির প্রধান উপজীব্য মধুর রস। শ্রীবিজয় বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মুখ্য দুটি চরিত্রের রূপকার : উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন। ওই দুই শিল্পীকে অনেকদিন পরে এই ছবিতে দেখা যাবে।

'সাগিনা মাহাতো' চিত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

"সাগিনা মাহাতো" (বাংলা) চিত্রের প্রদর্শনীর সুবর্ণ জয়ন্তী গত বছরের শেষাংশের ঘটনা। সেই সাফল্যের স্মারক অনুষ্ঠান হল ১৫ জানুয়ারি নিউ থিয়েটারসের দুই নম্বর স্টুডিওতে।

প্রায় এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে প্রযোজক শ্রীহেমেন গঙ্গোপাধ্যায় দর্শক সাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নায়ক শ্রীদিলীপকুমার পরিচালক, প্রযোজক ও কলাকুশলীদের সাধুবাদ জানান। কী নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পী আর কলাকুশলীরা এই ছবির জন্য কাজ করেছেন, আন্তরিকতার সঙ্গে তার উল্লেখ করেন পরিচালক শ্রীতপন সিংহ।

শ্রীমতী রমা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মিনি কাপুর ছবির শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের হাতে নানা উপহার অর্পণ করেন। লেখক, পরিচালক ও দুই প্রযোজকের (শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী জে কে কাপুর) জন্যও স্মারক উপহার নির্দিষ্ট ছিল। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সবশেষে জানালেন, রূপশ্রী ইনটারন্যাশনাল ও ইসটারন সারকিটের কর্মীদের বোনাস দেওয়া হবে।

'ক্যালকাটা—এ ডুমড্ সিটি' আজ থেকে কলকাতায়

ফিল্‌মস ডিভিশন প্রযোজিত এবং বীরেন দাস পরিচালিত তথ্যচিত্র 'ক্যালকাটা—এ ডুমড্ সিটি' আজ কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। মোট তেরটি ভাষায় এ-ছবি নির্মিত। কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর, শিল্পপতি শ্রী জি কে ভগৎ, কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেনট অথরিটির সম্পাদক শ্রীশিবরাম কৃষ্ণান এবং সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ—এই চারজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে চিত্রটি রচিত।

কলামন্দিরে জলসা

ভবানীপুরের অচিন্ত্যমোহন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের সাহায্যার্থে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কলামন্দিরে আগামী ১৫ ফেবরুয়ারি এক জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, ভি বালসারা প্রভৃতি।

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহের নতুন দেশী ছবি দুখানি শাওয়ান-ভাদোঁ ও জোহর-মেহমুদ ইন হংকং। দুখানিই রঙিন হিন্দী চিত্র, ইসটম্যানকালারে তোলা।

ডি-লুকস ফিলমসের শাওয়ান-ভাদোঁ আজ, শুক্রবার, সোসায়েটি, গ্রেস, এনটালি, কালিকাসহ শহর ও শহরতলিতে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। শ্রীমোহন সেহগল-পরিচালিত এই চিত্রটি ইতিপূর্বে ভারতের নানা অঞ্চলে দেখানো হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছবিটির প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবীন, রেখা, শ্যামা, আগা। সোনিক-ওমি চিত্রটির সংগীত পরিচালক।

জোহর-মেহমুদ ইন হংকং আজ, শুক্রবার, থেকে দেখানো হচ্ছে ম্যাজেসটিক, নাজ, উত্তরা, উজ্জ্বলা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে। প্রমোদ উপাদানে পূর্ণ কৌতুক চিত্রটির প্রধান দুই শিল্পী অবশ্যই আই এস জোহর এবং মেহমুদ। আর তিন বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন সোনিয়া সাহনি, অরুণা ইরানি ও প্রাণ। এস এ আকবর চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। ছবিটির সুরকার-সংগীত পরিচালক কল্যাণজী-আনন্দজী।

জোহর-মেহমুদ ইন হংকং/জোহর, মেহমুদ

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

এখানে পিঞ্জর
(কলা-মন্দির)

সমকালীন সমাজ আর তার সমস্যার প্রতিরূপ আজকাল মাঝে মাঝে বাংলা ছবিতে অংশত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আশার কথা। আলোচ্য চিত্রেও তার কিছু আভাস আছে। আজকের যুবশক্তির উন্মাদনা, বিশৃঙ্খলা-প্রবণতা, হতাশা ইত্যাদির সপক্ষে আমরা প্রায়শ নানা যুক্তি শুনে থাকি। কিন্তু সুস্থ জীবনযাত্রার প্রতি ক্রমবর্ধমান এই বিরূপেতা আর অনীহার মধ্যে এক দিকে দায়িত্বহীনতা, অন্যদিকে বড় রকমের মিথ্যা আর ফাঁকি যে আছে, তার ইঙ্গিত এখানে পিঞ্জর চিত্রে পাই। বিশেষত, ছবিটির নায়ক-উচ্চারিত কিছু সদর্থক সংলাপে।

এই দিক দিয়ে যাত্রিক-পরিচালিত চিত্রটিতে চিন্তার কিছু উপাদান ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা প্রকৃত অর্থেও তাৎপর্যপূর্ণ হত, যদি পরিচালক বিষয়ের বিন্যাসে বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেন, যদি, ধরা যাক, কাহিনী এবং তার সামাজিক পটভূমি, দুই-ই এক্ষেত্রে হত বিশ্বাস্য। সেখানে বাস্তবতার লক্ষণ কম; সাজানো চেহারা ধরা পড়ে সহজেই। আর ইচ্ছাপূরণের সূত্রে নিয়ন্ত্রিত গল্পে প্রাধান্য ভাবাবেগের। সরলীকরণের যোগ স্পষ্ট।

সে যাই হোক, দর্শকদের গরিষ্ঠাংশ ভাবাবেগ পছন্দ করেন যদি তা নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে তার ব্যবস্থা আছে, যদিচ অনেক চরিত্র চেনা ছাঁচে ঢালাই করা, আর প্রধান চরিত্রের ক্রিয়াকর্ম নিতান্তই স্বপ্নসম্ভব। সেই প্রধান চরিত্র অর্থাৎ নায়ক অমল (যে লেখক; যার অনেক টাকা; আর যেহেতু নায়ক সেই কারণে যথারীতি যে আত্মীয়-পরিচয়হীন) সুস্থ-জীবনে-ফিরে-আসতে-ইচ্ছুক এক ওয়াগন-ব্রেকারকে চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেনি। অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত যুবকটির—নবেন্দু যার নাম—মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। কলকাতা থেকে কিছু দূরে, মৃত নবেন্দুর বাবা-মার অভাব-পীড়িত সংসারে এই দুঃসংবাদ দিতে গিয়ে কীভাবে নায়ক ওই সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা আর সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল, অথবা সেই সবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল তা-ই নিয়েই নাটক। নবেন্দুর মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দায়ী ভাবছিল; এই সংসারের দুঃখ-ক্লেশ, নবেন্দুর বোন নীলার অন্যায় পথে অর্থ-উপার্জন, ছোট ভাইয়ের সমাজ-বিরোধী কর্মপ্রবণতা ইত্যাদির জন্যও। "প্রায়শ্চিত্ত" করবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প, সহৃদয় নায়ক ওদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনবার জন্য যা যা করল, সেই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। এইটুকু বলা-ই যথেষ্ট যে, ঘটনার ধারা এমনিতে অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। সংশিল্ষ্ট অপরিচিত পরিবারে স্বল্পকালের মধ্যে পরম আত্মীয়রূপে নায়কের প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তার হাজার হাজার টাকা দান, বুদ্ধির খেলায় খল-চরিত্রের পরস্ত করা, দুঃসাহসিক কাজ—এই সব ব্যাপারেই লেখক-নায়ক আসলে অনেকখানি সিনেমার নায়ক। মধ্যবিত্ত সম্মানবোধে আচ্ছন্ন নীলার মানসিকতা আর আচরণও ঠিক মফঃস্বল শহরের অনধিক-শিক্ষিত মেয়ের মত নয়, বরং নায়িকা-সুলভ বলা-ই সঙ্গত। এই প্রেক্ষিতে নায়ককে ওর ভুল বোঝার ব্যাপারটা অনিবার্য। আর ছবির সন্তোষজনক পরিণতিও প্রত্যাশা অনুযায়ী।

কাঠামোয় বহুলাংশে ধারানুগ হলেও নাট্যের বিস্তার (মূল কাহিনী : প্রফুল্ল রায়; চিত্রনাট্য ও সংলাপ : প্রশান্ত দেব) পরদায় মোটামুটি আকর্ষক। স্বচ্ছন্দগতি চিত্রটির দৃশ্য-বিন্যাস সুশৃঙ্খল। নাট্য-পরিস্থিতি-রচনার কুশলতা এবং উপস্থাপনার গুণও উল্লেখযোগ্য। একপক্ষের সহানুভূতি ও মানবিক আচরণ আর অন্যপক্ষের দ্বিধা-সংশয়—এই আলোছায়ার মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ নিপুণ। সংলাপের বিশেষ প্রশংসা করা চলে। চাতুর্য এবং বাঞ্ছিত তীক্ষ্ণতা ছাড়া নাট্যদৃশ্যের দাবি অনুযায়ী সেখানে আবেগ আর কোন-কোন জায়গায় গভীরতার স্পর্শও অনুভব করা যায়। ছবির বেশ কিছু অংশ স্টুডিওর বাইরে তোলা হয়েছে। বহির্দৃশ্যপর্যায়গুলির ব্যবহার সুচিন্তিত এবং সুষ্ঠু। আভ্যন্তরে দৃশ্য রচনায় যত্নের ছাপ স্পষ্ট। এ-ছাড়া দুই-একটি সূক্ষ্ম কাজও ছবিতে আছে। যেমন, নায়কের একটি অবচেতন ইচ্ছা আর সংকল্প বোঝানো হয়েছে ট্রেনের শব্দ দিয়ে। ফোটোগ্রাফি (অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা) এবং সম্পাদনার (সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়) কাজও পরিপাটি।

অভিনয়াংশ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। নায়ক, এখানে অনুমান করা যায়, প্রায় মধ্যবয়সী; চশমা-চোখে উত্তমকুমার সেই চরিত্রে বাঞ্ছিত মর্যাদা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এ-চরিত্রে যে যে গুণ আরোপিত, সে-সবই সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আচরণে। সদর্থক বিশ্বাস, সহৃদয় ভাব—সেই সঙ্গে নিজের অপরাধবোধজনিত যন্ত্রণাও। নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ জানানোর দৃশ্যে তাঁর নীরব অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী। নীলার ভূমিকায় সাদাসিধে সাজে অপর্ণা সেনের অভিনয়ে আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভূত। চরিত্রটির দ্বন্দ্ব-সংশয় তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন, অনায়াসে উপনীত হয়েছেন এক ভাব থেকে ভাবান্তরে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের নবেন্দু যথাযথ। এ-ছাড়া ভাল অভিনয় করেছেন : গৌর শী (নবেন্দুর বাবা), অপর্ণা দেবী (মা), কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (ছোট ভাই), রত্না ঘোষাল, দোলনচাঁপা (দুই বোন), জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ প্রভৃতি।

ভূপেন হাজারিকা-কৃত আবহ-সংগীতের প্রয়োগ পরিমিত। অতুলপ্রসাদের একটি গানের ("একা মোর গানের তরী") ব্যবহার (যন্ত্রসংগীত ছাড়া) চমৎকার। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহাগ রাগে বাঁধা এই গানটি গেয়েছেনও অপূর্ব। বাকি দুটি গান অনুল্লেখ্য।

সংবাদ-কণা

কলকাতা ১৬-এর ১৭ ক্যামাক স্ট্রীটের সাততলায় শনিবার এক সংগীত আলোচনা-সভা। বক্তা : বাহাদুর খাঁ ও শংকর ঘোষ। অনুষ্ঠানারম্ভ সন্ধ্যা ৬॥টায়।

সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলন

অনামী শিল্পীরা তো বটেই, নামী শিল্পীরাও যে আজকাল প্রায়-ফাঁকা আসরের শিকার হচ্ছেন, কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলন (১১-১৬ জানুয়ারি) তারই এক দৃশ্য দেখলাম। এই সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ যখন মারুবেহাগের রাগরূপকে সঞ্জীবিত করে তুলছিলেন, তখন মনে জাগছিল একটি প্রশ্ন : শিল্পীর গানে যদি ফাঁকি না থাকে, তবে আমাদের সংগীত প্রীতিতেই বা তা থাকবে কেন? আরেকটি আসরে ইনি যখন সুশৃঙ্খল বিন্যাসে দরবারী ও বসন্ত গাইছিলেন, তখন অতীতের গঙ্গুবাঈকে যেন আবার নতুন করে ফিরে পেয়েছিলাম। একই আশা ছিল সরস্বতী রাগের ক্ষেত্রেও। কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি। এ'র শুদ্ধকল্যাণ ও পূর্বাকল্যাণ কোনটাই মনে দাগ রেখে যেতে পারেনি।

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে আরতি বাগচীর কণ্ঠে ইমন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। রাগরূপ প্রকাশের মনোহর আঙ্গিক, তার সঙ্গে আবেগের শিল্পসম্মত সমন্বয়ের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। মধ্যলয়ে পরিবেশিত তারানা

প্রতিবাদ/মৌসুমী

এবং সবশেষের ঠুংরিটিও চিত্তগ্রাহী। যতখানি যত্নসহকারে বিলাসখানির বিষণ্ণতাকে সুললিত বিস্তারে ব্যক্ত করেছিলেন শিপ্রা বসু তানের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নজর তিনি দেননি। তবে ঠুংরি শিপ্রার কণ্ঠে যথারীতি সুখ-শ্রাব্য। শ্রীকল্যাণকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে শান্তি মুখারজি যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। কাজল চক্রবর্তীর কলাবতী খেয়ালও বেশ পরিপাটি।

শেষ রাত্রে রঞ্জশ্রী রাগে খেয়াল গেয়েছিলেন কুমকুম ভট্টাচার্য। নতুন রাগ রূপায়ণের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন মনে হল। বরং কুমকুমের ভজন ভাল লেগেছে। সারাফত খাঁ একেবারে খাঁটি রঙ্গীণ রীতিতে এবার খেয়াল শোনালেন। পটমঞ্জরী ও বৈরাগী রাগ দুটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা তিনি যেমন দক্ষতার সঙ্গে করেছেন, তেমনই কুশলতা দেখিয়েছেন বোলতান, গমকতান এবং সরগম-এর ক্ষেত্রে।

চিন্ময় লাহিড়ীর কুশীলব খেয়ালের তান এবং সরগম-এর প্রকার ছিল শোনার জিনিস। সুরের পথ পরিক্রমায় ললিতা ও রাগেশ্রীর শিল্পসম্মত মিশ্রণ সুন্দরভাবে তিনি দেখিয়েছিলেন। উপভোগ্য ঠুংরিটিও। বিজয় চক্রবর্তী প্রথম অধিবেশনে ললিতা গেয়েছিলেন। বিস্তারের অংশটি রসসমৃদ্ধ। তানকর্তব বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ। শ্যামকল্যাণ গেয়েছিলেন পঞ্চম আসরে নিতাই দাস সান্যাল। আমীর খাঁর শিষ্য এই শিল্পীর গায়কী গুরুর অনুসারী।

যন্ত্রের আসরে আমজাদ আলি নন্দকোষ পরিবেশন করে নিঃসন্দেহে খুশী করেছেন। বাজনার শেষে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন এবং শ্রোতাদের তরফ থেকে আরও বাজানোর অনুরোধ তার প্রমাণ। কিন্তু সময়াভাবের ফলে এ অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি। গতটিও তিনি সুন্দর মেজাজে বাজিয়েছিলেন। যন্ত্র-সংগীতের আসরে তাঁরই ছিল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। নিখিল ব্যানারজি ললিত বাজিয়েছিলেন সুশৃঙ্খল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে। তবুও বলব, এই রাগটি অন্য আসরে তাঁকে আরও জমিয়ে বাজাতে শুনেছি। মণিলাল নাগের মালকোষ প্রসঙ্গেও ওই কথা। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাজনায় ক্রমোন্নতির পরিচয় যেমন পেয়েছি তেমন পেয়েছি রেওয়াজেরও। তবে তাঁর বেহাগের কিছু কিছু অংশ অগোছালো। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের বাগেশ্রী এঁদের তুলনায় নিষ্প্রভ। বেহালার দুটি অনুষ্ঠানের শিল্পী রবীন ঘোষ ও ভুবনেশ্বর মিশ্র বাজিয়েছিলেন যথাক্রমে মালগুঞ্জী ও মহেশ্বরী। ভুবনেশ্বর মিশ্রর হাতটি খুবই মিষ্টি। আর রবীন ঘোষ খুব রেওয়াজী।

ছবির মত নেচেছেন কুমকুম দাস। তাঁর ওড়িশী নৃত্যে অভিনয় যেমন সুন্দর, তেমনই সুষ্ঠু অঙ্গবিন্যাস মনে রাখার মত কথক নেচেছেন শ্রীলেখা মুখারজিও।

সঙ্গতের প্রসঙ্গে এসে প্রথমেই মনে পড়ছে শান্তাপ্রসাদের কথা। অনবদ্য তাঁর সংগতের সহজাত সৌকর্য। তাল সংগম অনুষ্ঠানে তবলা যেন কথা বলেছে তার হাতে। জবাব নেই কুমারলাল আর কৈলাসেরও। সম্মেলনে অন্যান্য সংগতীয়াদের মধ্যে ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য, শ্যামল বসু, বিশ্বনাথ বসু, নবকুমার পাণ্ডা, মদন মিশ্র ও পরিমল পাল।
—সুররসিক।

স্টুডিও ধর্মঘট : নানা মত

মিনিমাম ওয়েজ এবং আরও কয়েকটি দাবিতে কলকাতার স্টুডিও-কর্মী এবং কুশলীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। গত সপ্তাহ থেকে (১৯ জানুয়ারি) তাঁদের এই ধর্মঘট চলছে এবং এখনও (এই লেখা ছাপা হবার সময় পর্যন্ত) তার কোন মীমাংসা হয়নি। মাত্র দুটি স্টুডিও এবং দু-একটি ল্যাবরেটরির কর্মীদের দাবি মেনে নিয়েছেন এবং সেখানে কাজ চলছে। কিন্তু তার সংখ্যা নামমাত্র। বেশির ভাগ বাংলা ছবির কাজ আপাতত বন্ধ।

বাংলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যে পরিমাণ কর্মী ও কুশলী যুক্ত, তার শতকরা কুড়ি ভাগের মত স্টুডিওর নিজস্ব কর্মী। বাকি আশীভাগ ফ্রি-লানসার। অর্থাৎ কোন ছবির কাজ যতদিন চলবে, ততদিনই তাঁদের চাকরি, তারপর বেকার। তাঁদের এই চাকরির সঙ্গে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরা তাঁদের মাইনে অথবা চুক্তির টাকা পান প্রযোজকের কাছ থেকে। ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চাকরিও শেষ।

এই ধর্মঘটের ফলে সেই সব ফ্রি-লানস কর্মীরা খুবই মুশকিলে পড়েছেন। কিন্তু সমগ্র কর্মী সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে তাঁরা এই ধর্মঘটে সমর্থন জানাচ্ছেন। ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিসিয়ানস, সিনে টেকনিসিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এবং সিনে টেকনিসিয়ানস ওয়ারকারস ইউনিয়ন—এই তিনটি সংস্থা সমবেতভাবে এই ধর্মঘট ডেকেছেন। ফ্রি-লানস কর্মীদের অধিকাংশই এই তিনটি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এর বিরোধিতা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মঘট বেশিদিন চললে ফ্রি-লানস কর্মীরা কিভাবে সংসার চালাবেন—সেই চিন্তায় অনেককেই চিন্তিত দেখা যাচ্ছে।

যে সব প্রযোজকের ছবির মুক্তি আসন্ন, তাঁরাও ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের ছবির স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির কাজ শেষ হয়ে গেলেও ছবির প্রিনটগুলি ল্যাবরেটরিতেই সংরক্ষিত। মুক্তির সময় তাঁরা সেই সব প্রিনট হাতে পাবেন কিনা, কিংবা তা নিয়ে কোন গোলমাল দেখা দেবে কিনা—সেটাও তাঁদের মহা চিন্তা।

ব্যস্ত শিল্পীদের নিয়ে যে সব প্রযোজক ছবি করছিলেন, তাঁরাও খুব মুশকিলে পড়ে গেছেন। এই সময়ে তাঁরা শিল্পীদের যে ডেটগুলি পেয়েছিলেন, তা কাজে লাগাতে পারছেন না। ধর্মঘট মিটে যাবার পর আবার কবে তাঁরা ডেট পাবেন তা অনিশ্চিত। এছাড়া যাঁরা সুদে টাকা ধার নিয়ে ছবির কাজ চালাচ্ছিলেন, তাঁরাও মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। সুদের টাকা সমেত তাঁদের ছবির প্রোডাকসন কসট যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, তা আদৌ ঘরে তুলতে পারবেন কিনা—সে সব ভেবে শঙ্কিত।

প্রযোজকদের আরও একটি ভাবনার কারণ—তাঁরা কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছেন, স্টুডিওর ভাড়া নাকি বাড়বে। স্টুডিওর মালিকরা নাকি বলছেন যে, মিনিমাম ওয়েজ যদি দিতে হয়, তাহলে ভাড়া বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা যদি হয়, তাহলে ছবি পিছু ছ-সাত হাজার টাকা খরচ বেড়ে যাবে। বাংলা ছবির বর্তমান যে বাজার, তাতে এই অতিরিক্ত ছ-সাত হাজার টাকার ঝুঁকি নেওয়া খুবই বিপজ্জনক।

স্টুডিও মালিকদের অনেকে মনে করছেন, প্রযোজকরা ভাড়া বাড়াতে যদি রাজীও হন, তাহলেও নাকি তাঁদের আয় এমন কিছুই বাড়বে না, যাতে অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকি নেওয়া যায়। কারণ, ভাড়া বাড়ানোর ফলে ছবির ইনডোরের কাজ প্রযোজকরা যতটা করতেন, তা কমিয়ে আউটডোরে বেশি শুটিং করার প্রবণতা দেখা দেবে। অতঃপর যে গল্পে আউটডোরের প্রাধান্য বেশি, তেমন গল্প নির্বাচনের ঝোঁক দেখা দেবে প্রযোজকদের মধ্যে। সুতরাং আর্থিক দিক থেকে তাঁরা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন, এমন কি কিছুটা কমেও যেতে পারে।

প্রযোজকদের কেউ কেউ আবার অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে, আউটডোরে ছবি করলে স্টুডিও ভাড়া যেমন লাগে না, তেমনি আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ বেড়ে যায়। কাজেই ও রাস্তায় গিয়ে কোন লাভ নেই।

ধর্মঘট যাঁরা করছেন, সেইসব স্টুডিও-কর্মীর বক্তব্য, এই দুর্দিনের বাজারে মিনিমাম ওয়েজ—যার অংক মাত্র একশো ষাট টাকা থেকে শুরু—সেটা দাবি করে কি তাঁরা অন্যায় করেছেন। ওই টাকায় তো শুধু নুন-ভাত খেতেও কুলোয় না। এটুকু দাবি না মিটলে তাঁরা বাঁচেন কি করে?

এমনি নানা মতামত চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে। এই সব সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করার কথা চিন্তাও করছেন কেউ কেউ। পরিচালন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট কুশলী শ্রীঅমল সরকার একটি চিঠিতে এইসব সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেছেন দেশের সরকার, চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলে এবং এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে। সেগুলি হল : (১) সেনসর-ভিত্তিক ছবির আবশ্যিক প্রদর্শন, তৎসহ মডেল টারম। (২) প্রমোদকরের টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির প্রযোজক সরকারের কাছ থেকে সাহায্য হিসাবে পাবেন। (৩) প্রত্যেক স্টুডিও মালিকরা আবশ্যিকভাবে বছরে দুটি ও ল্যাবরেটরী মালিকরা বছরে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করিতে বাধ্য থাকবেন। তাতে করে এইসব মালিকরা অজুহাত দিতে পারবেন না যে, তাঁরা কর্মীদের কাজ না থাকা সত্ত্বেও বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেন। কর্মীরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এইসব ছবি প্রযোজনার কাজে মালিককে সাহায্য করতে উৎসাহ পেতে পারেন। সর্বোপরি যেটা লাভ হবে, সেটা হল এই, হতভাগ্য শতকরা আশী-জন ফ্রি-লানস কলাকুশলী এইসব ছবিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। (৪) বাংলা দেশে ডাবিং ছবি করা এই মুহূর্তে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া। নচেৎ বাংলা দেশের ছবির জগতের টাকার একটা বড় অংশ বাংলার বাইরে চলে যায়। (৫) বিদেশী চিত্র-সংস্থাগুলো যে টাকা বাংলা দেশ থেকে রোজগার করেন, তার থেকে কমপক্ষে বিশ শতাংশ টাকা আবশ্যিকভাবে বাংলা ছবিতে বিনিয়োগ করানো। (৬) যে সব চিত্র পরিবেশক বছরে চারখানা নতুন ছবি পরিবেশন করেন এবং যে সব হিন্দী ছবির পরিবেশক বছরে দুখানা ছবির পরিবেশন করেন, তাঁদের বছরে অন্তত একখানা বাংলা ছবি প্রযোজনা করতে বাধ্য করা। (৭) কলকাতার ওপর 'এ' ক্লাস সিনেমা হাউস, যাঁরা নতুন বাংলা বা হিন্দী ছবি রিলিজ করেন, তাঁদেরও বাধ্যতামূলকভাবে বছরে কমপক্ষে অন্তত একটা বাংলা ছবি প্রযোজনা করতে বাধ্য করা। (৮) শিল্পীদের মধ্যে যে সব তারকা আছেন (অবশ্য তাঁদের সংখ্যা খুবই কম), তাঁদের গগনচুম্বী চুক্তির টাকা থেকে কিছু অংশ কমাতে বাধ্য করা।

*

এ তো গেল সমস্যা সমাধানের একটা স্থায়ী প্রস্তাব। কিন্তু আপাতত স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরির এই ধর্মঘট আরও দীর্ঘদিন চললে বাংলা ছবির সত্যিই দুর্দিন দেখা দেবে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের স্বার্থেই এ ব্যাপারের আশু সমাধান আবশ্যক।
—নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশ
৩৮ বর্ষ
সংখ্যা
১৩

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী
পাঠকপ্রিয় সৈয়দ মুজতবা আলী বহুকাল পরে আবার "পঞ্চতন্ত্র" পর্যায়ের একটি অনবদ্য রম্যরচনা তাঁর অনুরাগী পাঠকদের জন্য, অবশ্য সব পাঠকই তাঁর "পঞ্চতন্ত্রে"র অনুরাগী, লিখেছেন। দীর্ঘকাল পরে প্রিয় লেখকের সাক্ষাৎ পেয়ে, আশা করা যায়, পাঠককুল খুশী হবেন।

লেনিনের চোখে সাহিত্য : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
লেনিন ছিলেন আজীবন বিপ্লবী। সারাটা জীবন তিনি দেশকে গড়ার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। ফলে শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে খুব বেশী মন দেবার সময় তিনি পাননি। তা সত্ত্বেও, শিল্পসাহিত্যের তাঁর আন্তরিক টান ছিল যথেষ্ট। সে কথা তাঁর বিভিন্ন সময়ে বলা এবং লেখা নানা কথা ও রচনাংশ থেকে জানতে পারা যায়। এ প্রবন্ধে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেনিনের সেইসব উক্তি ও মন্তব্যের ভিত্তিতে সাহিত্য সম্বন্ধে লেনিনের ধারণাটিকে বিধৃত করতে চেয়েছেন।

একই হৃদ্‌যন্ত্রের দুই ক্রীড়াযন্ত্রী : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
সুজিত সিংহ আর লক্ষ্মীকান্ত দাস। একজন অ্যাথলীট, অন্যজন ভারোত্তোলক। একজনের ধ্যানজ্ঞান ছোটানো, ছোঁড়ানো ও লাফানো, আর অপরজনের শুধু ওজন তোলা আর ওজন নামানো। কিন্তু ওঁরা দুজন লক্ষ্যের দিক থেকে একই পথের পথিক। যথাক্রমে অ্যাথলেটিকস ও ওয়েট-লিফ্‌টিং-এর মত দুটো অজনপ্রিয় বিষয়কে ওঁরা জনপ্রিয়তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই রচনায় ওঁদের সেই জীবনসাধনার কথা।

পৌষের পুষ্প : শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা : ফাদার দ্যতিয়েন

॥ গল্প ॥

অপহরণ : শিশির লাহিড়ী
নৃশংস হিংসা আজ এক ভয়ংকর অশরীরী আততায়ীর মত নিজেকে অদৃশ্য রেখে পশ্চিম বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার তীক্ষ্ণ নির্মম দংষ্ট্রা ও নখরাঘাতে বাংলা দেশের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। এই ভয় ও সন্ত্রাস আমাদের প্রাণ হরণের আগেই একে একে অপহরণ করছে আরও অনেক কিছু — আমাদের পৌরুষ আত্মসম্মান, বিশ্বাস এবং সর্বোপরি, মনুষ্যত্ব—যেগুলির জন্যেই আমরা, মানুষরা, মানুষ। এই মর্মান্তিক অপহরণ বা অপহ্নবের একটি অনুপম আলেখ্য এই সুরচিত কাহিনীটি।

॥ উপন্যাস ॥

রত্ন ও শ্রীমতী : অন্নদাশংকর রায়
উজ্জ্বল উদ্ধার : প্রতিভা বসু

॥ স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনা ॥

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু. বি. য়েটস : সৌরীন্দ্র মিত্র

॥ কবিতা ॥

ক্লিংফড : জগন্নাথ লালা
আমি যখন রাজা ছিলুম : তুলসী মুখোপাধ্যায়
প্রতিবাদ : উদয়ন ভট্টাচার্য

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ ব্যঙ্গচিত্র ॥ রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ॥ দৃশ্যপট ॥ বৈদেশিকী ॥ ঘরে বাইরে ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ গানের আসর ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ বিদেশী বই ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ টেবল টেনিসের আইনকানুন ॥ খেলার মাঠে ॥ রঙ্গজগৎ ॥ অরণ্যদেব ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম : ৫০ পয়সা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা ১

তৃতীয় চক্ষু

এ হল এক্স-রে
ইন্দু এক্স-রে ফিল্ম
যা দেয়
চিকিৎসককে অন্তর্দৃষ্টি

ইন্দু—ভারতের গৌরব
INDU
ফটো · সিনে · এক্স-রে

হিন্দুস্তান ফটো ফিল্মস
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
(ভারত সরকারের এক উদ্যোগ)
ইন্দুনগর, উটকামণ্ড—৫

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১
আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার